(কলিকাতা সেণ্ট্রাল টেক্সট্ বুক্-কমিটী কর্ত্তৃক বিদ্যালয়ের প্রাইজ্ ও লাইব্রেরীর বুক্‌রূপে মনোনীত)

কার্‌বালা-কাব্য

(মহরমের বিষাদময় ঘটনা-অবলম্বনে লিখিত)

আবদুল বারি কবিরত্ন

প্রণীত

নোয়াখালী,—সুজাপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২য় সংস্করণ

সন ১৩৪২ বাঙ্গালা

মূল্য ১৲ এক টাকা।

"কারবালা-কাব্য" নিম্নলিখিত স্থান সমূহে পাওয়া যাইবে।

১। পোঃ রাজগঞ্জ, গ্রাম সুজাপুর, জিলা নোয়াখালী গ্রন্থকারের নিকট।

২। মৌলবী নাজিরজ্জমান হেড্‌বুকিংক্লার্ক, পোঃ— আখাউরা-জংশন, ত্রিপুরা।

৩। মৌলবী হাফেজ আবদুল কাদের ১৭৯নং বংশাল রোড্ 'ফোর্‌কানিয়া মাদ্রাসা' ঢাকা।

৪। এন্, এচ্, বি, লাইব্রেরী, বগুড়া।

ঢাকা,
নবাবপুর,—নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে,
শ্রীকালাচাঁদ বসাকদ্বারা মুদ্রিত।

'কার্‌বালা'র প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনা

মুসলমানধর্ম্মসংস্থাপক, প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ হজরতমোহাম্মদের (দঃ) প্রিয়তমাকন্যা ফাতেমার গর্ভে, এমামহাসেন ও এমামহোসেন নামক ভ্রাতৃ-যুগল জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমান জগতের ধর্ম্মগত নেতৃত্ব লইয়া যৌবনে ইহাঁদের সঙ্গে তৎকালীন দুষ্ক্রিয়াসক্ত, প্রবল-প্রতাপ-দামেস্কসম্রাট্ এজিদের বিরোধ উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য উক্ত দামেস্কপতিও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীই ছিলেন। 'জয়নব্' নাম্নী একটী অপূর্ব্ব-সুন্দরী ললনার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া এজিদ তাঁহাকে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিতে চাহিলে, উক্ত যুবতী স্খলিতচরিত্র সম্রাটের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্ম-প্রাণ এমাম হাসেনের সহিত পরিণয় সূত্রে সম্মিলিতা হন। এমাম দ্বয়ের সহিত দামেস্কপতির বিরোধের ইহাও অন্যতর-কারণ বলিয়া অনেকে উল্লেখ করেন। দুরাত্মা এজিদ ষড়যন্ত্র করিয়া বিষপ্রয়োগে এমামহাসেনকে নিহত ও এমামগণের বন্ধু কুফাধিপতি 'আবদুল্লা জেয়াদ'কে প্রচুর অর্থদানে ও বিশালরাজ্য প্রদানের আশ্বাসে-প্রলুব্ধ করতঃ তাহার ছলনাকৌশলে এমাম হোসেনকে সপরিবারে মদিনা হইতে বহির্গত করাইয়া পথভ্রান্ত-বিপন্ন-এমামকে ও তাঁহার বহু-বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে এসিয়া মাইনরের ইউফ্রেটীশ (আরব্য ভাষায় যাহাকে 'ফোরাত' বলে) নদীর নিকটবর্ত্তী কার্‌বালা নামক স্থানে, পানীয় জল-রোধ করিয়া অতি নিপীড়নের সহিত বধ করেন। ইহাই মহরমের ঘটনা, এবং এই অমানুষিক ও শোকবহ-ঘটনা অবলম্বন করিয়াই 'কারবালা'-কাব্য লিখিত হইয়াছে। 'মহরম' মোস্‌লেম

শুধু মোস্লেমজগৎ বলিয়া নয়, জগতের ইতিহাসেও এরূপ আর একটী শোকাবহ-ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। বিষাদের ডালি হৃদয়ে লইয়া ও অত্যন্ত অশ্রুষিক্ত হইয়াই 'কারবালা' লিখিয়াছি। এইজন্য বর্ত্তমান কাব্যখানিতে প্রধানতঃ করুণ রসেরই-আধিক্য ঘটিয়াছে খুবই।

'কার্বালা'র পরিকল্পনা প্রায়ই ঐতিহাসিক সত্যের উপর সংস্থাপিত। বর্ণনাপ্রসঙ্গে ইহাতে প্রাচীন আরবের অবস্থা ও ইস্লাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও উপকারিতা এবং মূল-তত্ত্বগুলি ধীর, নিরপেক্ষ, উদারভাবে ও সংক্ষেপে বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 'কার্বালা' পাঠ করিয়া, যদি ইস্লাম-ধর্ম্ম ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা অতি-মানুষিকশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের প্রতি, বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকাগণের শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব সমধিক বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সফল ও আত্মার সম্যক্ পরিতৃপ্তি হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে, আমি মুসলমানগণের সমাজে ও পরিবারে নিত্য কথিত, কতিপয় মধুর আরবী, পারশীশব্দ প্রয়োগের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই। বঙ্গীয় মুসলমান-পাঠক-পাঠিকাগণ আহারে, বিহারে কি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রায়ই যে সমস্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করিয়া মনোভাব পরিব্যক্ত করেন, তাঁহাদের মাতৃভাষায় সম্ভবমতে ঐ পদগুলি ক্রমে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে তাঁহারা স্বভাবতঃই বঙ্গ-মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিবেন, প্রধানতঃ এই যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়াই আমি, স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের বঙ্গমাতৃভাষার প্রতি ভক্তি-আকর্ষণ-মানসে, 'কার্বালায়' সেরূপ কতকগুলি বৈদেশিক পদ-প্রয়োগে সাহসী হইয়াছি। পাঠের বোধ সৌকর্য্যার্থে গ্রন্থশেষে,—পরিশিষ্টে, উক্ত বৈদেশিক-শব্দগুলির বাঙ্গালা অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাবিত গ্রন্থে 'বিশ্বাস' ও 'বিশ্বাসী'—শব্দ অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ইস্লাম' ধর্ম্মের অন্য নাম 'বিশ্বাস'; যাহারা ইস্লাম

'বিশ্বাস' ও 'বিশ্বাসী' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। পাঠক-পাঠিকাগণ একথা স্মরণ রাখিবেন।

'কার্‌বালা' আমার সাহিত্যিক সাধনার প্রথম ফল। ইহাতে কোন ভুল কি ত্রুটী লক্ষিত হইলে পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। ইতি—

নোয়াখালি,
মাইজদী,
অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ বাং

বিনয়াবনত
আবদুল বারি।

দ্বিতীয় সংস্করণে,—গ্রন্থকারের নিবেদন।

বহু বৎসর পুর্ব্বে কার্‌বালা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া দয়াময়ের করুণায় উহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-জগতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে ও অনধিক এক বৎসর কালের মধ্যেই তাহার মুদ্রিত সংখ্যাগুলি সমস্তই ফুরাইয়া যায়। কিন্তু তখন এনগণ্য-লেখকের জীবন-স্রোত ভিন্ন-খাতে প্রবাহিত হইয়া আমাকে দেশের রাজ-নৈতিক ও সামাজিক-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত করাতে আমি 'কার্‌বালা' ও তাহার পুনঃ-মুদ্রাঙ্কনের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া ছিলাম। এই কারণেই 'কার্‌বালা' এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি আমি বহু বন্ধু বান্ধবের বিশেষ-অনুরোধে ও নিজের আন্তরিক-টানে, স্বীয় জীবন-সন্ধ্যায় কার্‌বালা'র এই নূতন সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, গত এক বৎসর কালের ভিতরে আমার পরিবারে তিনটী অতি-প্রিয়-জীবের অকাল তিরোভাব ঘটায় আমি উপস্থিত সময়ে অত্যন্ত গভীর-শোক-সন্তপ্ত ও বিশেষ অসুস্থাবস্থাতেই আছি। সুতরাং এই দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানিকে সৌষ্ঠব-সম্পন্ন ও নির্দ্দোষ-ভাবে মুদ্রিত করার আশা-পোষণ করিতে

ছিলাম তাহা পারিলাম না। আশাকরি সহৃদয়-পাঠক-পাঠিকাগণ এসম্বন্ধে আমারযদি কোন ভুল ও ক্রটী লক্ষ্যকরেন তবে তাহা নিজগুণে দয়াকরিয়া ক্ষমা করতঃ বাধিত করিবেন।

এস্থলে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত একথা উল্লেখ করিতেছি যে, প্রথম সংস্করণের 'কারবালা' পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় কাসিম-বাজারাধিপতি পরলোকগত মহারাজা স্যার মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর ; মৃত খানবাহাদুর ও নবাব বদরুদ্দিন হায়দর সাহেব ; কলিকাতা হাইকোর্টের বর্ত্তমান সুযোগ্য ও দেশ-বরণীয় স্বনাম-ধন্য জষ্টিস স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় ; পাইকপাড়া রাজ-বংশোদ্ভব মাননীয় কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও নোয়াখালী হরিনারায়ণ পুরের জনপ্রিয় ও মহামতি ভূম্যধিকারী ধর্ম্মরত্ন রায় রাজকুমার দত্ত বাহাদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ উপযুক্ত আর্থিক-পুরস্কার দানে এঅধম লেখককে উৎসাহিত ও কৃতার্থ করিয়াছেন। এবং কার্‌বালা'র বর্ত্তমান-সংস্করণের মুদ্রাঙ্কনের সাহায্য-কল্পে, বঙ্গজননীর সুসন্তান ও নোয়াখালী জেলার ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর মাননীয় টি, আই, এম্ নুরন্নবী চৌধুরী আই, সি, এস্ স্কোয়ার মহোদয় উপযুক্ত অর্থ-দানে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তিগণমধ্যে, জীবিত মহাপ্রাণ ব্যক্তিবৃন্দকে ও মৃত মহাত্মাদের পরলোকগত আত্মাকে আমি গভীর শ্রদ্ধারভাব জ্ঞাপন করিতেছি। "কলিকাতা-সেণ্ট্রাল টেক্‌সট্‌বুক কমিটী" 'কার্‌বালা' কাব্যকে বঙ্গীয় বিদ্যালয় সমুহের "প্রাইজ ও লাইব্রেরীবুক্" মনোনীত করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এজন্য আমি উক্ত সমিতির কর্ত্তৃপক্ষদিগকেও বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিতেছি। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কাপড়ের বাঁধাই বইয়ের মূল্য ১।০ পাঁচসিকা স্থলে ১৲ একটাকা করা হইল।

গ্রাম সুজাপুর,—
জিঃ নোয়াখালী
১০ই আশ্বিন ১৩৪২ বাং

বিনয়াবনত—
আবদুলবারি কবিরত্ন

আশীর্ব্বাদ-পত্র—

প্রথম সংস্করণের "কার্‌বালা কাব্য" সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রশংসা-পত্র পাওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধীয় বঙ্গের বিখ্যাত বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ও বাঙ্গালা ইংরেজী সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের সমস্ত বিস্তারিত সমালোচনা এস্থলে হুবহু উদ্ধৃত করা সম্ভবপর নহে। এই জন্য পাঠকপাঠিকাগণের গোচরার্থে তন্মধ্য হইতে কিছু কিছু সমালোচনা যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্‌টার সাহেবের পত্র,—

TRUE COPY

No 113 C—I—B—C

Director of Public Instruction, Bengals' Notification, dated September, 1914.

Calcutta Gazatte Post Ic
Pages 899 to 909.
September, 1914.

Subject—Literature, Grammer and Composition No 3

Name of Book—Karbala.

Name of Author—Abdul Bari.

Purposes for which approved—Prize and Library Book.

Calcutta—24. 10. 14.

Sd/. S. C. Dutta.
For Secretary
Central Text Book Committee.

বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার পি, সি, রায়

91, Upper Circular Road.
Calcutta.
26/2/13.

Dear sir,

I have read your "Karbala" with interest and delight. The tragic incidents of Moharrum has been depicted with pathos and fervour. I am not a good judge of Bengali poetry but I may say, however, that I have been much struck with your power of expression and poetic talents.

I congratulate you upon your production, the more as you yield a facile pen and write in a chaste and pure Bengali.

Yours very truly.
P. C. Roy.

কবিবর ডি, এল্, রায় (১৩ই ফাল্গুন ১৩১৯ বাং)—

কার্‌বালা কাব্য পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। লেখকের লেখার তেজ আছে, ভাষার প্রাণ আছে, ছন্দ-বন্দে লালিত্য আছে। বঙ্গ সাহিত্যে এ গ্রন্থের আদর হইবে।"

পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৫ই মাঘ ১৩১৯)—

"কবি আবদুল বারি রচিত "কার্‌বালা" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া যারপর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। যে হৃদয়-ভেদী-মহরমের ঘটনা এই আখ্যায়িকার বিষয়, তাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগেই কবিতার উৎস হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান লেখক বাঙ্গালা কবিতায় এই বিবরণ সংকলন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অভাব মোচন করিয়াছেন। লেখকের বাঙ্গালা ভাষায় প্রচুর অধিকার রহিয়াছে এবং কাব্য রচনায়ও তিনি প্রচুর ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই গ্রন্থের আদর হইবে।"

জষ্টিস্ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

(১০ই মাঘ ১৩১৯ বাং)

"আপনার প্রেরিত "কার্‌বালা" গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। * * * *

এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয় করুণ-রসে আপ্লুত হইবে। পুস্তকের বিষয় যেমন করুণ-রসোদ্দীপক ইহার ভাষাও তেমনি সরল ও সুমধুর। ইহাতে আপনি যে সমস্ত বৈদেশিক-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহারা যে যে অর্থ বোধক, ঠিক সেই সেই অর্থ বোধক অনেক শব্দের প্রতি-শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় না থাকায় তাহার প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধন করিবে। * * * * *

এই কাব্য-গ্রন্থখানি অবশ্যই বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের সম্যক্ সমাদর লাভ করিবে।"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (৯ই ফাল্গুন ১৩১৯)—

"কবি আবদুল বারি মহরমের বিষাদময় ঘটনাটি সুললিত ভাষায় ও অতি উদারতার সহিত তাঁহার লিখিত "কার্‌বালা" গ্রন্থে গ্রথিত করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের বিশেষতঃ হিন্দুদের বিশেষ উপকার করিলেন। কেননা বহুশত বৎসর পরেও কেন যে মুসলমানগণ মহরমের সময়ে এত গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন তাহা হিন্দুরা এই মনোরম পুস্তক পাঠে বুঝিতে পারিবেন। এই গ্রন্থখানি কবিত্বে পূর্ণ, পড়িতে বসিলে অনেক স্থানে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। কবির হৃদয় প্রশস্ত ও পবিত্র। আমি কবিকে আন্তরিক সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।"

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ ৯।৮।১৯১৩ইং)

"কবি আবদুল বারি প্রণীত 'কার্‌বালা' গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরম-প্রীতি লাভ করিলাম। কার্‌বালা ইউফ্রেটিশ নদীর তীরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র মরুভূমি। মহরমের ঘটনা-স্থান বলিয়া এই মরুভূমি জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত আবদুল বারি সাহেব "কার্‌বালা" গ্রন্থে মহরমের ঘটনাটী অতি মধুরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে মুসলমান বলিয়া সন্দেহ হয় না। আমাদের মনে হয় তিনি একজন হিন্দু কবি। তাঁহার হৃদয়ে ভাব আছে, লেখার প্রাণ আছে ও লেখনীতে তেজঃ আছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল। কার্‌বালা গ্রন্থ, মুসলমান-শাস্ত্র হইতে ভাব ও শব্দ সঙ্কলন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ পরিপুষ্ট সাধন করিয়াছে। এই গ্রন্থখানি সাধারণে যথোচিত সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই।"

মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১লা বৈশাখ ১৩২০)—

"সবিনয় নিবেদন, আপনার কার্‌বালাকাব্য পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। হাসেন হোসেনের বিষাদময়কাহিনী আপনি সুললিতভাষায় নিবদ্ধ করিয়া করুণ-রসের বিমল-ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। শুনিলাম এই আপনার প্রথম উদ্যম। প্রথম উদ্যমেই আপনি এতদূর সফলতা লাভ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, কবিতা দেবীর আপনার প্রতি বিশেষ করুণা আছে। আপনার ভাষা ও ভাব সুমার্জ্জিত এবং ছন্দের উপরে আপনার বেশ অধিকার আছে। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব-বৃদ্ধি করিতে নিয়োজিত করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।"

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার—

(২১শে ফাল্গুন ১৩১৯)

"গতকল্য আপনার কার্‌বালা-কাব্য পাই এবং গতকল্যই উহা পড়িয়া শেষ করিয়াছি। আপনি বঙ্গ-ভাষায় একখানি চমৎকার করুণ-রসপূর্ণ-কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি।"

পণ্ডিত সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি—

(সাহিত্য-সম্পাদক, ১৮ই চৈত্র ১৩১৯)

"আপনার "কার্‌বালা" কাব্যখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। বিষয়-গৌরবে ও কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে-কার্‌বালা মনোরম হইয়াছে। মস্‌লেম-পুরাণের এই করুণ-রসাত্মক কাহিনীটি আপনি সর্ব্ব সাধারণের অধিগম্য করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আপনার সাহিত্য-সাধনা সফল হউক ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।"

ডাক্তার—রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর

(১৫ই বৈশাখ ১৩২০)

"আবদুল বারি সাহেব প্রণীত 'কার্‌বালা কাব্য' পড়িয়া অতি সন্তুষ্ট হইলাম। গ্রন্থকার এই কবিত্বপূর্ণ পুস্তকখানি, অতি উদারও নিরপেক্ষ ভাবে, হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর পাঠকেরই উপযোগী ভাব ও ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তকখানির ভিতরে একটী উন্নত-আদর্শ ও করুণ রসের স্রোত প্রবাহিত থাকিয়া আলোচ্য বিষয়টীকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। এ পুস্তক পাঠে সাধারণ হিন্দু পাঠকও যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। আমি গ্রন্থকারের মঙ্গল কামনা করিতেছি।"

জষ্টিস সারদাচরণ মিত্র (১৯শে মাঘ ১৩১৯)—

"কারবালা-কাব্য" পড়িয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি এই গ্রন্থে উচ্চশ্রেণীর কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। আমার পরিবারের মহিলারাও এই গ্রন্থ পাঠে অতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গ্রন্থখানি টেক্সট-বুক কমিটীতে পাঠাইলাম। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবেন।"

রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব মেম্বার মাননীয়
জে, এন্, গুপ্ত আই, সি, এস্—

I have read with much interest Moulvi Abdul Bari's epic on the "Karbala". The narrative is spirited and contains much genuine feeling with religious fervour. It ought to prove a very useful Text Book for boys of the advanced classes of High Schools, especially as a large number of Mahommedan youths take Bengali as their Vernacular in the University Examination.

Calcutta 19. 1. 13.

Sd/. J. N. Gupta.
I. C. S.

চন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায়—

("উদ্ভ্রান্তপ্রেম" প্রণেতা ১৯শে ভাদ্র ১৩২০)

"কবি সাহেব !

আপনার "কার্‌বালা" নামক কাব্য গ্রন্থখানি কয়েকদিন পূর্ব্বে পাইয়াছি। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। কার্‌বালা ক্ষেত্রে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তেমন হৃদয়-বিদারকঘটনা জগতের ইতিহাসে অতি অল্পই আছে। সেই মর্ম্মান্তিক কাহিনী আপনি অতি সুন্দরভাষায় ও সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। আপনার পুস্তক অতি উপাদেয় ও সুপাঠ্য হইয়াছে। জনসমাজে এ গ্রন্থের খুব সমাদর হইবে। ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি আপনি যেরূপ ধীর ও উদারভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সর্ব্ব সম্প্রদায়েরই উপভোগ্য হইয়াছে। আমার সাদর সম্ভাষণ জানিবেন."

"বুল্‌ বুলে কবি" মোজাম্মেল হক

(১৩ই জ্যেষ্ঠ ১৩২০)

"আপনার কার্‌বালা-কাব্য পাইয়া ও পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলাম। মহরমের ঘটনা অবলম্বনে আপনি সুন্দর রূপেও কবিত্ব-পূর্ণভাযায় "কার্‌বালা কাব্য" লিখিয়া ও প্রকাশ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের খুব সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিলেন। আমি মহররমের ব্যাপার অবলম্বনে 'কার্‌রালা-তরঙ্গ' নামে এক খানি গ্রন্থ রচনার আয়োজন করিয়াছিলাম। আপনার "কার্‌বালা কাব্য" প্রকাশিত হওয়ায়, আমি আমার সেই গ্রন্থ প্রকাশ করা আর আবশ্যক মনে করি না। আপনি আমার ভালবাসা জানিবেন।"

আনন্দবাজার (১লা ফাল্গুণ ১৩১৯)

"কার্‌বালা।—আবদুল বারি প্রণীত কাব্যগ্রন্থ।...............এসিয়া মাইনরের ইউফ্রেটিশনদীর নিকটবর্ত্তী কার্‌বালা নামক স্থানে দামেস্ক-সম্রাট এজিদের কুমন্ত্রণায় ও নিদারুণ-ছলনায় এমাম হোসেনকে নিহত করা হয়। গ্রন্থকার সেই ভীষণ-ঘটনা অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কার্‌বালা নাম স্মরণ করিলেই মুসলমানগণের হৃদয় শোকে অবসন্ন হইয়া পড়ে, বিষাদের অশ্রুলহরী অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কেবল মুসলমান বলিয়া নহে, এই ভীষণ শোকোদ্দীপক বৃত্তান্ত যিনি পাঠ করেন অথবা শ্রবণ করেন, তাঁহারই হৃদয় মর্ম্মান্তিক-শোকানলে দগ্ধ হয়। গ্রন্থকারের এই করুণ-কাব্যের লিপি নৈপুণ্যে ভাবযোজনার সুকৌশলে এবং প্রকৃত ঘটনার স্বাভাবিক করুণ-প্রবাহে বঙ্গভাষায় এই কাব্যখানি অতীব আদরণীয় হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।".........

......"এই গ্রন্থে ভাষা-বিভব-কল্পনা-গৌরব এবং রসপূর্ণভাব সমাবেশ যথেষ্ঠরূপেই পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার তাঁহার কবি-প্রতিভার যথেষ্ঠ পরিচয় দিয়াছেন।...............

দৈনিক "নায়কে" ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—

(১১ই ভাদ্র ১৩২০)

"কার্‌বালা............আমরা এই কাব্য গ্রন্থখানি আগা গোড়াই পড়িয়াছি। এমন সরল সোজাভাষায় করুণ-রসের বিকাশ আমরা খুব অল্প কাব্যগ্রন্থেই পাইয়াছি। লেখক সিদ্ধ-কবি, খাটি বাঙ্গালার খাটি কবি।................. ...কবি আবদুল বারিকে এই গ্রন্থের জন্য আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি চিরজীবী হউন এবংএমনি মিঠাভাবে সাহিত্য সেবা করিতে থাকুন।"...............

বসুমতী (১২ই ফাল্গুণ ১৩১৯)—

"কারবালা। আলোচ্য গ্রন্থখানি কাব্যগ্রন্থ। কারবালার উপাখ্যান, ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। গ্রন্থকার কবি আবদুল বারি অতি সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শিনী-ভাষায় সুললিত ছন্দে এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে গ্রন্থখানি অসমাপ্তরাখা যায় না। গ্রন্থখানি করুণরসপ্রধান। পাঠ করিতে করিতে গ্রন্থ অনেক স্থলে আমাদের অশ্রুসিক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার মুসলমান। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় যে প্রগাঢ়-ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তি যেমন অসাধারণ, তাঁহার বিনয়ও তেমন চিত্তা-কর্ষক। হিন্দু মুসলমান সকলেরই এই গ্রন্থখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য। বড়াল কবির 'এষা' ভিন্ন এরূপ সুলিখিত কাব্য ইদানাং অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে।"

বেঙ্গলী

Bengali.

3/4/13.

"Karbala"

This is a poem in Bengali by M. Abdul Bari. The grim and heart-rending tragedy of Muhorrum is delineated in the appropriate language. The poem is divided into eight cantos; and the material arrangement has been quite suited to the subject matter in each. There are soaring flights of gennine poetry in several passages which attract the attention of the reader. The book may be well recommended as a prize book. It can be had with the author at P. O. Maijdi. Dt. Noakhali. Price one rupee and four annas.

সঞ্জীবনী (১৭ই মাঘ ১৩১৯)

"কারবালা ৮ সর্গে সমাপ্ত কাব্যগ্রন্থ। হাসেন হোসেনের বিষাদপূর্ণ কাহিনী লইয়া একাধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মৌলবী আবদুল্ বারি এই ঐতিহাসিক ঘটনাটীকে ভাষার গাম্ভীর্য্যে ও তেজস্বিতায় অতি মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া হৃদয় বীরত্ব-গৌরবে পূর্ণ হইয়া উঠে। যাঁহারা মুসলমানের গৌরব-কাহিনী পাঠ করিয়া হৃদয় সবল করিতে চাহেন, তাহারা এই গ্রন্থখানি অবশ্য পাঠ করিবেন।"

বঙ্গবাসী (১২ই মাঘ ১৩১৯)

"কার্‌বালা—**শ্রীযুক্ত আবদুল বারি প্রণীত**।"............ .. ... ইহা এক খানি সুলিখিত বাঙ্গলা বিয়োগান্ত কাব্য, বলাই বাহুল্য, ইহাকরুণ-রস পূর্ণ। * * * * * * * * ধর্ম্মের হিসাবে ইহা মুসলমান মাত্রেরই পাঠ্য, আর সাহিত্যের হিসাবে সর্ব্ব ধর্ম্মীরই পাঠ্য। বিষয়ের ভাবে এবং বর্ণনার ধারে অনেক স্থলে চক্ষুর জল সংবরণ করিতে পারা যায় না। কবিত্বের বিকাশ সর্ব্বত্র ই।"

প্রবাসী (বৈশাখ, ১৩২০)

কার্‌বালা, মহরমের প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে রচিত এক খানি কাব্য। আটটি সর্গে ইহা পরি সমাপ্ত। এই আটটি সর্গের প্রত্যেকটীই লেখকের উদার মতও ধর্ম্ম-প্রাণতার উজ্জ্বল নিদর্শন। কাব্যাংশে ভাব, ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়া গ্রন্থ খানি ত্রুটি হীন না হইলেও ইহার মধ্যে করুণ-রসের অবতারনায় গ্রন্থকারের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে।" * * * * *

(কলিকাতা সেণ্ট্রাল টেক্সট্ বুক্-কমিটী কর্ত্তৃক বিদ্যালয়ের প্রাইজ্ ও লাইব্রেরীর বুক্‌রূপে মনোনীত)

কার্‌বালা-কাব্য

(মহরমের বিষাদময় ঘটনা-অবলম্বনে লিখিত)

আবদুল বারি কবিরত্ন

প্রণীত

নোয়াখালী,—সুজাপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২য় সংস্করণ

সন ১৩৪২ বাঙ্গালা

মূল্য ১৲ এক টাকা।

"কারবালা-কাব্য" নিম্নলিখিত স্থান সমূহে পাওয়া যাইবে।

১। পোঃ রাজগঞ্জ, গ্রাম সুজাপুর, জিলা নোয়াখালী গ্রন্থকারের নিকট।

২। মৌলবী নাজিরজ্জমান হেড্‌বুকিংক্লার্ক, পোঃ—আখাউরা-জংশন, ত্রিপুরা।

৩। মৌলবী হাফেজ আবদুল কাদের ১৭৯নং বংশাল রোড্ 'ফোর্‌কানিয়া মাদ্রাসা' ঢাকা।

৪। এন্, এচ্, বি, লাইব্রেরী, বগুড়া।

ঢাকা,
নবাবপুর,—নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে,
শ্রীকালাচাঁদ বসাকদ্বারা মুদ্রিত।

'কার্‌বালা'র প্রথম সংস্করণের

প্রস্তাবনা

মুসলমানধর্ম্মসংস্থাপক, প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ হজরতমোহাম্মদের (দং) প্রিয়তমাকন্যা ফাতেমার গর্ভে, এমামহাসেন ও এমামহোসেন নামক ভ্রাতৃ-যুগল জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমান জগতের ধর্ম্মগত নেতৃত্ব লইয়া যৌবনে ইহাঁদের সঙ্গে তৎকালীন দুষ্ক্রিয়াসক্ত, প্রবল-প্রতাপ-দামেস্কসম্রাট্‌ এজিদের বিরোধ উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য উক্ত দামেস্কপতিও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীই ছিলেন। 'জয়নব্‌' নাম্নী একটী অপূর্ব্ব-সুন্দরী ললনার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া এজিদ তাঁহাকে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিতে চাহিলে, উক্ত যুবতী স্খলিতচরিত্র সম্রাটের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্ম-প্রাণ এমাম হাসেনের সহিত পরিণয় সূত্রে সম্মিলিতা হন। এমাম দ্বয়ের সহিত দামেস্কপতির বিরোধের ইহাও অন্যতর-কারণ বলিয়া অনেকে উল্লেখ করেন। দুরাত্মা এজিদ ষড়যন্ত্র করিয়া বিষপ্রয়োগে এমামহাসেনকে নিহত ও এমামগণের বন্ধু কুফাধিপতি 'আবদুল্লা জেয়াদ'কে প্রচুর অর্থদানে ও বিশালরাজ্য প্রদানের আশ্বাসে-প্রলুব্ধ করতঃ তাহার ছলনাকৌশলে এমাম হোসেনকে সপরিবারে মদিনা হইতে বহির্গত করাইয়া পথভ্রান্ত-বিপন্ন-এমামকে ও তাঁহার বহু-বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে এসিয়া মাইনরের ইউফ্রেটীশ (আরব্য ভাষায় যাহাকে 'ফোরাত' বলে) নদীর নিকটবর্ত্তী কার্‌বালা নামক স্থানে, পানীয় জল-রোধ করিয়া অতি নিপীড়নের সহিত বধ করেন। ইহাই মহরমের ঘটনা, এবং এই অমানুষিক ও শোকবহ-ঘটনা অবলম্বন করিয়াই 'কারবালা'-কাব্য লিখিত হইয়াছে। 'মহরম' মোস্‌লেম

শুধু মোস্‌লেমজগৎ বলিয়া নয়, জগতের ইতিহাসেও এরূপ আর একটী শোকাবহ-ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। বিষাদের ডালি হৃদয়ে লইয়া ও অত্যন্ত অশ্রুষিক্ত হইয়াই 'কারবালা' লিখিয়াছি। এইজন্য বর্ত্তমান কাব্যখানিতে প্রধানতঃ করুণ রসেরই-আধিক্য ঘটিয়াছে খুবই।

'কার্‌বালা'র পরিকল্পনা প্রায়ই ঐতিহাসিক সত্যের উপর সংস্থাপিত। বর্ণনাপ্রসঙ্গে ইহাতে প্রাচীন আরবের অবস্থাও ইস্‌লাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও উপকারিতা এবং মূল-তত্ত্বগুলি ধীর, নিরপেক্ষ, উদারভাবে ও সংক্ষেপে বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 'কার্‌বালা' পাঠ করিয়া, যদি ইস্‌লাম-ধর্ম্মও তাহার প্রতিষ্ঠাতা অতি-মানুষিকশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের প্রতি, বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকাগণের শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব সমধিক বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সফল ও আত্মার সম্যক্ পরিতৃপ্তি হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে, আমি মুসলমানগণের সমাজে ও পরিবারে নিত্য কথিত, কতিপয় মধুর আরবী, পারশীশব্দ প্রয়োগের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই। বঙ্গীয় মুসলমান-পাঠক-পাঠিকাগণ আহারে, বিহারে কি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রায়ই যে সমস্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করিয়া মনোভাব পরিব্যক্ত করেন, তাঁহাদের মাতৃভাষায় সম্ভবমতে ঐ পদগুলি ক্রমে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে তাঁহারা স্বভাবতঃই বঙ্গ-মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিবেন, প্রধানতঃ এই যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়াই আমি,স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের বঙ্গমাতৃভাষার প্রতি ভক্তি-আকর্ষণ-মানসে, 'কার্‌বালায়' সেরূপ কতকগুলি বৈদেশিক পদ-প্রয়োগে সাহসী হইয়াছি। পাঠের বোধ সৌকর্য্যার্থে গ্রন্থশেষে,—পরিশিষ্টে, উক্ত বৈদেশিক-শব্দগুলির বাঙ্গালা অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাবিত গ্রন্থে 'বিশ্বাস' ও 'বিশ্বাসী'—শব্দ অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ইস্‌লাম' ধর্ম্মের অন্য নাম 'বিশ্বাস'; যাহারা ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদিগকে 'বিশ্বাসী'ও বলা যায়। এই দুই অর্থেই আমি

'বিশ্বাস' ও 'বিশ্বাসী' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। পাঠক-পাঠিকাগণ একথা স্মরণ রাখিবেন।

'কার্‌বালা' আমার সাহিত্যিক সাধনার প্রথম ফল। ইহাতে কোন ভুল কি ত্রুটী লক্ষিত হইলে পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। ইতি—

নোয়াখালি,
মাইজদী,
অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ বাং

বিনয়াবনত
আব্দুল বারি।

দ্বিতীয় সংস্করণে,—গ্রন্থকারের নিবেদন।

বহু বৎসর পুর্ব্বে কার্‌বালা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া দয়াময়ের করুণায় উহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-জগতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে ও অনধিক এক বৎসর কালের মধ্যেই তাহার মুদ্রিত সংখ্যাগুলি সমস্তই ফুরাইয়া যায়। কিন্তু তখন এনগণ্য-লেখকের জীবন-স্রোত ভিন্ন-খাতে প্রবাহিত হইয়া আমাকে দেশের রাজ-নৈতিক ও সামাজিক-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত করাতে আমি 'কার্‌বালা' ও তাহার পুনঃ-মুদ্রাঙ্কনের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া ছিলাম। এই কারণেই 'কার্‌বালা' এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি আমি বহু বন্ধু বান্ধবের বিশেষ-অনুরোধে ও নিজের আন্তরিক-টানে, স্বীয় জীবন-সন্ধ্যায় কার্‌বালা'র এই নূতন সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, গত এক বৎসর কালের ভিতরে আমার পরিবারে তিনটী অতি-প্রিয়-জীবের অকাল তিরোভাব ঘটায় আমি উপস্থিত সময়ে অত্যন্ত গভীর-শোক-সন্তপ্ত ও বিশেষ অসুস্থাবস্থাতেই আছি। সুতরাং এই দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানিকে সৌষ্ঠব-সম্পন্ন ও নির্দ্দোষ-ভাবে মুদ্রিত করার আশা-পোষণ করিতে

ছিলাম তাহা পারিলাম না। আশাকরি সহৃদয়-পাঠক-পাঠিকাগণ এসম্বন্ধে আমারযদি কোন ভুল ও ত্রুটী লক্ষ্যকরেন তবে তাহা নিজগুণে দয়াকরিয়া ক্ষমা করতঃ বাধিত করিবেন।

এস্থলে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত একথা উল্লেখ করিতেছি যে, প্রথম সংস্করণের 'কারবালা' পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় কাসিম-বাজারাধিপতি পরলোকগত মহারাজা স্যার মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর; মৃত খানবাহাদুর ও নবাব বদরুদ্দিন হায়দর সাহেব; কলিকাতা হাইকোর্টের বর্ত্তমান সুযোগ্য ও দেশ-বরণীয় স্বনাম-ধন্য জষ্টিস স্যার মন্নথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়; পাইকপাড়া রাজ-বংশোদ্ভব মাননীয় কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও নোয়াখালী হরিনারায়ণ পুরের জনপ্রিয় ও মহামতি ভূম্যধিকারী ধর্ম্মরত্ন রায় রাজকুমার দত্ত বাহাদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ উপযুক্ত আর্থিক-পুরস্কার দানে এঅধম লেখককে উৎসাহিত ও কৃতার্থ করিয়াছেন। এবং কার্‌বালা'র বর্ত্তমান-সংস্করণের মুদ্রাঙ্কনের সাহায্য-কল্পে, বঙ্গজননীর সুসন্তান ও নোয়াখালী জেলার ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর মাননীয় টি, আই, এম্ নুরন্নবী চৌধুরী আই, সি, এস্ স্কোয়ার মহোদয় উপযুক্ত অর্থ-দানে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তিগণমধ্যে, জীবিত মহাপ্রাণ ব্যক্তিবৃন্দকে ও মৃত মহাত্মাদের পরলোকগত আত্মাকে আমি গভীর শ্রদ্ধারভাব জ্ঞাপন করিতেছি। "কলিকাতা-সেণ্ট্রাল টেক্‌সট্‌বুক কমিটী" 'কার্‌বালা' কাব্যকে বঙ্গীয় বিদ্যালয় সমুহের "প্রাইজ ও লাইব্রেরীবুক্" মনোনীত করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এজন্য আমি উক্ত সমিতির কর্ত্তৃপক্ষদিগকেও বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিতেছি। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কাপড়ের বাঁধাই বইয়ের মূল্য ১।০ পাঁচসিকা স্থলে ১৲ একটাকা করা হইল।

গ্রাম সুজাপুর,—
জিঃ নোয়াখালী
১০ই আশ্বিন ১৩৪২ বাং

বিনয়াবনত—
আবদুলবারি কবিরত্ন

আশীর্ব্বাদ-পত্র—

প্রথম সংস্করণের "কার্‌বালা কাব্য" সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রশংসা-পত্র পাওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধীয় বঙ্গের বিখ্যাত বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ও বাঙ্গালা ইংরেজী সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের সমস্ত বিস্তারিত সমালোচনা এস্থলে হুবহু উদ্ধৃত করা সম্ভবপর নহে। এই জন্য পাঠকপাঠিকাগণের গোচরার্থে তন্মধ্য হইতে কিছু কিছু সমালোচনা যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্‌টার সাহেবের পত্র,—

TRUE COPY

No 113 C—I—B—C

Director of Public Instruction, Bengals' Notification, dated September, 1914.

Calcutta Gazatte Post Ic
Pages 899 to 909.
September, 1914.

Subject—Literature, Grammer and Composition

No 3

Name of Book—Karbala.

Name of Author—Abdul Bari.

Purposes for which approved—Prize and Library Book.

Calcutta—24. 10. 14.

Sd/. S. C. Dutta.
For Secretary
Central Text Book Committee.

বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার পি, সি, রায়

91, Upper Circular Road.
Calcutta.
26/2/13.

Dear sir,

I have read your "Karbala" with interest and delight. The tragic incidents of Moharrum has been depicted with pathos and fervour. I am not a good judge of Bengali poetry but I may say, however, that I have been much struck with your power of expression and poetic talents.

I congratulate you upon your production, the more as you yield a facile pen and write in a chaste and pure Bengali.

Yours very truly.
P. C. Roy.

কবিবর ডি, এল্, রায় (১৩ই ফাল্গুন ১৩১৯ বাং)—

কার্‌বালা কাব্য পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। লেখকের লেখার তেজ আছে, ভাষার প্রাণ আছে, ছন্দ-বন্দে লালিত্য আছে। বঙ্গ সাহিত্যে এ গ্রন্থের আদর হইবে।"

পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৫ই মাঘ ১৩১৯)—

"কবি আবদুল বারি রচিত "কার্‌বালা" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া যারপর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। যে হৃদয়-ভেদী-মহরমের ঘটনা এই আখ্যায়িকার বিষয়, তাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগেই কবিতার উৎস হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান লেখক বাঙ্গালা কবিতায় এই বিবরণ সংকলন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অভাব মোচন করিয়াছেন। লেখকের বাঙ্গালা ভাষায় প্রচুর অধিকার রহিয়াছে এবং কাব্য রচনায়ও তিনি প্রচুর ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই গ্রন্থের আদর হইবে।"

জষ্টিস্ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

(১০ই মাঘ ১৩১৯ বাং)

"আপনার প্রেরিত "কার্‌বালা" গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। * * * *

এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয় করুণ-রসে আপ্লুত হইবে। পুস্তকের বিষয় যেমন করুণ-রসোদ্দীপক ইহার ভাষাও তেমনি সরল ও সুমধুর। ইহাতে আপনি যে সমস্ত বৈদেশিক-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহারা যে যে অর্থ বোধক, ঠিক সেই সেই অর্থ বোধক অনেক শব্দের প্রতি-শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় না থাকায় তাহার প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধন করিবে। * * * * *

এই কাব্য-গ্রন্থখানি অবশ্যই বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের সম্যক্ সমাদর লাভ করিবে।"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (৯ই ফাল্গুন ১৩১৯)—

"কবি আবদুল বারি মহরমের বিষাদময় ঘটনাটি সুললিত ভাষায় ও অতি উদারতার সহিত তাঁহার লিখিত "কার্‌বালা" গ্রন্থে গ্রথিত করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের বিশেষতঃ হিন্দুদের বিশেষ উপকার করিলেন। কেননা বহুশত বৎসর পরেও কেন যে মুসলমানগণ মহরমের সময়ে এত গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন তাহা হিন্দুরা এই মনোরম পুস্তক পাঠে বুঝিতে পারিবেন। এই গ্রন্থখানি কবিত্বে পূর্ণ, পড়িতে বসিলে অনেক স্থানে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। কবির হৃদয় প্রশস্ত ও পবিত্র। আমি কবিকে আন্তরিক সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।"

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ ৯।৮।১৯১৩ইং)

"কবি আবদুল বারি প্রণীত 'কার্‌বালা' গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরম-প্রীতি লাভ করিলাম। কার্‌বালা ইউফ্রেটিশ নদীর তীরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র মরুভূমি। মহরমের ঘটনা-স্থান বলিয়া এই মরুভূমি জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত আবদুল বারি সাহেব "কার্‌বালা" গ্রন্থে মহরমের ঘটনাটী অতি মধুরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে মুসলমান বলিয়া সন্দেহ হয় না। আমাদের মনে হয় তিনি একজন হিন্দু কবি। তাঁহার হৃদয়ে ভাব আছে, লেখার প্রাণ আছে ও লেখনীতে তেজঃ আছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল। কার্‌বালা গ্রন্থ, মুসলমান-শাস্ত্র হইতে ভাব ও শব্দ সঙ্কলন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার বিশেস পরিপুষ্ট সাধন করিয়াছে। এই গ্রন্থখানি সাধারণে যথোচিত সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই।"

মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১লা বৈশাখ ১৩২০)—

"সবিনয় নিবেদন, আপনার কার্‌বালাকাব্য পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। হাসেন হোসেনের বিষাদময়কাহিনী আপনি সুললিতভাষায় নিবদ্ধ করিয়া করুণ-রসের বিমল-ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। শুনিলাম এই আপনার প্রথম উদ্যম। প্রথম উদ্যমেই আপনি এতদূর সফলতা লাভ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, কবিতা দেবীর আপনার প্রতি বিশেষ করুণা আছে। আপনার ভাষা ও ভাব সুমার্জ্জিত এবং ছন্দের উপরে আপনার বেশ অধিকার আছে। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব-বৃদ্ধি করিতে নিয়োজিত করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।"

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার—

(২১শে ফাল্গুন ১৩১৯)

"গতকল্য আপনার কার্‌বালা-কাব্য পাই এবং গতকল্যই উহা পড়িয়া শেষ করিয়াছি। আপনি বঙ্গ-ভাষায় একখানি চমৎকার করুণ-রসপূর্ণ-কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি।"

পণ্ডিত সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি—

(সাহিত্য-সম্পাদক, ১৮ই চৈত্র ১৩১৯)

"আপনার "কার্‌বালা" কাব্যখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। বিষয়-গৌরবে ও কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে-কার্‌বালা মনোরম হইয়াছে। মস্‌লেম-পুরাণের এই করুণ-রসাত্মক কাহিনীটি আপনি সর্ব্ব সাধারণের অধিগম্য করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আপনার সাহিত্য-সাধনা সফল হউক ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।"

ডাক্তার—রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর

(১৫ই বৈশাখ ১৩২০)

"আবদুল বারি সাহেব প্রণীত 'কার্‌বালা কাব্য' পড়িয়া অতি সন্তুষ্ট হইলাম। গ্রন্থকার এই কবিত্বপূর্ণ পুস্তকখানি, অতি উদার ও নিরপেক্ষ ভাবে, হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর পাঠকেরই উপযোগী ভাব ও ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তকখানির ভিতরে একটী উন্নত-আদর্শ ও করুণ রসের স্রোত প্রবাহিত থাকিয়া আলোচ্য বিষয়টীকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। এ পুস্তক পাঠে সাধারণ হিন্দু পাঠকও যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। আমি গ্রন্থকারের মঙ্গল কামনা করিতেছি।"

জষ্টিস সারদাচরণ মিত্র (১৯শে মাঘ ১৩১৯)—

"কারবালা-কাব্য" পড়িয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি এই গ্রন্থে উচ্চশ্রেণীর কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। আমার পরিবারের মহিলারাও এই গ্রন্থ পাঠে অতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গ্রন্থখানি টেক্‌সট-বুক কমিটীতে পাঠাইলাম। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবেন।"

রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব মেম্বার মাননীয়
জে, এন্, গুপ্ত আই, সি, এস্—

I have read with much interest Moulvi Abdul Bari's epic on the "Karbala". The narrative is spirited and contains much genuine feeling with religious fervour. It ought to prove a very useful Text Book for boys of the advanced classes of High Schools, especially as a large number of Mahommedan youths take Bengali as their Vernacular in the University Examination.

Calcutta 19. 1. 13.

Sd/. J. N. Gupta.
I. C. S.

চন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায়—

("উদ্ভ্রান্তপ্রেম" প্রণেতা ১৯শে ভাদ্র ১৩২০)

"কবি সাহেব !

আপনার "কার্‌বালা" নামক কাব্য গ্রন্থখানি কয়েকদিন পূর্ব্বে পাইয়াছি। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। কার্‌বালা ক্ষেত্রে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তেমন হৃদয়-বিদারকঘটনা জগতের ইতিহাসে অতি অল্পই আছে। সেই মর্ম্মান্তিক কাহিনী আপনি অতি সুন্দরভাষায় ও সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। আপনার পুস্তক অতি উপাদেয় ও সুপাঠ্য হইয়াছে। জনসমাজে এ গ্রন্থের খুব সমাদর হইবে। ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি আপনি যেরূপ ধীর ও উদারভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সর্ব্ব সম্প্রদায়েরই উপভোগ্য হইয়াছে। আমার সাদর সম্ভাষণ জানিবেন।"

"বুল্‌বুলে কবি" মোজাম্মেল হক

(১৩ই জ্যেষ্ঠ ১৩২০)

"আপনার কার্‌বালা-কাব্য পাইয়া ও পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলাম। মহরমের ঘটনা অবলম্বনে আপনি সুন্দর রূপেও কবিত্ব-পূর্ণভাষায় "কার্‌বালা কাব্য" লিখিয়া ও প্রকাশ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের খুব সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিলেন। আমি মহররমের ব্যাপার অবলম্বনে 'কার্‌বালা-তরঙ্গ' নামে এক খানি গ্রন্থ রচনার আয়োজন করিয়াছিলাম। আপনার "কার্‌বালা কাব্য" প্রকাশিত হওয়ায়, আমি আমার সেই গ্রন্থ প্রকাশ করা আর আবশ্যক মনে করি না। আপনি আমার ভালবাসা জানিবেন।"

আনন্দবাজার (১লা ফাল্গুণ ১৩১৯)

"কার্‌বালা।—আবদুল বারি প্রণীত কাব্যগ্রন্থ।..............এসিয়া মাইনরের ইউফ্রেটিশনদীর নিকটবর্ত্তী কার্‌বালা নামক স্থানে দামেস্ক-সম্রাট এজিদের কুমন্ত্রণায় ও নিদারুণ-ছলনায় এমাম হোসেনকে নিহত করা হয়। গ্রন্থকার সেই ভীষণ-ঘটনা অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কার্‌বালা নাম স্মরণ করিলেই মুসলমানগণের হৃদয় শোকে অবসন্ন হইয়া পড়ে, বিষাদের অশ্রুলহরী অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কেবল মুসলমান বলিয়া নহে, এই ভীষণ শোকোদ্দীপক বৃত্তান্ত যিনি পাঠ করেন অথবা শ্রবণ করেন, তাঁহারই হৃদয় মর্ম্মান্তিক-শোকানলে দগ্ধ হয়। গ্রন্থকারের এই করুণ-কাব্যের লিপি নৈপুণ্যে ভাবযোজনার সুকৌশলে এবং প্রকৃত ঘটনার স্বাভাবিক করুণ-প্রবাহে বঙ্গভাষায় এই কাব্যখানি অতীব আদরণীয় হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।".........

......"এই গ্রন্থে ভাষা-বিভব-কল্পনা-গৌরব এবং রসপুর্ণভাব সমাবেশ যথেষ্ঠরূপেই পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার তাঁহার কবি-প্রতিভার যথেষ্ঠ পরিচয় দিয়াছেন।...............

দৈনিক "নায়কে" ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—

(১১ই ভাদ্র ১৩২০)

"কার্‌বালা............আমরা এই কাব্য গ্রন্থখানি আগা গোড়াই পড়িয়াছি। এমন সরল সোজাভাষায় করুণ-রসের বিকাশ আমরা খুব অল্প কাব্যগ্রন্থেই পাইয়াছি। লেখক সিদ্ধ-কবি, খাটি বাঙ্গালার খাটি কবি।................. ...কবি আবদুল বারিকে এই গ্রন্থের জন্য আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি চিরজীবী হউন এবংএমনি মিঠাভাবে সাহিত্য সেবা করিতে থাকুন।"...............

বসুমতী (১২ই ফাল্গুণ ১৩১৯)—

"কারবালা। আলোচ্য গ্রন্থখানি কাব্যগ্রন্থ। কারবালার উপাখ্যান, ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। গ্রন্থকার কবি আবদুল বারি অতি সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শিনী-ভাষায় সুললিত ছন্দে এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে গ্রন্থখানি অসমাপ্তরাখা যায় না। গ্রন্থখানি করুণরসপ্রধান। পাঠ করিতে করিতে গ্রন্থ অনেক স্থলে আমাদের অশ্রুসিক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার মুসলমান। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় যে প্রগাঢ়-ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তি যেমন অসাধারণ, তাঁহার বিনয়ও তেমন চিত্তা-কর্ষক। হিন্দু মুসলমান সকলেরই এই গ্রন্থখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য। বড়াল কবির 'এষা' ভিন্ন এরূপ সুলিখিত কাব্য ইদানাং অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে।"

বেঙ্গলী

Bengali.

3/4/13.

"Karbala"

This is a poem in Bengali by M. Abdul Bari. The grim and heart-rending tragedy of Muhorrum is delineated in the appropriate language. The poem is divided into eight cantos; and the material arrangement has been quite suited to the subject matter in each. There are soaring flights of gennine poetry in several passages which attract the attention of the reader. The book may be well recommended as a prize book. It can be had with the author at P. O. Maijdi. Dt. Noakhali. Price one rupee and four annas.

সঞ্জীবনী (১৭ই মাঘ ১৩১৯)

"কারবালা ৮ সর্গে সমাপ্ত কাব্যগ্রন্থ। হাসেন হোসেনের বিষাদপূর্ণ কাহিনী লইয়া একাধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মৌলবী আবদুল বারি এই ঐতিহাসিক ঘটনাটীকে ভাষার গাম্ভীর্য্যে ও তেজস্বিতায় অতি মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া হৃদয় বীরত্ব-গৌরবে পূর্ণ হইয়া উঠে। যাঁহারা মুসলমানের গৌরব-কাহিনী পাঠ করিয়া হৃদয় সবল করিতে চাহেন, তাহারা এই গ্রন্থখানি অবশ্য পাঠ করিবেন।"

বঙ্গবাসী (১২ই মাঘ ১৩১৯)

"কার্‌বালা—**শ্রীযুক্ত আবদুল বারি প্রণীত**।"........... .. ... ইহা এক খানি সুলিখিত বাঙ্গলা বিয়োগান্ত কাব্য, বলাই বাহুল্য, ইহাকরুণ-রস পূর্ণ। * * * * * * * * ধর্ম্মের হিসাবে ইহা মুসলমান মাত্রেরই পাঠ্য, আর সাহিত্যের হিসাবে সর্ব্ব ধর্ম্মীরই পাঠ্য। বিষয়ের ভারে এবং বর্ণনার ধারে অনেক স্থলে চক্ষুর জল সংবরণ করিতে পারা যায় না। কবিত্বের বিকাশ সর্ব্বত্র ই।"

প্রবাসী (বৈশাখ, ১৩২০)

কার্‌বালা, মহরমের প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে রচিত এক খানি কাব্য। আটটি সর্গে ইহা পরি সমাপ্ত। এই আটটি সর্গের প্রত্যেকটীই লেখকের উদার মত ও ধর্ম্ম-প্রাণতার উজ্জ্বল নিদর্শন। কাব্যাংশে ভাব, ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়া গ্রন্থ খানি ত্রুটি হীন না হইলেও ইহার মধ্যে করুণ-রসের অবতারনায় গ্রন্থকারের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে।" * * * * *

মোস্লেম হিতৈষী (১৮ই ১৩১৯)

"কার্বালা। কবি আবদুল বারি প্রণীত"............

বিখ্যাত মহরম পর্ব্বের "কার্বালার" ঘটনা অবলম্বনে এই সুন্দর কাব্যখানি লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছি। এরূপ সর্ব্বাংশ সুন্দর কবিতায় মুসলমানী বিষয়াদি গ্রহকারে প্রকাশিত হইলে মুসলমান সমাজে বঙ্গ সাহিত্যের প্রচার যে বৃদ্ধি হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যেক বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী মুসলমান ভ্রাতার এই গ্রন্থখানি একবার পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।"

ইসলাম রবি (১৩ই ভাদ্র ১৩২০)

কার্বালা,—শ্রীযুক্ত আবদুলবারি প্রণীত। নোয়াখালী খাইজদী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা এক খানি কাব্য গ্রন্থ। যে ঘটনা অলোচনা ও পাঠ করিতে বসিলে মোস্লেম নর নারীর হৃদয় তন্ত্রী— ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে চায়, যে শোকবহ ঘটনা জগতের মোস্লেম ইতিহাসে একটী মাত্রই খুজিয়া পাওয়া যায়, সেই নবীবংশের প্রতি, মহা পুরুষ মোহম্মদের (দং) প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমার গর্ভজাত পুত্ররত্নের প্রতি তৎ কালীন দামেস্ক-সম্রাট এজিদ যে অমানুষিক অত্যাচার করেন ছোট এমাম হোসেন (রাং) শহিদ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যদিও নবীন কবি, সাহিত্য ক্ষেত্রে যদিও এই তাঁহার প্রথম প্রবেশ, তথাপি তাঁহার সরল, ও প্রাণ-স্পর্শী কবিতা মালায় প্রত্যেক মোস্লেম সন্তানের প্রাণ কাঁদাইতে পারিবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।"

সূচী

কার্‌বালা

প্রথম সর্গ

প্রার্থনা

বিতর করুণা, এই দীনহীনে মঙ্গল-আলয় জগত-পতি !
তোমারি ঐশ্বর্য্য সৌর-চরাচর, তুমি দয়াময় সবার গতি !
দাও নববল অধম-সন্তানে, ওহে অফুরন্ত-শক্তির খনি !
দাও এ দীনের হৃদয়-মাঝারে হে দীনদয়াল কবিত্ব মণি !
নিয়ত অন্তরে একামনা মোর বঙ্গ মাতৃভাষে করুণ-গানে
গাহি "কার্‌বালা"র বিষাদের গান জাগা'ব বেদনা বাঙ্গালী-প্রাণে !
বল দয়াময় এ আশা কি মোর অংশতঃ সফল হবে কি কভু ?
উত্তাল-তরঙ্গ-দুর্লঙ্ঘ্য-সাগর তরিতে ভেলায় পারিব প্রভু ?
আমি মূঢ়মতি, অযোগ্য, অক্ষম কবির আসনে বসিতে চাই ;
চাহি যশোরত্নে ভূষিতে ললাট অথচ সম্বল কিছুই নাই !
সুমধুরভাষী "শ্রীমধুসূদন", "হেমনবীনাদি" যে বঙ্গে ধীরে
ঢালিয়ে মধুর কবিত্ব-প্রবাহ ভাসাইলা দেশ আনন্দ-নীরে !
যে বঙ্গ-সাহিত্য-রম্য-কাব্যোদ্যান ধ্বনিত তাঁদের ললিত-তানে,
হবে কি "গোল্‌জার" সে কাব্য-কানন এ বলিভূকের নীরস-গানে ?
যে দেশে ভারত কবিত্ব-মাধুর্য্যে করিলা বিমুগ্ধ মানব-মন,
তথা মোর এই "কার্‌বালা"-সঙ্গীতে গলিবে কি রসে পাঠকগণ ?

যে পুণ্য-এসিয়া কবিত্বের ভূমি, ফেরদৌসী, সাদি, বাল্মিকী ঋষি,
কবি কালিদাস, ভবভূতি, ব্যাস ছড়াইলা সুধা কবিত্ব-রাশি !
সেই মহাভূমে এ ক্ষীণ-প্রয়াস হইবে সফল আশা কি হয় ?
অতি আদরের "কার্‌বালা"য় মোর নিবেকি আদরি শিক্ষিত চয় ?
জানি গগনের নক্ষত্র নিকর, জানি সাগরের প্রবাহ-চয়
করিতে গণনা, রাখিতে ধরিয়া মানব-শকতি পরাস্ত হয় !
মানব হইয়া চন্দ্রমা যেমন লাভকরা কভু সম্ভব নয়,
পদব্রজে যথা উন্নত-পর্ব্বত আরোহিতে পঙ্গু অক্ষম হয় !—
তেমন দুরাশা এ সংকল্প মোর, জানি এ বিষয়ে অযোগ্য আমি
কিন্তু ক্ষম হ'তে বল কতক্ষণ, দাসে দয়া প্রভু করিলে তুমি ?
করুণায় তব এমর-জগতে অসম্ভব প্রভো কি আছে কাজ ?
কত দীনমূঢ় দয়াবলে তব হ'তেছে পূজিত ধরার মাঝ !
অক্ষয়-ভাণ্ডার তোমারি বিধাত কর দাসে বিন্দু-করুণা দান !
এই "কার্‌বালা"র প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুটুক হে দেব বিষাদ-তান !
বিশ্ব-প্রেমময়-নবী মোহাম্মদ প্রিয়তম তাঁর সন্ততি গণে
ভীষণ-পীড়নে কার্‌বালা-প্রান্তরে বধিল এজিদ অধর্ম্ম-রণে।
সেই শোকাবহ বিষাদ-সঙ্গীত শুনাইব মোর স্বদেশি গণে
শোক-অশ্রু মম হৃদয় খুলিয়ে মিলাব তাঁদের অশ্রুর সনে !
নহি কবি আমি কি গাহিব গীত ? তাল-মান জ্ঞান আমার নাই !
আছে শুধু মোর হৃদয়ে উচ্ছ্বাস ক্ষীণ-কণ্ঠে গান শুনা'তে চাই !
পাইয়ে আঘাত হৃদি-অন্তস্থলে কাঁদে যদি কেহ করুণ-স্বরে,
হলেও অশ্রাব্য সে বিলাপ তার, দাঁড়ায়ে ক্ষণেক শুনে না নরে ?

কুহরে কোকিল সুললিত রাগে, বায়সেও গায় বিকট-রবে ;
কবি মিষ্টিকণ্ঠে গাইছে মধুর, ভাঙ্গা-সুরে গাই আমিও তবে !
কোথা লো কল্পনে বসগো আমার পাতিয়ে আসন হৃদয়-মাঝ ;
নব নব রসে, নব-ভাব, ছন্দে পারি যেন ভাষা সাজা'তে আজ !
ওগো বঙ্গময়ী মাতৃভাষা মোর, কর দীনে এই আশীষ দান ;
তোমার গৌরব করিতে বৰ্দ্ধন পারি যেন আমি সঁপিতে প্রাণ !
যে দেশের ভূমে লভেছি জনম, দেহ পুষ্ট যাঁর সমীরে, জলে,
সে দেশ-ভাষাকে ভু'লে ডাকিব কি, বিমাতারে মোর জননী বলে ?
ভকতি-কুসুমে, একাগ্র-সাধনে না করিয়ে মাতৃভাষার সেবা
সুবিশাল ভবে বল কোন্ জাতি উন্নতি কখন লভিছে কেবা ?
দয়াময় এই শেষ-আকিঞ্চন, বর্ষ এ' করুণা দাসের পরে,—
পারি যেন প্রভু রচিতে "কার্‌বালা" বঙ্গ-মাতৃভাষে তোমার বরে !
পূর্ণ কর তবে পূর্ণ কর ধাতা সম-বেদনায় সবার প্রাণ,—
হিন্দু মুসলমান শুনুক সকলে "কার্‌বালা"র এই বিষাদ-গান।
আমার ক্রন্দনে কাঁদিলে সকলে অধীরে বিপন্ন-মানব দুখে,
বিশ্বপ্রেমে হ'লে দীক্ষিত বাঙ্গালী মরিতে পারিব পরম-সুখে !

কার্‌বালা-ক্ষেত্র

অই ইরাকের ভয়ঙ্কর-মরু, দিগন্ত-বিস্তৃত ভীষণ-স্থান !
অগ্নিরাশি যেন জ্বলে বালুকণা নিরখিলে হয় স্তম্ভিত প্রাণ !
শাঁ শাঁ বহিছে তপ্ত-সমীরণ, কত তীক্ষ্ণ, তীব্র উত্তাপ তার ;
নাহি সেথা ছায়া, নাহি পশু, পক্ষী, ধূ ধূ ধূ প্রান্তর নাহিক পার !

কিশুষ্ক, উত্তপ্ত, ভয়াবহস্থান, মার্ত্তণ্ড-কিরণ কি জ্বালা প্রদ !
নাহি তথা বিন্দু জীমূত-বর্ষণ, নাই নদ, নদী, তড়াগ, হ্রদ !
এই বিশ্ব-খ্যাত ভীষণ-কারবালা, অই দূরে তার ফোরাতনদী,
বিশ্ব-নর-ত্রাস, বিকট-দর্শন, সীমাহীন-মাঠ নাহি অবধি !
নাই মরূদ্যান সে বালুকা মাঝে, নাহি ছায়া-স্নিগ্ধ বিটপী চয়,
নাই অন্য-তরু, মরু-স্বাভাবিক অত্যল্প খর্জ্জুর লক্ষিত হয় !
কিন্তু কি আশ্চর্য্য এ বিকট-স্থানে অগণ্য-শিবির যাইছে দেখা,
যেমন সিন্ধুর ফেন-পুঞ্জময় ধবল-উত্তাল-লহরী রেখা !
বহুদূর ব্যাপী অসংখ্য শিবির শোভিছে বিরাট মরুর বুকে,
কত সুষমায় সেজেছে কারবালা যেন ফুলহার পরিয়ে সুখে !
যেই ভয়ঙ্কর, ভীষণ-মরুতে মানুষ ভয়েতে যায় না কভু,
সে প্রান্তরে আজি যায় কেন দেখা সারি সারি, সারি,বিরাট তাঁবু !
একি চমৎকার, অপূর্ব্ব-ঘটনা, সত্যই শিবির অইত অই !
এসহে পাঠক অগ্রসরি মোরা এই কি ব্যাপার জানিয়ে লই !
হের হের অই শিবিরের মাঝে, রয়েছে যে কত অসংখ্য-জন,—
কত নর, নারী, বাল, বৃদ্ধ, যুবা, ছোট-বড় কত বালকগণ !
শিবিরে গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব, মেষ, গৃহপালা পশু রয়েছে শত,
হংস, নখায়ূধ, বিবিধ-বিহঙ্গ অব্যক্ত-নিনাদ করিছে কত !
কোরাণ-আবৃত্তি, "আজান" আরাবে নির্জ্জন-কারবালা জীবন্ত আজ
বুঝিলাম ঠিক্ মোস্লেম ইহারা কিন্তু কেন হেন মলিন-সাজ ?
খেলেনা শিবিরে আনন্দ-লহরী, নাহি কেন কারো বদনে হাসি,
কেনই এসব নরনারী-মুখ ঢেকেছে বিষাদ-কালিমারাশি ?

চিনেছি দেখিয়ে তাঁবুর গঠন, আরবের লোক ইহারা ঠিক্,
পর্দ্দা-আবরিত, সে প্রতি-শিবিরে ঝুলে দ্বারে দ্বারে সুরম্য-চিক্ !
সুদৃঢ়., বলিষ্ঠ পুরুষ সকল কিন্তু যোদ্ধাবোধ হয় না সবে,
হইলে যুদ্ধার্থী, সঙ্গে শিশু, নারী, গৃহদ্রব্যরাজি কি হেতু তবে ?
তাহ'লে রহিত সমর-সম্ভার, বিপুলরসদ, অস্ত্রের স্তূপ
হইলে বণিক রহিত নিশ্চয় পণ্যদ্রব্যরাজি বিবিধ রূপ !
অভ্রান্ত-যাত্রিক হইলে ইহারা নিশ্চয় এখানে না রহি সবে,
ফোরাত-বেলায়, "মঞ্জিল মোকামে"গিয়া সুখে এরা রহিত তবে !
তবে কি ইহারা পথভ্রান্ত যাত্রী, না পারি করিতে গন্তব্য-স্থির,
ফেলিয়ে শিবির মরুর মাঝেতে, ঘুরিছে অন্বেষি পানীয় নীর ?
একি হেরি আহা, অই কে শিবিরে,মস্তিষ্কে বিকার নাইত মোর ?
তপ্ত-বালু-পানে চাহিয়াত মন, পড়েনি নয়নে তিমির ঘোর ?
আমিত জাগ্রত ? নিদ্রিত ত নহি ? নহেত এসব মায়ার-বাজী ?
নহে মরীচিকা, কুহক-দর্শন অইযে শোভিছে শিবির রাজি ?
নাই যদি মোর মস্তিষ্ক-বিকৃতি, নয়নের ধাঁ, ধাঁ, বিকার ঘোর,
অইত শিবিরে **এমাম হোসেন**, ঘুচিল এখন সংশয় মোর !
নবী মস্তফার স্নেহের দৌহিত্র, ধর্ম্মাত্মা আলীর সুযোগ্যসুত,
কেন হেথা তিনি জনমে যাঁহার হয়েছে আরব গৌরব-পূত ?
অই যে সঙ্গীয় লোকজন তাঁর, বালক, রমণী, পুরুষজন
কে ইহারা সবে, কেনইবা এ'থা, এস জেনে লই পাঠকগণ !

দ্বিতীয় সর্গ

কারবালা প্রান্তর,—এমাম শিবির।

এমাম ও কুফার দূত।

'কারবালা'-মরুর মাঝে শিবির-ভিতরে
'এমাম হোসেন' মগ্ন গভীর-চিন্তায় ;
অতীতের কত-স্মৃতি উদিয়ে অন্তরে
দহিছে হৃদয় তাঁর বিষম-ব্যথায় !
বিগত-ঘটনা সব হইয়ে-স্মরণ
মুকুর-বিম্বিতপূর্ণ-প্রতিবিম্বপ্রায়—
ফুটিল মানসপটে, পাইয়ে বেদন
হৃদয়ের অন্তস্তলে, বসিলা শয্যায় !
নির্ঝরিণী মত হায় ! প্রবল-গতিতে
ছুটিল হৃদয়স্থিত সেই ব্যথারাশি,
বিষাদ-অন্তরে বীর আপনা হইতে
কহিতে লাগিলা গত কাহিনী-প্রকাশি ;—
"অদূর-অতীত কালে হায় এ আরব,
ছিল কি ভীষণ-স্থান ধরণী-ভিতরে ;
কি দুর্নীতিপরায়ণ ছিল লোক সব,
স্মরিতে আজিও তাহা শরীর শিহরে !
যে আরব-সিন্ধু আজ নির্ব্বাত-জলধি,

ছিল কত ব্যভিচার, ছিল না অবধি ,
নাহি ছিল নিরাপদ ধন, পদ, মান" !
"নারীর সতীত্বরত্ন, কামুক-তস্করে
হরিত নির্ভয়ে নিত্য, ললনা নিয়ত
গৃহদ্রব্য-চয়সনে একইপ্রকারে
হ'ত অধিকারস্বত্বে অর্জ্জিত, বর্জ্জিত" !
"ছিল লোক উশৃঙ্খল, কলহপ্রবণ,—
রেষারেষি, রক্তারক্তি করিত সতত,
অবাধে দেশেতে নিত্য চলিত লুণ্ঠন,—
দুর্ব্বল, নিরীহ যত ছিল সশঙ্কিত" !
"সমর, রমণী, সুরা ছিল কাম্য-সার,—
করিত যুবক এই ত্রিশক্তি-সাধনা ;
উচ্চ লক্ষ্য, দিব্য-জ্ঞান, নাহি ছিল কার,
ছিল আরবের হায় কি ঘোর-লাঞ্ছনা" !
"প্রকৃত সাধনাপথ সবে তারা ভুলি
করিত বহুল জড়পদার্থ-অর্চ্চনা,
দেবপ্রীতি-কল্পে সদা দিত নরবলি,
পরম-পিতার নাহি করিত সাধনা" !
"ছিল মিথ্যা, প্রবঞ্চনা অঙ্গের ভূষণ,
দাসত্বপ্রথার ঘৃণ্য-পাশব-পীড়নে—
থর থর করি দেশ কাঁপিত সঘন ;
শৃগাল, কুকুর, জ্ঞান ছিল দাসগণে" ।

“আরব ভূমির এই বিপদকল্লোলে
পাশবিক-পাপস্রোত করিতে বারণ,
ভাসাইতে বিশ্বধাম আনন্দ-হিল্লোলে,
ছড়া’তে পাপান্ধ-ভবে ধরমকিরণ” !—
“উদ্ভাসিতে বিশ্বভূমি স্বরগ-বিভায়,
সঞ্জীবিতে নবালোকে পতিত-মানবে,
অবনত-জাতি, দেশ রক্ষিতে ধরায়
পড়িল জ্যোতিষ্ক এক মোহান্ধ-আরবে” !
“সেই মহা-পুণ্যজ্যোতি-নবী মোহাম্মদ’
জগতের ভক্তি, শ্রদ্ধা, গৌরবের ধন,
নাশিতে ধরার ভার, অধর্ম্ম, আপদ
লভিলা আরবভূমে পবিত্র-জীবন” !
দয়া, সাম্য, ভ্রাতৃভাব, অপূর্ব্ব-বিশ্বাসে,
একেশ্বর-বাদিতার মধুর-ঝঙ্কারে,—
বিক্ষুব্ধ-আরবে প্রেম, শান্তির বাতাসে
সে মহামানব মুগ্ধ করিলা সবারে !
“ঘোষিলা জলদস্বরে বিশ্বাসিপ্রবর,—
“উপাস্য ধরণীতলে শুধু নিরঞ্জন,
নহে কেহ লঘু, গুরু, তুল্য সব নর,”
[illegible] আরব ইহা করিল গ্রহণ” !

নবী-প্রচারিত সত্য-ইস্‌লাম-সুধায়,—
বিশ্বাস, একতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্বপ্রভাবে,
বিশ্বজয়ী-ত্যাগ, ক্ষমা, প্রেমের ধারায়
করিল সুস্নিগ্ধ, তৃপ্ত, তাপিত-মানবে !
সত্য ও অসত্য মাঝে, আলোক-আঁধারে,
বাজিল অবশ্য দ্বন্দ্ব, তুমুল-ঘটনা,
বিমল ইস্‌লাম-জ্যোতি নাশি পাপাধাঁরে
করিল আনন্দে বিশ্বে বিজয়-ঘোষণা" !
"ইস্‌লামের খরস্রোতে নিল ভাসাইয়া
দুরনীতি, পাপাচার আরব ভূমির ;
ছিন্ন ভিন্ন-মহাভূমি বৈষম্য-ভুলিয়া
ভক্তি-ভরে পদে তাঁর নোয়াইল শির" !
"যে ইস্‌লাম-নবতরু আরব-উদ্যানে
কাণ্ডে, শাখা, পত্রে, আজি হ'তেছে শোভিত ;
ঢে'কে সে একদা বিশ্ব শান্তি-ছায়াদানে
করিবে কলুষ-দগ্ধ ধরা শীতলিত" ।
"সে ইস্‌লাম-প্রচারক নাহি ভূমণ্ডলে,
নাহি তাঁর অনুগামী শিষ্যচতুষ্টয় ;—
স্থাপি মহাধর্ম্মরাজ্য বিশ্বাসের বলে
ক'রেছে অনন্তযাত্রা তাঁরা সমুদয়" !
"কি আশ্চর্য্য সময়ের ক্রমবিবর্ত্তন,

কে বলিবে কি ঘটনা ঘটিবে কখন ?—
ভাবী-কাল-পটে কিবা র'য়েছে চিত্রিত" ?
"জীবননাট্যের প্রতি ঘটনা, অধ্যায়,—
সূক্ষ্ম-ভাবে বিশ্লেষিলে হয় কত জ্ঞান,
দেবতা, অসুর লোক মুহূর্ত্তে ধরায়,
সংসার ক্ষণেকে স্বর্গ, নরক-সমান" !
"শ্রষ্টার অচিন্ত্য-সৃষ্টি করিলে দর্শন
খেলে কত ভাবরাজি হৃদয়-কন্দরে !
কি বিচিত্র, মায়াময় ধরা-কুঞ্জবন,
ভাবিলে বিমুগ্ধ হ'য়ে ভাবুক শিহরে" !
"আছুক বিশাল-সৃষ্টি, মোর কর্ম্মপটে—
কত তত্ত্ব, কত দৃশ্য হ'তেছে চিত্রিত ;
আমি অভিনেতা বিশ্ব-দর্শকনিকটে
করি প্রতিদিন কত দৃশ্য অভিনীত" !
"রছুলের প্রিয়-কন্যা 'ফাতেমা জোহরা,
গুণবতী, সাধ্বী, সতী, জননী আমার,
পিতা ধর্ম্মবীর 'আলী' ভকতি-ফোয়ারা,
সে শ্রদ্ধেয় গুরুজন নাহি আজি আর" !
"পে'য়েছি কৈশোর, বাল্যে কি সোহাগ, মায়া,
প্রতিবেশী আত্মীয়ের সাদর যতন ;
ভাসে মনে গতস্মৃতি, সে সুখের ছায়া,—

"প্রভাতে, সায়াহ্নে সুখে গিয়া ক্রীড়াস্থলে
শিখিতাম রণবিদ্যা, অস্ত্রের চালনা ;
সংগ্রাম-নৈপুণ্যে মুগ্ধ করিয়ে সকলে
লভিছি কতই প্রীতি, মঙ্গলকামনা" !
"কালপট-বিবর্ত্তনে মিলাইল দূরে—
হিতাকাঙ্ক্ষী বহুতর পবিত্র-জীবন,
আশা-কুহকিনী ক্রমে সাজিয়ে মধুরে
উদিল যৌবনে করি মানসরঞ্জন" !
"সে সুখের কালে হায় ! দুর্ভাগ্য-জলদ—
ঢাকিল জীবনাকাশ, 'এজিদ'-পামর
নাশিল ভ্রাতাকে মোর, বাড়িল বিপদ,
গ্রাসিল আমায় ভীম শোকের সাগর" !
"সৌন্দর্য্য, কর্ত্তৃত্ব-তরে দুর্জ্জন, পামর
বধিল ভ্রাতাকে মোর কালকূট দিয়া ;
ভেঙ্গে আহা মম সেই আশা-গিরিবর
কালসিন্ধু-মহাগর্ভে গেছে মিলাইয়া" !
"বিজিত দামেস্ক-রাজ্য আমার পিতার,
'ইস্‌লাম'-প্রচার তরে যুক্তি অনুসারে
পাইল 'মাবিয়া' সেই দেশ-অধিকার,
ধ্বংসোন্মুখ আলীবংশ তার পুত্রকরে" !
"কালের বিচিত্র-পট করি উত্তোলন
দেখা'বে কে ভবিষ্যতে কি হ'বে ঘটনা ?

একথা কি কেহ মনে করেছে চিন্তন
দামেস্ক,আরবে হবে অপ্রীতি-রটনা" ?
"যে ললনা-সৌন্দর্য্যের মহা-আকর্ষণে —
ছুটিবে রক্তের-নদী কার্‌বালা-প্রান্তরে,
হেন কত বিমোহিনী অতৃপ্ত-যৌবনে
মিলায়ে অনন্তে হেথা যাইবে অচিরে" !
"জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-পত্নী মোর 'জয়্‌নব'-সুন্দরী,—
সৌন্দর্য্যে-বিমুগ্ধ হ'য়ে 'এজিদ'-পামর
ছিল লালায়িত, তাঁর পাণির-ভিখারী,
ঘৃণায় কামুকে বিবি নাহি দিলাকর" !
"হ'লে পরিণয় তাঁর মোর ভ্রাতৃসনে
হ'ল মনঃক্ষুণ্ণ অতি এজিদ-দুর্জ্জন,
বাজিল বিষম-শেল তাহার পরাণে,
কেহ কেহ বলে তাও বিরোধ কারণ" ।
"সত্য হইলেও তাহা হেতু অন্যতর
ইস্‌লাম-নেতৃত্ব-লোভ কারণ প্রধান,
তাই নাশে দুরমতি প্রাণের সোদর,
চাহে মোরে বিনাশিতে এজিদ-'শয়তান' !"
"কি ঘোর-বিপদ এ'সে হ'ল উপস্থিত,
হ'লাম অনর্থ আমি মোস্‌লেম-জগতে,
মহা-ভ্রাতৃভেদে এ'যে আরব কম্পিত—
মূল-মতপার্থক্য তার হ'ল আমা হ'তে" ।

“করিল দামেস্ক-পতি সমর-ঘোষণা,
সাজিল বিশ্বাসিবৃন্দ রক্ষিতে আমায়,
দেখিলাম মনে মনে ক’রে বিবেচনা—
ভ্রাতৃরক্ত-পাতে দেশ রঞ্জিব কি হায়” ?
“আমিই অনর্থ, দোষী, অশান্তির মূল,—
আরব-দামেস্কে-দ্বন্দ্ব আমার কারণে,
আমাকে নাশিবে যেই বিদ্বেষ-ত্রিশূল,
আঘাতিবে কেন তাহা জাতীয়-জীবনে” ?
“নীরব, প্রশান্ত, প্রিয় আরব আমার !
কেন বৃথা মোর তরে মাতিবে সমরে ?
হ’য়ে অশান্তির হেতু, কেন আমি তার
সুখ, শান্তি, ধন, জন চাই নাশিবারে” ?
“হ’ব স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসিত স্বদেশকল্যাণে—
শোক, ব্যথা, মন্দ-ভাগ্য ল’য়ে আপনার,
বিরাজুক চিরশান্তি আরবপ্রাঙ্গণে,
নাশিতে সে দেব-ধন সাধ হয় কার” ?
“আবদুল্লা জেয়াদ মোর প্রিয়-মিত্রজন
কুফা-প্রদেশের খ্যাত, প্রবল-ভূপতি,
লিখে মোরে বার বার, করিয়ে গমন
রাজ্যে তাঁর নিষ্কণ্টকে করিতে বসতি”।
হইল বাসনা মনে ছেড়ে’ মাতৃভূমি
বন্ধুরাজ্য কুফাদেশে করিতে গমন,

বিরোধ নিবৃত্তিকল্পে দেশ ত্যজি আমি
ইচ্ছিনু যাইব তথা ল'য়ে পোষ্যগণ" !
"পরম-পবিত্র যাহা স্মরণীয়-স্থান—
অনন্ত-নিদ্রায় যথা 'হজরত' শায়িত,
ভ্রাতৃমৃত্যু-পর তথা ক'রে অবস্থান
করিতাম যথাবিধি ধর্ম্ম প্রচারিত"।
" 'মাবিয়া' খলিফা-রূপে করিয়ে উত্থান
ইস্‌লামের বহু-বিধি দিল বিবর্ত্তিয়া,
দেখে ধর্ম্মরূপান্তর হ'য়ে ক্ষুব্ধ-প্রাণ
চলিত সকলে মোর ব্যবস্থা মানিয়া"।
"নবীর সে পুণ্য, পূজ্য 'রওজা'-ভবনে
করি অবস্থান আমি প্রতি জুম্মা-বারে,
কোরাণ, "হাদীশ"-উক্ত ইস্‌লামবচনে—
তোষিতাম জিজ্ঞাসুকে শক্তি অনুসারে"।
"পূর্ব্ববৎ শিষ্য-ভোজ্যে আনন্দ-অন্তরে
করিতাম সপোষ্যেতে জীবন-যাপন,
সচীব রাজ্যের আয়ে দরিদ্রনিকরে
ইস্‌লাম-বিধানমতে করিত পালন"।
"ছিল প্রিয়, চিরাভ্যস্ত অনশন-ব্রত,—
বাল্যে যা মায়ের কাছে করে'ছি অভ্যাস ;
ক্ষুধায় সপোষ্যে হ'য়ে উপাসনা-রত
তাহার তীব্রতা, ক্লান্তি করিতাম নাশ" !

"নহি মোরা ধনলুব্ধ, দীন-বংশধর,
ইস্‌লামের সেবা, চর্চ্চা প্রিয়বংশব্রত,
ত্যাগ, ক্ষমা, সাম্য, ঐক্য, সাধনানিকর
সে'ধে প্রাণ হ'ত কত পবিত্র, উন্নত" !
সে পুণ্য-'রওজা' ছেড়ে যাইতে 'কুফায়'
নিষেধিলা সনির্ব্বন্ধে বিশ্বাসী-সকল,—
কত নিবারিলা মোরে ললনা-সবায়,
না শু'নে যাইতে তথা হইনু চঞ্চল" !
"প্রতারণা, অস্থিরতা কুফার ভূষণ,
শিথিল-প্রতিজ্ঞ, লোভী, উৎকোচের দাস,
বিশ্বাসঘাতক, ভণ্ড, কুফাবাসিগণ
বহুবার বন্ধুগণ করিল প্রকাশ"।
অধীরতা-স্রোতে মোর নিল ভাসাইয়া
সকলের সেই সব হিত-উপদেশ ;
যে'তে দৃঢ়কল্প মোরে সকলে দেখিয়া,
অন্তিমে এ অনুরোধ করিলা বিশেষ"—
"হজরত ! করিবে যদি কুফায় গমন,
প্রেরি অগ্রে তবে এক আরব-সরদার
জেনে ল'য়ে ভালমন্দ সব বিবরণ
সঙ্গত বুঝিলে যাওয়া উচিত তোমার"।
"সেবিতে তোমায় তারা, রক্ষিতে বিপদে
একান্ত প্রস্তুত যদি, যাও তবে তুমি

লভিতে প্রবোধ, শান্তি বিরোধ-সঙ্কটে
আঁধারিয়ে চিরতরে এ মদিনা-ভূমি" !
"নয়, হেন মন্দরাজ্যে করিয়ে গমন—
ত্যজিতে অকালে এই অমূল্য-শরীর
ছাড়িতে তোমায় মোরা পারি কি কখন ?
যাউক বিশ্বাসী ব্যক্তি এই শেষ-স্থির" ।
"বিশ্বাসী 'মোস্‌লেম'-বীর হ'য়ে মনোনীত
যাইতে সে কুফা-দেশে সর্ব্বসম্মতিতে,
সহস্র সৈনিক ল'য়ে হ'য়ে সুসজ্জিত—
রওয়ানা হইয়া গেল কুফার পানেতে" !
"কুফায় মোস্‌লেম যে'য়ে প্রেরিল লিখন,—
"সুসংবাদ, ভাল সব কুফার কাহিনী",
দূরিল সংশয়, তথা করিতে গমন
হইনু অস্থির, ব্যস্ত, নাচিল পরাণী" ।
"পড়িল রোদনরোল মদিনা নগরে,
হইলা অস্থির কেঁদে বিশ্বাসী সকল ;
বিয়োগ ভাবিয়ে মোর কাতর-অন্তরে
নর-নারী বাল-বৃদ্ধ বিষাদবিহ্বল" !
"চাহিলা সকলে প্রিয় মদিনা ছাড়িয়া
বঞ্চিতে আমার সনে যাইয়ে কুফায়,
রক্ষিতে স্বদেশ, ধর্ম্ম সবে বুঝাইয়া
নয়নের জলে কত তিতিলাম হায়" !

"সে প্রবোধ না শুনিয়ে এ'সে মোর সনে,
আত্মীয়-বান্ধব বহু ল'য়ে পরিবার
ত্যজিয়ে সুখের পুরী, এ ভীষণ-স্থানে,—
ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় কত করে হাহাকার" !!
"হৃদির আবেগভরে আকুলিত-মনে—
না করিয়ে আয়োজন মহাব্যস্ততায়,
প্রচুর-রসদ, জল না লইয়ে সনে,
এ'সেছি ভুলিয়ে পথ মরু-কারবালায়" !
"বিপক্ষ পাইয়ে টের ঘিরেছে প্রান্তর,
রোধিয়াছে আট ঘাট, ফোরাতের তীর,
বিষম-তৃষ্ণায় মোরা সকলে কাতর ;—
অস্থির বালকগণ করি নীর-নীর" !
"যে'য়ে বহুবার দূত বিপক্ষের স্থানে,
চাহিয়াছে সকাতরে ফোরাতের জল ;
হয়নি দয়ার লেশ অরাতির প্রাণে,
দেয়নি তথাপি বারি নিঠুর সকল" !
"মোর সনে বহুতর র'য়েছে রমণী,
বালক, বালিকা, কত দুগ্ধপোষ্য-শিশু
বুঝি এ প্রান্তরে তারা ত্যজিয়ে ধরণী—
লভিবে অনন্তশয্যা এক সঙ্গে আশু"।
"বিভীষণ-মরু এই শূন্য লোকালয় !

চলে'ছি যে কুফা, কোথা সেই স্থান হয় ?
সবংশে এখানে বুঝি ত্যজিব পরাণ" !
"মোস্‌লেম-বান্ধব মোর র'য়েছে কুফায়,
সহস্র-সৈনিক সহ প্রাণের দোসর,
আজি এ বিপদে বীর কোথা তুমি হায়!
হইবে কি-দেখা আর ধরণী-ভিতর" ?
"ধন, মান, পদ, রাজ্য নানা-আকর্ষণে
যদিও অনেকে গেছে বিরোধী পক্ষেতে,
তুমি হেন হিতাকাঙ্ক্ষী মোরে এ জীবনে—
পার্থিব-ঐশ্বর্য্য লোভে পার কি ভুলিতে" ?
"উদ্ধারিতে নবীবংশ মুক্ত অসি করে,
সজীব থাকিলে বীর মাতিবে সংগ্রামে,—
বহিবে রক্তের নদী সমর-প্রান্তরে ;
হবে অরি ছিন্ন-ভিন্ন তব বীর্য্যে, নামে" !
এমাম হোসেন' হেন বিবিধ-চিন্তায়
বাহ্য-জ্ঞানবিরহিত, কাতর বিষাদে ;
দর-দর ধারে ঘর্ম্ম বাহিরিছে গায়,
ইতস্তত হাঁটে, চায় মর্ম্মন্তুদ-খেদে !
হেন কালে দৌবারিক প্রণমি চরণে
কৃতাঞ্জলি-পুটে বলে, "হজরত এমাম্ !
দাঁড়ায়ে কুফার দূত র'য়েছে প্রাঙ্গণে
করিছে উদ্দেশ্যে তব সম্ভ্রম-প্রণাম" ।

"কুফা" এই শব্দের মৃদু উচ্চারণে,
অমৃত সেবনে যেন ঘুচিল জড়তা,
"কোথায় রে দূত" বলে' ডাকিলা সঘনে,
এ'সে দূত সসম্ভ্রমে নোয়াইল মাথা।
হ'য়ে ব্যস্ত, আত্মহারা আলিঙ্গি কাসেদে',
কহিলা এমাম "আয় হিতৈষী আমার !
আবদুল্লা জেয়াদ বন্ধু মোর এ বিপদে
হ'য়েছে নিশ্চয় ক্ষুণ্ণ, বড় বেএক্তার ?"
"আছেত মোস্‌লেম মোর কুফাতে কুশলে ?
আছে না মঙ্গলে সব আরব-সিপাই ?
পথ ভুলে' আমি হেথা এই যে মুস্কিলে
শুনেছে ত মোস্‌লেম" ও আবদুল্লা ভাই ?
"তোমায় তাঁহারা বুঝি করেছে প্রেরণ,
চিনায়ে কুফার পথ নিতে মোসবারে ?
হইয়ে দয়ার্দ্র বুঝি প্রভু-নিরঞ্জন,
সহায় প্রেরিল ঘোর অকুল-পাথারে" !
এমামের ব্যস্ততায়, কাতর-আহ্বানে
'কাসেদ' ব্যথিত, স্তব্ধ, সরে না বচন,
গভীর-আঘাত, ব্যথা পাইয়ে সে প্রাণে
হইয়ে অধৈর্য্য খেদে জুড়িল ক্রন্দন !
সম্বরি হৃদয়-বেগ "আয় নামদার"
কাঁদিয়ে কহিল দূত, "হজরত এমাম !

বলিতে হৃদয় ফাটে কুফার মাঝার,
"শহীদ" হইল তব ইয়ার তামাম" !
নাহিক মোস্‌লেম বীর আর এ ধরায়,
নাই এক জন তব আরব্য-লস্কর,
পাপী আবদুল্লার আহা পাপ-মন্ত্রণায়—
ত্যজিছে অন্যায়-রণে সবে কলেবর" !
কাঁদিল এমাম শুনে করি হাহাকার !
ছুটিল প্রবল-বেগে অশ্রুর-ঝরণা,
খুলিলা গায়ের জামা হ'য়ে বেকারার
পাইলা হৃদয়ে তীব্র, গভীর-যাতনা !
কহিলা হোসেন কেঁদে "হে মোস্লেম-ভাই !
মহাবীর আরবের দুর্জ্জয়-সমরে,
ত্যজিলে অকালে প্রাণ কুফা-ভূমে যাই,—
ফেলিয়ে একাকী মোরে অরাতি সাগরে" !
"আমার দক্ষিণবাহু, মস্তকের তাজ,—
জীবনতরীর মোর দক্ষ-কর্ণধার ;
নবীবংশ রক্ষাকরা ছিল তব কাজ,
সে গুরু-কর্ত্তব্য ভাই সাধিবে কে আর" ?
"কি ঘোর-বিপদ্ মোর, কোথা আজি তুমি ?
মদিনার বহুতর শিশু, নারী সনে—
সবংশে পশিয়ে আহা কার্‌বালায় আমি,
ভীষণ-যাতনা ভোগি মরিছে পরাণে

“রক্ষিবে কে! এ বিপদে হায়রে বান্ধব!
জীবনের শেষ-আশা! নিবিলে অকালে?
ফেলে মোরে ধরাকূপে হিতাকাঙ্ক্ষী সব
মিশিছ ক্রমেই যে'য়ে অনন্তের কোলে?”
“হায় আরবের প্রিয় সহস্র-জীবন!
মিলাইলে চিরতরে কুফার প্রান্তরে—
যে'য়ে মোর হিতকল্পে করি প্রাণপণ,
ছেড়ে প্রিয়-পরিবার, মাতৃভূমিতরে?”
“কহ দূত দয়া-করি শুনি সে কথন,
কুফার সে দুর্ঘটনা-ভীষণ-প্রলয়!
মরিল কেমনে মোর প্রিয়-লোকগণ,
কওনা বিবরি তাহা শুনি সমুদয়?”
“নির্ব্বাত-জলধি জেনে প্রেরি জন-তরী,
চিন্তি নাই ডুবিবে তা অবিশ্বাস-ঝড়ে,
হ'লাম সর্ব্বস্বহারা, কড়ার-ভিখারী,
আবদুল্লা পাপীর ঘোর-বঞ্চনায় পড়ে!”
“যখন সকলে গেল কুফার সহরে,
বলিল কাঁদিয়ে দূত, আবদুল্লা-হারাম
মোস্লেমে আদরি নিয়ে মহা সমাদরে—
গোপনে 'এজিদ' কাছে ভেজিল 'পয়গাম'!”
“মহাবীর আরবের এমাম-বিশ্বাসী
সহস্র সৈনিক সহ মোস্লেম-কেশরী

আমার কৌশলে মুগ্ধ কুফাভূমে আসি,
পাঠাও বিপুল-সেনা বিনাশিব অরি।”
“মিশিলে প্রবল নদী মহা সিন্ধুসনে
নিবারে কে গতি তার ?   এমাম সহিতে
মিশিয়ে মোস্লেম-বীর পশে যদি রণে
কে আছে সে মহাগতি পারে যে রোধিতে ?”
সেই সমবেত-শক্তি-প্রবল-ধারায়
ভাসিবে তোমার চির আশার কল্পনা,
ভাসে তৃণরাশি যথা নীরধি-বন্যায় ;
যাইবে কোথায় চ'লে র'বেনা ঠিকানা”।
“প্রসারিয়ে মায়া-পাশ করে'ছি বন্ধন
মোহ-মুগ্ধ নরসিংহে পারি কি ছাড়িতে ?
দক্ষ-সেনাপতি, সৈন্য-পাঠাও রাজন্
অচিরে একুফাপানে অরাতি-বধিতে !”
“মহাকায় গজসনে মিশিলে শার্দ্দূল
পারে কি মৃগেন্দ্র বল রক্ষিতে জীবন ?
তব সহ রণে আমি মিলিলে আবদুল
নিশ্চয় এবার তবে এমাম-পতন !”
“হইবে “খতবা” পাঠ মোস্‌লেম-জগতে
তব হিতকল্পে প্রতি মসজিদঘরে,
র'বেনা বিরোধী আর আরব দেশেতে ;
ধ্বংসীভূত শত্রু তব হ'বে এই বারে।”

"এবার 'জয়নব' লাভ হ'বে তব স্থির,
শোভিবে সে বামে তব ইন্দ্রানীর মত ;
গর্ব্বিত-আরব ভয়ে নোয়াইবে শির—
গরুড় দেখিলে যেন অহিকুল নত !"
"কৌশলে মোস্‌লেম-হাতে এমাম-নিকটে
দিয়েছি লিখা'য়ে ইহা "আরজ হজরত !
আবদুল্লা জেয়াদ এই বিষম-শঙ্কটে
প্রাণান্ত সাহায্য তব করিবে 'আল্‌বত' !"
"প্রকৃত-বিশ্বাসী সেই নবীর উম্মত,—
কুফার স্বাধীন-নৃপ, প্রবল-প্রতাপ ;
বড় ইচ্ছা তাঁর, করে তোমার 'খেদ্‌মত',
দমিতে দুষ্মন, তব বিপদ, সন্তাপ !"
"সসৈন্যে আনন্দে এথা রহিলাম আমি,
ল'য়ে পোষ্য-পরিবার হে এমাম বর !
সত্বর রওয়ানা হও কুফাপানে তুমি
না শুনিয়ে কারো কথা, না করিয়ে ডর !"
"জাঁহাপানা, মহামান্য দামেস্ক-ভূপতি !
এই মাত্র দূতমুখে পাইলাম তত্ত্ব,—
ল'য়ে নিজ-পরিজন তব অরিপতি
এমাম, মদিনা হ'তে হ'য়ে বিনির্গত"—
"রজনীর সুনিবিড়-তিমির প্রভাবে,
তব সুপ্রসন্ন, দীপ্ত-অদৃষ্টের জোরে,

দিক্‌-ভ্রান্ত, পথ-হারা হ'য়ে তাঁরা সবে
যে'তেছে ভীষণ-মরু কার্‌বালা-প্রান্তরে !"
"উপস্থিত শুভ-যোগ সঙ্কল্প-সাধনে,
পাঠাও দু'ভাগে সৈন্য, কারবালা, কুফায়,
বিলম্ব সঙ্গত নহে অরাতি-নিধনে,
জাঁহাপানা, শত্রুবধে এই সদুপায়।"
"তোমার চরণে মোর শেষ-নিবেদন,
করি'ছি যে স্বার্থলোভে নবীবংশ-নাশ,
রক্ষিও সে প্রতিশ্রুতি এই আকিঞ্চন ;
সৌজন্যে তোমার মোর সুদৃঢ়-বিশ্বাস" !
বলিতে মুহূর্ত্তে ক্ষোভে নীরবিল দূত,
হুঙ্কারিয়া ঘনরবে বিকট-গর্জ্জনে
ধীরতার অবতার ফতেমার সুত
কহিলা উন্নত-নাদে, ঝটিকা-স্বননে,—
"অবিশ্বাসী, মহাপাপী, আবদুল্লা পামর,
মোস্লেম-কুলের ছাই, বিশ্বাস-ঘাতক !
না ভে'বে অন্তরে বিন্দু নরকের ডর,
সঞ্চিল অনন্ত তরে অক্ষয়-পাতক !"
"নশ্বর-ঐশ্বর্য্য-লোভে, মানের আশায়
"ঈমান" অমূল্য-ধন, ডুবাইল নাম,
প্রতারক কত-ঘৃণ্য হইল ধরায়,
পোষিত হৃদয়ে পাপী কি দূষিত-কাম" !

"নবী মোর মাতামহ ধর্ম্ম-প্রচারক,
আমি তাঁর সমাধির সেবক অধম,
জানিতাম তারে খাঁটি রছুল-সেবক,
করিল সে আহা কিবা জুলুম-বিষম!"
"লিখিল আমায় "এ'স নির্ভয়ে কুফায়,"
"লিখা'ল মোস্লেমে দিয়ে সে কথা "হারাম,"
ত্যজিয়ে মদিনা আমি তাহার কথায়,
করিনু কি আহাম্মুকি, বোকামির কাম!"
"বহুতর লোক, শিশু, অবলা-"আওরত"'—
আরবের নিরদোষ অধিবাসিগণে
বাহিরি কথায় তার এই "মছিবত!"
ঠেকিনু বিষম-ফাঁদে কার্‌বালা-প্রাঙ্গণে!"
"তিনদিন অনাহার জলের কারণে,
শিবিরে রন্ধন নাই, উঠিছে রোদন;
মরে যত শিশুগণ সলিল বিহনে,—
পিপাসায়, অনাহারে লোক-সর্ব্বজন!"
"রে দুর্ম্মদ, মহাপাপী আবদুল্লা-শয়তান!
কি করিলি, কি করিলি ধনের মায়ায়,
বহা'য়ে শোণিতস্রোত নাশি এত-প্রাণ,
কি গুরু-পাপের-বোঝা লইলি মাথায়!"
"জলদে" "জলদে" বলে' আধ-আধ-স্বরে
সন্তান অমূল্য-নিধি, পেয়ারের ধন,—

ত্যজিবে পরাণ যবে জননীগোচরে
কেমনে মা অভাগিনী ধরিবে জীবন” ?
“ডুবা’লি ‘কাফেলা’ মোর শোকের সাগরে,
জ্বলিবি নরকে পাপী অনন্ত-জীবন !
কি ভীষণ-কালানল বিদগ্ধিবে তোরে
কাঁপিছে হৃদয় মোর করিতে স্মরণ !
“মোস্‌লেমের সাধ্বী-পত্নী এই ‘কাফেলায়’,
বল্‌রে অধম তাঁকে শুনাব কেমনে ---
এহৃদি-বিদার কথা ?   কি বলিয়ে তাঁয়
প্রবোধি স্বুখিনী আহা করিব জীবনে ?”
“হারাইয়ে জীবনের সুখের সম্বল,
হইয়ে বঞ্চিতা আহা পতি-পুত্র-সুখে
হইবে অভাগী কত অস্থিরা, পাগল,
এ চির-জীবন তাঁর যা’বে কত দুঃখে !”
“মিলিবে কুফায় যে’য়ে পতির সহিত,
আছে তথা দুই-সুত হৃদয়রতন,
বেঁধে বুক এ আশায়, হ’য়ে আনন্দিত
অভাগিনী মোর সনে করিছে গমন !”
“শুনিবে সে যবে তাঁর সে আশাতরণী
গেছে কুফা-রণনদে ডুবিয়ে অতলে,
কেমনে উঃ শোকাকুলা ধরিবে পরাণী ?
বিঁধিবে হৃদয় তাঁর কি ভীষণ-শেলে !”

কাঁদিল সকলে এই অশুভ-শ্রবণে,
পড়িল রোদনরোল, অস্থির এমাম,
কহিল কাসেদ পুন বিষাদিত-মনে,
হজরত হোসেনে করি "তস্‌লিম"-প্রণাম।
"এজিদ পাইয়ে পত্র হ'ল আনন্দিত,
বিজয়-আশায় হ'ল প্রফুল্ল-বদন,
আনন্দ-পুলকে দেহ হ'ল রোমাঞ্চিত,
লিখিল মদিনা যথা অলিদ, মারওয়ান"।
কুফায় মোস্লেম গেছে লিখিল জয়েদ,
যে'য়ে ত্বরা সেই দেশে যেরূপেই হয়
সসৈন্যে বিনষ্ট কর অথবা কয়েদ ;—
"কুফায় জীবিত তারা যেন নাহি রয়"।
"এইমাত্র কাছে মোর লিখিল আবদুল,
এমাম হোসেন আজ যে'তে সে কুফায়,
রজনী-আঁধারে করি গন্তব্যের ভুল,
যাইছে ভীষণ-মরু "দস্ত-কার্‌বালায়" !
"লক্ষ-সৈন্য সঙ্গেদিয়ে 'সীমার', 'ওমরে',
পাঠা'য়ে দিতেছি তথা এমামে বধিতে,
সাধিয়ে কুফার কাজ অতীব সত্বরে
তোমরাও কার্‌বালায় মিশিবে রণেতে।"
"পে'য়ে রাজকীয় আজ্ঞা 'অলিদ', মারওয়ান'
উঠায়ে শিবির-বাজি ত্বরা মদিনার

কুফার সহরপানে করিয়ে প্রয়াণ
আচ্ছাদিল সৈন্যজালে চারিধার তার।"
"বলিল, 'জোয়াদ'-চক্রী মোস্লেমের তরে,
অগণ্য দামেস্ক-সৈন্য ঘিরিছে আসিয়া
লুটিতে সহর মোর, বধিতে তোমারে
বিনাশি অরাতি এস উভয়ে মিলিয়া।"
"কুফার প্রবল-সৈন্য মিশে তব সনে
নাশিবে এজিদ-দর্প সমরপ্রান্তরে,
যেন আর দুরাত্মন কভু এ-জীবনে
এমামের মন্দভাব না কল্পে অন্তরে।"
"সাজিয়ে সসৈন্যে রোষে মোস্লেম-সরদার
বধিতে দামেস্ক-সেনা তোমার অরাতি,
বাহিরিল বীরদাপে করি 'মার' 'মার';
করিল দুষ্কার্য্য এক জেয়াদ-দুর্ম্মতি!"—
"নিক্ষেপি আরব-সৈন্য সে শত্রু-সাগরে—
রোধিল দুর্গের দ্বার জেয়াদ-'শয়্তান্';
ইচ্ছিল আশ্রয় তারা না পে'য়ে সহরে,
ভয়াবহ-রণে যেন করে আত্মদান!"
"বুঝিল মোস্লের সব ঘোর-ষড়যন্ত্র,
আবদুল্লা পাপীর ঘৃণ্য-অন্যায়-ছলনা;
আকস্মিক-দুশ্চিন্তায় হইয়ে বিভ্রান্ত,
পাইলা সবল প্রাণে গভীর যাতনা।"

"জীবনে-নিরাশ হ'য়ে, তব দরশনে
প্রিয়-জন্ম-ভূমে আর আত্মীয়-বান্ধবে,
কহিলা কাতরস্বরে প্রিয়-সঙ্গিগণে,—
"এ'স লভি বীর-শয্যা এ কাল-আহবে!"
"দেখিব না বুঝি আর প্রিয়-জনগণ,
এমামের,-স্বদেশের সে প্রিয়-মূরতি!
এ'স সবে কুফা-ভূমে করি ঘোর-রণ
চিরতরে বীরত্বের লভিগে সুখ্যাতি!"
"বীরপুত্রপ্রসবিনী আরব জগতে
প্রিয়-সুত মোরা তার স্বাধীনতা-প্রাণ,
স্মরি প্রিয়-মাতৃভূমি হাসিতে, হাসিতে
ত্যজিয়ে এ দেহ তার বাড়াইব মান!"
"হ'বে একদিন যদি অবশ্য মরণ,
ধ্বংসশীল এই ধরা ক্ষণিক-আবাস,
বিসর্জ্জিয়ে কেন তবে স্বাধীনতা-ধন—
হ'ব ভীরু, কাপুরুষ, দৌর্ব্বল্যের দাস?"
"প্রকৃত বীরের মত মুক্ত-অসিকরে
বিনাশি বিপক্ষগণে প্রাণান্ত-আহবে,
ভাসা'য়ে জীবনতরী শোণিত-সাগরে
এসনা আনন্দে যাই দেবধামে সবে!"
"আল্লা-হো-আক্‌বর" রবে বিকম্পি মেদিনী,
ক্ষণ-প্রভা রশ্মি প্রায় ঝলসি কৃপাণ

আরম্ভিলা মহারণ কাঁপায়ে ধরণী
আরবের সেই প্রিয় সহস্র-পরাণ !"
"সেই দ্বিসহস্র ভুজে হইল কি বল
প্রিয়-ভূমি মদিনার সুধাময় নামে !
কি সুরভী-উত্তেজনা করিল চঞ্চল—
পশাইতে শান্তিময় নন্দনের ধামে !"
"রঞ্জিল রুধির-রঙ্গে কুফার প্রান্তর,
অসংখ্য বৈরির-মুণ্ড গড়াগড়ি যায়,
দামেস্ক-সৈনিক রণে হইয়ে কাতর
যথা রম্ভা-তরু ঝড়ে পড়িছে ধরায় !"
"দেখিল জেয়াদ উঠে "মিনার"-উপরে—
মুষ্টিমেয়-আরবীর অতুল-বিক্রম ;
বহিছে শোণিতস্রোত সমরপ্রান্তরে,
প্রত্যেক আরবী যেন কালান্তক-যম !"
"করিছে রাক্ষসী-নৃত্য, কোদণ্ড-টঙ্কার.
ছুটিছে রক্তের-ধারা ঝলকে, ঝলকে !
"দীন্' 'দীন্', 'মার' 'মার', শব্দ হুহুঙ্কার !
বিধ্বংস দামেস্ক-সেনা পলকে, পলকে !"
"জ্বলন্ত-ভাস্কর-তুল্য মোস্লেম-সরদার,
অরাতি'অস্থির তাঁর অমানুষী-তেজে ;
শুইছে সমরে কত সংখ্যা নাই তা'র,
কাঁপিছে সমরাঙ্গণ গভীর-গরজে !"

"স্বল্পসংখ্য-আরবীর দেখি পরাক্রম,
সমর-চালনা-নীতি, দুর্জ্জয়-সাহস,
আবদুল্লা জেয়াদ মনে গণিল বিষম ;—
শৌর্য্য, বীর্য্য, শক্তি তার হইল অবশ !"
"দেখিল সভয়ে পাপী, দামেস্ক-সৈনিক—
ঝড়-ভগ্ন তরু যেন শুইছে সঘনে,
পলাইছে দিকে দিকে মেষের অধিক—
ব্যাঘ্র-বিতাড়িত প্রায় ভয়ভীত-মনে !"
"প্রমাদ গণিল দেখে' মোস্লেম-বিজয়,
চিন্তিল বিষণ্ণ-চিতে ভাবী-হিতাহিত,
কুফাতে দামেস্ক-সেনা হ'লে পরাজয়
মোস্‌লেম এমামসনে মিশিবে নিশ্চিত।"
"এ দুই বীরের হলে শুভ-সম্মিলন,
হইবে দুর্জয় এক প্রবল-শকতি,—
নাশিবে দামেস্ক, কুফা করি ঘোর-রণ ,
র'বেনা মোদের তবে রাজ্য, বংশ, জ্ঞাতি !"
"এ'রণে পরাস্ত হ'লে ডুবিবে অতলে
এজিদের আকাঙ্খিত "নেতৃত্ব, জয়নব,"
আমার লাভের অঙ্ক ডুবাইবে জলে,—
অর্থ, রাজ্য, পদ, মান যত ইতি সব।"
"মোস্‌লেমের বীর্য্যে শুধু আজি কুফা নয়—
কম্পমান থর-থর দামেস্ক-আসন।

রাজ-ভাগ্য আমাদের পাবে ঠিক লয়
যদি আজ আরবীরা জয় করে রণ !”
“সেই প্রতারণা মোর হ'লে প্রচারিত—
করে'ছি এমাম সনে যেই ঘৃণ্য-কাজ,
বিশ্ব-নর কুলে আমি হ'ব কি ঘৃণিত !
ঘোষিবে কু-কীর্ত্তি মোর মানবসমাজ।”
যবে “কলঙ্কের-ডালি ল'য়েছি মাথায়
অবশ্য পশিব এই অরাতি-সংগ্রামে,
যা আছে অদৃষ্টে হ'বে, যা করে ধাতায়,
মিশিয়ে ‘মারওয়ান’ সহ বধিব মোস্লেমে।”
“বাহিরিয়ে কুফাপতি সসৈন্যে-সমরে
মিশি মারওয়ানের সহ আরম্ভিল রণ ;—
ঘিরিল মোস্‌লেম বীরে সৈন্য স্তরে-স্তরে
বরিষার ধারাপ্রায় চমূ অগণন !”
“জয়াশায় স্ফীত-বক্ষ, শান্ত, ক্লান্ত-রণে
আরব-সৈনিকবৃন্দ দেখিল সভয়ে,
ঘিরিছে তা'দিগে এ'সে কুফা-সৈন্যগণে,
‘মার্‌ওয়ান’, ‘জেয়াদ’ রণে মিলিত উভয়ে !”
“ঘৃণা-বিজড়িত-কণ্ঠে পরুষভাষায়
নাদিল মোস্লেম যেন জলদ-নিক্কণ ;—
“রে দুরন্ত-আবদুল্লা ঘোর-দুরাশয়,
প্রতারক-শিরোমণি, অধম-জীবন !”

"এজিদ হইতে পাপি ! ঘৃণ্য তুই বেশী,
তোর মত জগতে কে বিশ্বাসঘাতক ?
মাখিলি বদনে যেই কালিমার রাশি,
লইলি মস্তকে যত বিপুল-পাতক ;—
"করি যুগযুগান্তর নরকে যাপন
করিলে অনন্তকাল মহাদণ্ড-ভোগ,
এ পাপে বিমুক্তি তোর হ'বে কি কখন ?
সঞ্চিলিরে চিরতরে কত পাপরোগ ।"
"কলুষিলি ধরা-বক্ষ ওরে নীচাশয়,
কুসুমে-কীটের মত মিত্ররূপে তুই —
দংশিলি ছলনা-বিষে জীবন-সংশয়,
হৃদয়ের অন্তস্তলে রন্ধ্র-শনি হই !"
রঞ্জিলি নির্দ্দোষ-রক্তে কুফারপ্রান্তর,
সোনার-মদিনা-পুরী করিলি শ্মশান !
ইস্‌লামের কত ক্ষতি করিলি পামর,—
বধিয়ে অকালে বহু বিশ্বাসীর প্রাণ !"
"ইস্‌লামের বর্দ্ধমান-উন্নতি কালেতে,
তার এই ভয়াবহ-পরীক্ষার দিনে,
রঞ্জিলি আপন-রাজ্য স্বধর্ম্মী-শোণিতে,
কি-ভীষণ আঘাতিলি তাহার পরাণে !"
"বলিল জেয়াদ হেসে, হতাশ-যুবক !
রম্য-ধরা-কুঞ্জবন ছে'ড়ে অনিচ্ছায়

যে’তেছ অকালে চলে’, এ রণপাবক
দহিবে অচিরে যা’বে মিশে কাল-গায় !”
“পে’তেছ আঘাত কত ছাড়িতে জীবন !
দশায় এ যাতনা সকলেরি হয় ;
বলিলেও আরো শত কঠোর-বচন
এ অন্তিমে দোষ তব ক্ষমিব নিশ্চয় ।”
“নূতন-বারতা এক বলি তবত্তরে
শুনিলে যাতনা তব হ’বে লঘুতর,
হেরিলে নিজের মত বিপন্ন অপরে,
ধীরতা, সান্ত্বনা-ভাব উপজে সত্বর !”
“প্রাণাধিক-মিত্র তব হোসেন যে আজ
হারায়ে কুফার পথ নিবিড়-তিমিরে,
উপনীত কার্‌বালার মরুভূমি-মাঝ
রঞ্জিতে মরুর-বক্ষ বুকের রুধিরে !”
“কহিলা মোস্লেম কেঁদে করি ‘হায়’ ‘হায়’ !
কি মরম-ভেদী কথা শুনা’লিরে ওরে !
পুণ্য-স্মৃতি রছুলের র’বে না ধরায় ?
হ’বে কি নির্ব্বংশ তিনি ধরণী-ভিতরে ?
“হে এমাম ! ছিল তব এই লেখা ভালে,
পড়ে প্রতারণা-ফাঁদে ত্যজিতে পরাণ ?
কত ধর্ম্মভাব, পুণ্য লইয়ে অকালে
নব-ফল-প্রসূ-তরু পতনসমান !”

"দুগ্ধপোষ্য-শিশু, নারী, ল'য়ে পরিবার,
সোনার-মদিনা-পুরী করি' বিসর্জ্জন,
কার্‌বালা-প্রান্তরে বুঝি মরণ তোমার ,—
লিখিলা বিধাতা এই অশুভ-লিখন !"
"মোস্লেম-পর্ব্বত হ'তে নেত্র-রন্ধ্র দিয়া,
বাহিরিল অশ্রু-নদী তিতি দেহাচল—
মুখ,-বুক-জঙ্ঘা-পদ-ভূমি ভাসাইয়া—
বহিতে লাগিল তেজে ক'রে কল্‌-কল্ "!
"ভেসে' গেল এ অভাব্য, দুঃসংবাদ-জলে,
মোস্‌লেমের নির্ভীকতা, বীরভাব যত ;
উলঙ্গ-কৃপাণ গেল খসে' মহীতলে,
হইলা বিহ্বল হ'য়ে ভূতলে পতিত !"
"এ পতন, মহানিদ্রা ঘুচিল না তাঁর,
সে মোস্‌লেম-রবি ডু'বে গেছে চির-তরে,
সে সহস্র বীর চির নিদ্রিত-তোমার
স্মরণীয়-কীর্ত্তি-ক্ষেত্র সে কুফা-প্রান্তরে !"

তৃতীয় সর্গ।

কার্‌বালা প্রান্তর,—এজিদ-শিবির।

সেনাপতি ওমর ও সীমারের কথোপকথন।

মিষ্ট-জলা, কল্‌কলা ফোরাত-পূরব-ধারে
দামেস্ক শিবির-রাজি শোভিতেছে কি বাহারে!
উড়িছে বিচিত্র-বর্ণ-খচিত পতাকাচয়,
ধ্বনিছে বিকট-নাদে উষ্ট্র, গাধা, গজ, হয়!
হ'তেছে মধুর-তালে জাতীয় সঙ্গীত-গান,
বাজিছে সমরবাদ্য উঠিছে গভীর-তান!
সে বাদ্যের তালে, তালে ফোরাত সঙ্গীত গে'য়ে,—
তর, তর, তর-বেগে চলিছে নাচিয়ে ধে'য়ে!
মিশিতে অনন্তসনে কি আনন্দভাব তার,
বিদায়-সম্ভাষভরে চুম্বিছে সে দুই ধার!
সজ্জিত-শিবিরমাঝে বহুমূল্য-সুখাসনে
উপবিষ্ট সেনাধ্যক্ষ 'ওমর' প্রশান্ত-মনে।
নিকটে 'সীমার' তাঁর সহযোগী-সেনাপতি,
চ'লেছে তাঁদের আজ গোপণ-মন্ত্রণা অতি।
আশু-সম্ভাবিত-রণ-বিজয়ের উচ্চাশায়,
কি আনন্দ সীমারের ফুটিয়ে উঠিছে গায়!
হ'য়ে মত্ত দুরাশায়, সীমার পুলক-ভরে
বলিল, "সফল চেষ্টা" হ'ল এত দিন পরে!

সদলে শিকার আজ আবদ্ধ হইল শেষে
হোসেন কার্‌বালাভূমে, মোস্লেম কুফার দেশে!
হয়ত হইয়ে গেছে মোস্‌লেমের প্রাণ-নাশ,
ফুরাইছে হোসেনেরো সাধের মরত-বাস!
'মারওয়ান', 'অলিদ' বীর মোস্‌লেমে বিনাশ করি
মিশিবে মোদের সনে নাশিতে এমাম-অরি!
'আবদুল্লাজেয়াদ' বন্ধু আসিবে কুফার পতি,
এইবার এমামের নাহি আর অব্যাহতি!
অগণ্য-সৈনিক-জালে ঘিরেছি ফোরাত-তীর,
পারিবে কি নিতে অরি নদীর পানীয়-নীর?
অবরুদ্ধ মরুমাঝে পিপাসায়, অনাহারে,
বিনারণে মহাশত্রু ধ্বংস হ'বে এইবারে!
পূর্ণ হ'বে 'এজিদের' হৃদয়ের মনস্কাম,
নাশিবে এমামবংশ বিশ্বে না রহিবে নাম!
হইবে মদিনা-মক্কা এজিদের করগত,—
'খলিফা' স্বীকার তাঁরে করিবে মোস্লেম যত!
হ'বে সে মোস্‌লেম-রাজ্যে একচ্ছত্র-অধিপতি,
'জয়নব' মহিষী হবে গরবিনী, ভাগ্যবতী!
অপরূপ-কালপট বিবর্ত্তিছে নিজ হ'তে,
নবদৃশ্য-অভিনেতা প্রবেশিবে এদেশেতে!
ভাগ্যবান্ এজিদের সৌভাগ্যের বরদানে
সুখসূর্য্য সমুদিত মধুর পুলকতানে!!

অদূর-ভবিষ্যকালে আরব-নেতৃত্ব-কাশে
জ্বলিবেএজিদ-রবি তীব্র-করে মহোল্লাসে !
সে সঙ্গে মোদের ভাগ্য হবেনা কি উজ্জ্বলিত,—
এমাম-বিনাশ অন্তে যাহা তাঁর অঙ্গীকৃত" ?
উত্তরিলা সেনাপতি ওমর গম্ভীর, ধীর,—
"বলেছ' সত্যই তুমি হে মিত্র-সীমার বীর !
ধরার এজীব-ধ্বংসী, ভীষণ, বিকট-অংশে
এমাম হোসেন হ'বে বিনাশিত মিত্রবংশে !
ভাতিবে এজিদ-ভাগ্য সৌভাগ্য-রবির করে,
উড়িবে দামেস্কধ্বজা মক্কা-মদিনার পরে !
লভিব সম্মান মোরা, যদিও উন্নতিরাজি,
কিন্তু ভাই দুখানলে হৃদি মোর হায় আজি
জ্বলিছে বিষম-দাহে, দগ্ধে যথা দাবানল —
বনভূমি ; ভ্রাতৃবর ! মন মোর কি চঞ্চল !
আজীবন যুদ্ধে-রত, রণে পাই কত সুখ,
যুদ্ধস্থলে কি আনন্দ হেরিলে অরির মুখ !
ধমনী নাচিয়ে উঠে যে'তে রণস্থলমাঝে,
ভুলি ক্ষুধা, তাপ, ভয়, মাতিলে সমর-কাজে !
"কিন্তু এ'সে কার্‌বালার পাশব, অধর্ম্ম-রণে,
বিবেকের কি যন্ত্রণা ভোগিতেছি নিত্য মনে !
বিপক্ষ বিপন্ন তার ল'য়ে পোষ্য-পরিবার,

সমর-প্রয়াসী নহে, পথভ্রান্ত-ক্ষুণ্ণ-জনে
কেমনে বধিব বল হেন অনুচিত-রণে ?
অপোগণ্ড-বহু-শিশু, অসহায়-কুলনারী,
নিরস্ত্র, বিপন্নগণে বলকি বধিতে পারি ?
খে'য়ে জীব স্বাদু-জল লভিতে নূতন-প্রাণ,
র'য়েছে ফোরাত এই মরুধারে বহমান।
রোধিয়াছি মোরা তার স্বাভাবিক-জলধারা,
কত নর, কত পশু, পিপাসায় যায় মারা !
আরবের ত্রাণ-কর্ত্তা মহাপ্রাণ-মোহাম্মদ,
অসহায় বংশে তাঁর আহা আজি কি বিপদ !
গৃহচ্ছেদে, অত্যাচারে, ছিন্ন-ভিন্ন এই দেশ,
পরিছে প্রভাবে যাঁর সত্য ও শান্তির বেশ ;
এ নব-জীবন দেশ পে'য়েছে যাঁহার গুণে,
করিব নির্ব্বংশ তাঁকে কিসে প্রলোভন শুনে ?
কি কাজ সে জয়-মাল্যে, পশিব না এ সমরে,
অক্ষয়-কলঙ্ক কেন লইব মস্তকপরে ?
হব পাপী, মহা-ঘৃণ্য, পড়িব প্রভুর রোষে,
হবে না নরকে গতি পরকালে এই দোষে ?
করে'ছি জীবনে আমি অসংখ্য ভীষণ-রণ,
হেন অনুচিত-যুদ্ধ করিছিকি কদাচন ?
দস্যু-তস্করের মত নির্দ্দোষ-পথিকে তেড়ে

যাপিয়ে গৌরব-আয়ু, ধর্ম্ম-রণস্থলমাঝে,
অন্তিম-সময়ে হেন মাতিব অন্যায়-কাজে ?
ন্যায়ের বিমলালোকে করি সদা বিচরণ,
অন্যায়-তিমিরে শেষে করিব কি পদার্পণ" ?
নীরবিলা সেনাপতি আঘাত পাইয়ে ক্ষণে,
'সীমার' প্রমাদ বড় চিন্তিল আপন মনে !
ভাবিল শিকার এসে পড়িয়াছে বাগুড়ায়,
ব্যাধের দৌর্ব্বল্যে বুঝি ছুটে সে পলা'য়ে যায় ?
এত চেষ্টা, অর্থনাশ, যে এমামে বিনাশিতে,
পদোন্নতি, ধন, মান, লাভ হ'বে যে কাজেতে !
বিনাশিবে দৌর্ব্বল্য সে আশা-অট্টালিকা-ধন ?
ভেসে' যা'বে 'এজিদের' এ বিরাট-আয়োজন ?
মস্তকের মূল্য যাঁর বহু ধন, রাজ্য হয়,
বেশী দিন দেওয়া তাঁরে বাঁচিতে উচিত নয়।
'ওমর' হ'য়েছে বৃদ্ধ,-পূর্ণ তাঁর নাম, কাম :
আমিত যুবক চাই পদ, ধন, যশ, নাম।
সম্রাটে এমাম্-মুণ্ড পারি যদি দেখাইতে,
সৌভাগ্য-ভাস্কর মোর বিভাসিবে অচিরেতে !
পাইব জায়গীর, ধন, রহিব আমীরি-হালে,
স্মরিবে দামেস্ক মোর এই-কীর্ত্তি কালে কালে।
হ'ব রাজ-প্রিয়, যদি এ কাজ সাধিতে পারি,
[illegible] লভিতে পারে আরবের সরদারি।

ভাবি মনে এই সব হ'য়ে কম্পান্বিত-প্রাণ,
বলিল "হে সেনাপতি কর বাক্য অবধান" !
"এজিদের ভৃত্য মোরা তাঁর অর্থে ধরি প্রাণ,
তাঁর শত্রু, তাঁর মিত্র করিব তদ্রুপ জ্ঞান"।
"চাকরের স্বাধীনতা নাহি কোথা কোন কালে,
চলিতে হইবে তাকে মনিবের হালে-চালে"।
চাকর ধারিবে কেন দর্শন, বিজ্ঞান-ধার ?
প্রগাঢ়-যুক্তি ও তর্ক, পাণ্ডিত্যে কি কাজ তার ?
অধীন পারে কি কভু ভাল-মন্দ বিবেচিতে ?
বাধ্য সে করিতে কাজ স্বীয় মনিবের হিতে !
চাকরের স্বাধীনতা মনিবের ইচ্ছাগত,
নাচিবে তুড়িবে তাঁর কলের পুতুল মত !
কোথা তার ইচ্ছাশক্তি, হিতজ্ঞান, স্বাধীনতা,
কিবা তার ধর্ম্মাধর্ম্ম. পাপ-পুণ্য, সরলতা ?
চাই নিত্য হাসি-কান্না, চাকরের হৃদিস্থলে,
শুষ্ক-হাসি, মায়া-কান্না দেখা'বে দরকার হ'লে !
পরাধীন জীবনের মরতে নরক-ভোগ—
ঘুচেনা না গেলে তার ঘৃণিত দাসত্ব-রোগ !
অতিভক্তি,স্তুতি গুণে না হইলে বিভূষিত,
হয় কি অধীন জন মনিবের মনোনীত ?
ভাসা'য়ে বিবেক, ধর্ম্ম প্রভুর বাসনা-জলে,

মোরা পরাধীন লোক নাহি স্বাধীনতা-ধন,
অবশ্য করিতে বাধ্য কার্‌বালার এই রণ।
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম রণ তা'কি বিচারিতে আছে ?
হইবে এজিদ দায়ী তজ্জন্য ঈশের কাছে !
ভেবে দেখ মনে মনে যাঁরা মনিবের-অরি,
কেমনে তাদেরে মোরা দয়া প্রদর্শন করি ?
রোধিতে ফোরাত-তীর মনিবের আজ্ঞাবানী,
পারি কি বিপক্ষে তাঁর দিতে সে নদীর পানী ?
নিযুক্ত হ'য়েছি মোরা করিবারে এই রণ,
না করিলে হবে না কি কর্ত্তব্যের উল্লঙ্ঘন ?
তবে হ'ব রাজদ্রোহী, বিশ্বাস-ভঙ্গের দোষী,
করিব তদ্রুপ কাজ মনিবের যাহা খুসি।
শত্রু কি দয়ার পাত্র, বিশ্বাসভাজন হয়?
অরি ত নিয়ত অরি, সে কভু বান্ধব নয় !
যে করে বান্ধব-জ্ঞান প্রকৃত শত্রুর তরে,
অবোধ তাহার মত নাহি আর ধরাপরে !
যে করে শত্রুকে ক্ষমা দয়াগুণে অনায়াসে,
দুর্ব্বল বলিয়ে তারে শত্রুজন উপহাসে !
বিতরিবে দয়া-ধন প্রকৃত পাত্রের তরে,
অপাত্রে অর্পিলে তাহা দৌর্ব্বল্যসূচনা করে !
শত্রুতে কি ছোট বড় যুবক, বালক-জ্ঞান,

কণামাত্র কালকূট জীবন বিনাশ করে,
বিষধর-অহি-শিশু-দংশনেও লোক মরে !
করে না কি ব্যাঘ্রশিশু নরের শোণিত-পান ?
করে না কুকীর্ত্তি-কণা লাঘব মানীর মান ?
নাশে না গোমূত্র-বিন্দু বিপুল দুগ্ধের সার ?
সামান্য আঘাতো ক্রমে ধরেকি বৃহদাকার !
নবীর, আলীর বংশ জ্বলন্ত পাবককণা,—
একটী বালকো যেন ভীষণ-সর্পের ফণা !
ধর্ম্মবলে-বলী তাঁরা, রণসঙ্গে সুনিপুণ ;
বলে মত্তহস্তী-তুল্য, বীরত্বের কত গুণ !
দেখনি আলীর বীর্য্য, লোমহর্ষ-মহারণ !
অতুল-বিক্রমে কত নাশিত অরাতিগণ ?
সুযোগ্য, সুপুত্র তাঁর এমাম অজেয়-বীর,
সমরে অমরপ্রায়, অচল, অটল-স্থির !
পশিলে কার্‌বালা-রণে দেখিবে বীরত্ব তাঁর,
নহে সে প্রশান্ত-কূপ, মহানদী-দুর্নিবার !
ভাসা'বে কার্‌বালা-ক্ষেত্র নরের রুধির-স্রোতে,
রঞ্জিবে ফোরাত-নীর নররক্তে অচিরেতে !
রবি-করে পরিশুষ্ক কার্‌বালা-বালুকা যত
বিপুল শোণিত-নীরে সরস হইতে কত !
এ'সেছি প্রবলসনে কার্‌বালায় রণকাজে,

দিবে লোকে টিট্‌কারি, ডুবিবে আশার তরি
এজিদ নাশিবে বংশ ভীষণ-পীড়ন করি !
নিব কি কলঙ্ককালি মেখে নিরমল-মুখে ?
অরিবিনাশিব নয় মরিব সমরেসুখে !
করিব প্রাণান্তপণে কার্‌বালার এ সমর,
বধিব বিপক্ষে, নহে ত্যজিব এ কলেবর ।
হউক কলঙ্ক, পাপ, – যা আছে লিখন ভালে,
কাপুরুষ-মত কেন পলাইব কার্য্যকালে" ?

চতুর্থ সর্গ।

কার্‌বালা প্রান্তর,—এমাম শিবির।

এমাম্ ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী সাহার বানু।

কাতরবচনে কহিলা 'সাহার' কি গতি হইবে হায়,
জলের অভাবে শিবিরের লোক ভূমে গড়া গড়ি যায়!
মরে পশুগণ, কি ঘোর-চিৎকার, বিকট-প্রলয় মত,
করি 'জল' 'জল', ত্যজিছে পরাণ, দুগ্ধ-পোষ্য শিশু যত!
সন্তানের শোকে ক্ষুব্ধা, উন্মাদিনী অবলা জননিগণ
করাঘাতিবুকে কাঁদে উচ্চ-রবে হারা'য়ে হৃদয়-ধন!
এ শুষ্ক-মরুর তীব্র রবি-করে, পরিত্রাহি ডাকে সবে,
কত মুখরিত নির্জ্জন-কারবালা ব্যথিত কাতর-রবে!
পারিনা দেখিতে হেন বিভীষণ, বিভৎস-ঘটনা আর,
মরমে মরমে লাগিছে আঘাত যেন শেল-ক্ষুর-ধার!
কাঁদিতে কি দুঃখী এসেছে জগতে, কাঁদিবে জীবন-ভর?
কাতর-বিলাপে হবেনা ব্যথিত এমনি কঠিন নর?
দয়াল প্রভুর সৃষ্টির প্রধান মানুষ নিঠুর কেন?
ব্যথিত-বেদনে, শিশুর রোদনে গলে না তাদের মন?
প্রাণের আরাম, স্নেহের সন্তান মায়ের হৃদয়-নিধি।
সেধনে বধিতে কিসে হেন নরে জগতে সৃজিলা বিধি?
জীবে-প্রেমভাব, শিশুতে করুণা নাহিকি, মরত মাঝে?

সে পুণ্য-মদিনা, আর হেরিবনা যেখানে এ ভাব নাই ?
দয়ায়, ক্ষমায়, হ'য়ে বিমণ্ডিত মানব সকলি ভাই !
দেখিলে পরের বিপন্ন-সন্তান নয়নে অশ্রুর ধার,
যথা টেনে নর ল'য়ে হৃদি-স্থলে মুছায় নয়ন তা'র !
মদিনার সেই পুণ্য-দৃশ্য রাজি বল প্রাণ-স্বামী মোর !
দেখিব না বুঝি এ জনমে আর জীবন-নিশা কি ভোর ?
বিপক্ষের কাছে যাইয়ে স্বামিন্ বিনয়ে, কাতরে বল,
শিশুগণ তরে দয়া করি তা'রা যেন দেয় কিছু জল !
শিশু কি দুষ্মন, শিশু কি অপর, শিশু কি নিজেরি নয় ?
কহিলে বিবরি এদের দুর্দ্দশা দিবে জল অবিচয় !
শিশুর ব্যথায় কাঁদেনা, গলে না হেন কি মানুষ আছে ?
দেখুক তাহারা এ শিশুর হাল, নাও হে তাদের কাছে !
বলিও তাদেরে দেখা'য়ে ইহায় হেন শীর্ণ সব শিশু !
ঘোর পিপাসায় অস্থি-চর্ম্ম-সার মরিছে অকালে আশু !
স্নেহের "আক্‌বর", অস্থির "আস্‌গর" প্রাণের "সখিনা" ধন
"কাসেম", "জয়নালে" করে নিরীক্ষণ যদিও কাঁদিছে মন !
এ'যে মরি মোরা পুত্র, কন্যা ল'য়ে তাতে নয় তত দুখ ;
অন্যজননীর সন্তান-ব্যথায় যেমন জ্বলিছে বুক !
লভিয়ে সাধের মানব-জনম কত আশা, কর্ম্ম, ল'য়ে
শৈশব-জীবনে আত্মিক-সকল যে'তেছে বিদায় হ'য়ে ?
লও, তব হাতে সঁপিছি রতনে হয় দেখিব না ধনে,
তথাপি যদিও পাই কিছু জল সান্ত্বনা মানিব মনে !

এক সন্তানের জীবন গেলেও পাইলে ফোরাত-পানী
হইবে সার্থক গর্ভ রক্ষা মোর, বাঁচিবে অসংখ্য প্রাণী !
বিপক্ষের কাছে নাহি গেলে তুমি আমিই যাইব তবে,
আরব্য-মাতার দুখের কাহিনী কহিব বিবরি সবে !
সম্ভ্রম, সরম, মান, অপমান দিয়ে আজি বিসর্জ্জন
এমরু-ময়দানে তবে আমি যাই যেখানে বিপক্ষগণ !
ক্রন্দনের রোলে করিব কোমল নিঠুর বিপক্ষগণে !
মায়ের ক্রন্দনে রমণী-সন্তান পাবেনা বেদনা মনে ?
করুণ-ক্রন্দনে মাতৃভাবে মোর হয়ে ক্ষুব্ধ, আত্মহারা
আশা করি দুঃখে হয়ে স্ফীত-বক্ষ ছুটিবে ফোরাত-ধারা !
অজেয়, অদম্য বাহুবলে শত্রু যদিও মোদের তরে
অব্যর্থ-মাতৃত্ব-কোমল আয়ুধে পরাস্ত করিব সবে !
সামরিক-শক্তি, পাশবিক-বল তুচ্ছ মার হৃদি কাছে,
এই গুনে নারী শক্তি-মন্দাকিনী জগজ্জয় করিয়াছে !
কাদিলা এমাম, নীরবে, আক্ষেপে, হৃদয়ে বিষাক্ত-ধারা !
স্নেহ-নির্ঝরিণী পত্নীর রোদনে হইলা পাগল-পারা !
বলিলা, "প্রেয়সী,—শান্তি-দাত্রী মোর, সংসার-মরুর ছায়া,
মরত-বাসিনী, বেহেস্তের-"হুরী" ভূষিতা মানবী-কায়া !
আর্ত্তের ক্রন্দনে, পরের ব্যথায় কত জ্বালা তব বুকে
ভুলে আত্মব্যথা, শোক-দুঃখ-রাশি চিন্তিতা পরের দুঃখে !
পর-চিন্তা-শীলা, কি আত্ম-বিস্মৃতা, দয়াবতী তুমি বিশ্বে !

কি স্বরগ-দৃশ্য ! মরিতেও যার পরহিত-চিন্তা মুখে,
হয়ে যে বিভোর বিশ্বপ্রেমভাবে জীবন ত্যজিছে সুখে !
সে মাতা মানবী যে কেবল ইচ্ছে গর্ভজ-সন্তান-সুখ :
দেবী সে জননী বিশ্বসুত-তরে বিদরে যাঁহার বুক !
লুব্ধ, ভ্রান্ত জীব, বিচিত্র-জগত, আশা-মরীচিকাময় ;
বাসনা-ছলনে হ'য়ে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট ঘুরিছে মানব চয় !
ঢে'কে'ছে প্রগাঢ় স্বার্থ-কুজ্ঝটিকা ঈশরম্য-সৃষ্ট-দেশ,
পরার্থ-পরতা, জীবে-প্রেমভাব, অদৃশ্যে করিছে শেষ !
সাধিতে নিজস্ব ভয়াবহ-দ্বন্দ্ব, নর পরস্পর অরি,
স্বার্থের কুহকে, নিরদোষ-নরে মানুষ মারিছে ছুরি !
অবিদ্যা-দংশনে, মুগ্ধ হ'য়ে নর ভুলিয়ে মোক্ষের পথ ;
জ্বলিতে নরকে অনন্ত-জীবন হইছে কুকাজে রত !
কার্‌বালার এই নির্দ্দোষ-পীড়ন স্বার্থের বিকট-খেলা,
নাচিয়া তাথেই প্রবৃত্তি-অসুর করিছে তাণ্ডব-মেলা !
ভ্রাতৃ-বিদ্বেষের নারকীয়-কাণ্ডে মেতে'ছে বিপক্ষগণ,
জীবে-প্রেমভাব হইয়ে বিস্মৃত করিতে অন্যায়-রণ !
আশা-প্রলোভন-প্রগাঢ়-বারিদ ঢেকেছে বিপক্ষাকাশ !
দয়া-ভাস্করের বিমল-কিরণ সে মেঘে করিছে নাশ ?
স্বার্থ-পরিশুষ্ক অরি-হৃদি-ভূমে মাতৃত্ব হবেনা উপ্ত,
নীরস, কুস্থানে ফলে না উদ্ভিদ যাহা মরুপ্রায়,তপ্ত !
জানি গৃহাশ্রমে স্নেহ-সুরধুনী তোমরা অমিয়-ধারা,
ছুটি শতধারে প্রেমের হিল্লোলে করিছ মানুষে হারা !

এমরু কুস্থানে সে মাতৃত্ব-শক্তি হইবে কি ফলবতী,—
তব মনবাঞ্ছা হবে কি সফল যে আশা ক'রেছ সতি ?
বিষন্ন-বদনে ছল-ছল চোখে সে মুমূর্ষু-সুত বুকে,
কার্‌বালা প্রান্তরে যাইয়ে এমাম কহিলা বিপক্ষে দুঃখে !
জলের অভাবে আমার শিবির হ'য়েছে শ্মশান-প্রায় ;
ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, দেখ শিশুগণ অকালে মরিয়ে যায় !
হের এই শিশু ক্ষুৎ-পিপাসায় হয়েছে মরার মত,
এই শিশু-সম শীর্ণ শিবিরের হয়েছে বালক যত !
সন্তান-সম্পদে তোমরাও সুখী এই মর-বিশ্বধামে,
জান তা'র মায়া দাও কিছু জল "আল্লাহো নবীর" নামে !
দোষী হ'লে আমি তোমাদের কাছে বধ মোরে বিনা জলে,
দাও কিছু বারি এই নিরদোষ মুমূর্ষু-বালক দলে !
কেন বিনাশিছ লোকজনে মোর, উষ্ট্র, গাধা, ঘোড়া আদি ?
রক্ষা করি সবে, মার না আমায় পাবে ধন-মান যদি !
পারিনা সহিতে মাতার রোদন,—শিশুর কাকুতি আর,
দয়া ক'রে ভাই, চে'য়ে খোদাপানে ছাড় ফোরাতের ধার !
কাতর-বচনে তিনবার হেন এমাম বিপক্ষ-স্থানে
চাহিয়ে সলিল হইয়ে বিমুখ, আঘাত পাইলা প্রাণে !
আবার বিষাদে কহিলা এমাম, গভীর-যাতনা বুকে ঃ—
হইলনা আর্দ্র তোমাদের প্রাণ, পিপাসার্ত্তগণ দুঃখে ?
মরণের ভয়, শেষ-ফল-জ্ঞান নাই বুঝি কারো প্রাণে ?
মহাধ্বংস-অন্তে, হিসাবের দিনে কি বলিবে ঈশস্থানে ?

এভীষণ-স্থানে জল-রোধ করি বিনাশিলে এত নরে ;
সঞ্চিবে যে পাপ হ'বে না খণ্ডন অনন্ত-জীবনভ'রে !
বিধাতার প্রিয় সৃষ্টির-প্রধান নিরদোষ জীব-নাশে,
ভোগিবে দুর্ভোগ, গভীর-নরক পড়িবে প্রভুর রোষে !
তৃষ্ণার্ত্ত-বালক কহিছে কাঁদিয়ে,—“জল দে” জননী খাই !
তিতিছে অভাগী, নয়ন-ধারায় হায় বিন্দু জল নাই !
বাল, বৃদ্ধ, যুবা সবাই কাতর চারি দিন অনাহার ;
মরে উষ্ট্র, গাধা, অশ্ব অজগণ করে দুঃখে কি চীৎকার !
ভূতল-শয়নে গড়াগড়ি যায় শিবিরের লোক মোর ;
বলহীন সবে পারেনা চলিতে নয়ন হয়েছে ঘোর !
যদিও অধীর যুবক, যুবতি রয়েছে এখনো জ্ঞান
হয়েছে নিস্তেজ অবোধ-সন্তান রক্ষহে তাদের প্রাণ !
শুকাইছে মার-স্তনের-জীবন শিশুরা কেমনে বাঁচে ?
চুষিয়ে চুষিয়ে রসনা মায়ের এখনো জীবনে আছে !
রছুলের শিষ্য তোমরা অনেকে ভুলিয়ে ইস্‌লাম-বাণী,
মে'তেএ অন্যায়, এ' অধর্ম্ম-কাজে কেন নাশ এত প্রাণী ?
যদি ইচ্ছরণ ছাড় জল,-রোধ, কর এ'সে রণ-খেলা
পাপ-বুদ্ধিবশে কেন নিপীড়িছ রোধিয়ে ফোরাত-বেলা ?
হয় সবে মোর ছাড় গতি-পথ, যাই আমি মদিনায়
পরিজনগণ, বালক-রমণী ল'য়ে সনে সবাকায় ।
না ছাড়িলে মোরে, কর এই কাজ, ছাড় পথ ভাইগণ !
যা'ক তারা সবে মদিনা চলিয়ে কর মোর সনে রণ !

রুঢ়তরস্বরে সগর্ব্বে সীমার সম্বোধি এমামে বলে,—
নিজ "দুরভাগ্যে পরিজন-সনে এসেছ এখানে চ'লে।
শিষ্য, মিত্র-সনে, সবংশে এমাম বন্দীকৃত তুমি আজ ;
ছাড়িয়ে তোমায় পারি কি আমরা করিতে মূঢ়ের কাজ ?
তব হেতুহের দামেস্ক-আরবে অশান্তি, অনৈক্য, দ্বন্দ্ব ;
কে হেন-অবোধ ছাড়িয়ে তোমায় বাড়াবে অধিক মন্দ ?
জাতীয় অঙ্গের অশান্তি-বীজের মূলোচ্ছেদ বাঞ্ছনীয় ;
ছোট, বড় অরি কেহকিহে ক্ষম্য. সব নহে দণ্ডনীয় ?
আজি এই খানে এজিদ সবংশে ঠেকিলে ফোরাত-ধারে.
হ'লে বুদ্ধিমান না বধিয়ে প্রাণে তুমি কি ছাড়িতে তাঁরে ?
ছাড়ে কিরে ব্যাধ সদলে-শার্দ্দূল এ'সে যদি পড়ে ফাঁদে,
সে ব্যাঘ্র-যূথের দুরবস্থা হেরে যদিও পরাণ কাঁদে ?
যেই সর্ব্বভুক্ বিনাশে সর্ব্বস্ব সে বহ্নি নাশিতে হ'লে,
ছাই-ভস্ম তার প্রতিক্ষুদ্র-কণা বল কে না আর্দ্রেজলে ?
এ ভ্রাতৃ-বিরোধে তুমিও এজিদ হয়েছ অনর্থ-সার ;
সবংশেতে এক না হ'লে ধ্বংসিত যাবে কি বীজাণু তার ?
নতুবা এদেশে শান্তির সঞ্চার হবে এভরসা নাই :
ভঙ্গিতে বিরোধ, তোমার কি তাঁর আত্ম-দান করা চাই !
'এজিদ' প্রবল তাঁহার পতন আপাত সম্ভব নয় ;
দেশ-ধর্ম্মহিতে আত্মদান তব করিতে উচিত হয়।
সামরিক-নীতি অতীবকঠোর, সেনানী সুযোগ-দাস,
ঘটিলে সুবিধা বিলম্ব অন্যায় করিতে বৈরির নাশ।

রণ-ভূমে দয়া দৌর্ব্বল্যের চিহ্ন, বিজয়-কামনা চাই,
ছলে কিবা বলে বিনাশিবে শত্রু করুণা দেখা'তে নাই।
প্রভুর আদেশ করিতে পালন, কোরাণে বিধান আছে;
তাঁহার নিষেধে ফোরাতের জল পাবেনা মোদের কাছে।
মরে এথা তব আত্মীয়, স্বজন, ক্ষুণ্ণ মোরা খুব চিতে,
তবু রাজ-আজ্ঞা ক'রিয়ে লঙ্ঘন নারিব সলিল দিতে।
রণ-রঙ্গ-ভূমি বড়-শক্ত স্থান, নিদয় সৈনিকগণ ;
দয়ার হিল্লোলে দ্রবিবে কি কেহ, গলিবে কি কারোমন ?
দিতেছি লিখন তবকাছে মোরা সে মতে না হ'লে কাজ ;
"জল জল" করি বলিছি এমাম পাইওনা আর লাজ !
জনৈক ইহুদী দামেস্ক-সেনানী গর্ব্বিত ইসলাম-দ্বেষী ;
অশিষ্ট-ভাষায়, উগ্রতরভাবে কহিল এমামে রোষি !
পড়িয়ে এখানে বিষম-বিপদে দেখা'য়ে স্বর্গের আশা,
সমরের দোষ করিলে কীর্ত্তন প্রকাশি উন্নত-ভাষা !
যে রণ-কাণ্ডকে চিত্রিলে হোসেন অন্যায়, অধর্ম্ম নামে,
ছিলরত তব গত-পুরুষেরা এই কাজে মর ধামে !
বজ্র-মুষ্টিভরে তীক্ষ্ণ-অসিকরে বিনাশি অসংখ্যনর,
করেছেন নবী ইস্‌লাম-প্রচার সদলে ধরার পর !
ঘোর যুদ্ধ-প্রিয় ছিল মোহাম্মদ নির্ভীক, কি বীরজন !
শোণিত-ধারায় রঞ্জিছে ধরণী করিয়ে ভীষণ-রণ !
কিরণ-দুর্ম্মদ ছিল তব পিতা তাঁরোশক্তি, অস্ত্রবলে
[illegible] ইসলাম প্রচার হয়নি ধরণী-তলে ?

দেশ-আক্রমণ, জীব-জাতি-ধ্বংস ইস্‌লামের নিত্যকাজ
সে যুদ্ধের নিন্দা করিলে এমাম নাই তব বিন্দু লাজ ?
বাঁচাইতে প্রাণ সেজেছ কি সাধু, মুখে কত ধর্ম্ম-উক্তি,
করিতে মোদের দয়া-আকর্ষণ দেখাইছ কত যুক্তি !"
ইস্‌লাম, নবীর মিথ্যা-অপবাদ বিধর্ম্মীর মুখে শুনি
গর্জ্জিলা এমাম কাঁপিল কারবালা যথাভীম-মেঘধ্বনি !
"ওরে মিথ্যাবাদি, হিংসুক-বিধর্ম্মি, স্থূলদর্শি, "বেঈমান"
তীক্ষ্ণধার-অস্ত্রে কাটিব রসনা করি তোর শতখান !
বিনাজলে মার, শত পীড়াদাও সহিব সে সব যত,
ইস্‌লামের নিন্দা, নবীর অখ্যাতি করিলে করিব হত !
"ইস্‌লাম-প্রচার বাহুবল-গুণে, তীক্ষ্ণ-তরবারি ধারে,"
একথা যে বলে শতবার বলি ঘোর-মিথ্যাবাদী তারে।
উদিলে চন্দ্রমা উজলি আকাশ, আলোকে জগত হাসে,
ফুটিলে গোলাপ সৌরভিত বিশ্ব, তাহার সুগন্ধী-বাসে !
মোহাম্মদ রূপ বিমল-গগনে বিকাশি ইস্‌লাম-শশী
নর-হৃদি-ধরা করিল উজ্জ্বল সুস্নিগ্ধ-কিরণে পশি !
একেশ্বর, সাম্য, একতা, ভ্রাতৃত্বে বিমোহিয়ে বিশ্বনরে
লভিছে ইস্‌লাম গৌরব-আসন ভূমণ্ডলে সমাদরে !
যাহা সত্য, শুভ তাহা কিরে মূঢ় বলে প্রচারিতে হয় ?
স্বেচ্ছায় জগত বরেণ্য কি তাহা, স্বগুণে সে জয়ীনয় ?
মহাসিন্ধু-স্রোত আসিলে ধাইয়ে ভীম-গরজন-ভরে

দিলে কেহ বাধা সে সিন্ধু-তরঙ্গে,তাহারো অস্তিত্ব মিলিয়ে যায়
ইস্‌লাম-প্রবাহে পাপ-বাধাবিঘ্ন ভাসিছে কালের গায় !
বিশ্ব-ক্ষতিকর যাহা নহে সত্য, জগত চাহেনা যাহা, —
পারেকিরে কেহ সমাজ-শরীরে চিরতরে দিতে তাহা ?
পারিলে "আঁসাদ", "মোসেলামা" ধূর্ত্ত পূজিত হইত ভবে,
ইস্‌লামের হেন না হ'য়ে বিস্তার বিনাশ পাইত তবে !
স্বেচ্ছায় সমাজ বরিছে ইস্‌লামে বল, অস্ত্র নহে মূল ;
পামর-ইহুদী বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে করিছিস্‌ মহাভুল !
অসূয়া-হৃদয়ে, বিরাগ-নয়নে করে যদি নিরীক্ষণ
লোক কি কাজের শ্রেষ্ঠত্ব, গুরুত্ব বুঝে কি মানবগণ ?
হইয়ে অতীত রাগ-অসূয়ার সাম্য-দূরবীণ-চোখে,
নিরপেক্ষ-ভাবে হেরিলে নরের সদ্‌গুণ তবে ত দেখে !
পূর্ব্বেই ব'লেছি ইস্‌লামের যাহা সারতত্ত্ব, মূল-সূত্র,
প্রচারিল ইহা এক দীনহীন দুখিনী-বিধবা-পুত্র !
নাহি ছিল তাঁ'র এক কপর্দ্দক, বাহুবল, ধন, জন,
হেন অসহায়, দীন-দুখীজনে করে কি সম্বলে রণ ?
আরব-নিবাসী পৌত্তলিক সব প্রতিপক্ষ ছিল তা'র,
দরিদ্র-রছুল কোথা পা'বে বল ধন, জন, তরবার ?
যখন খোদেজা দীক্ষিল ইস্‌লামে স্বেচ্ছায় রজনী কালে
প্রথম-প্রচার সেইনা নবীর, তাহা কি কৌশল-জালে ?
স্বেচ্ছায় যে কালে দুই এক করি বিশ্বাস লইত নরে,

যবে বহুতর মদিনার লোক গোপনেতে দীক্ষা নিল,
তখন নবীর বাহুবল, ধন, বল্‌রে কি কিছু ছিল ?
দাঁড়ায়ে প্রান্তরে, পথও বাজারে যখন ইস্‌লাম-ধন
বাখানি রছুল করিত প্রচার তখন কোথায় রণ ?
সশিষ্য-নবীকে পৌত্তলিক সবে বধিতে চাহিলে প্রাণে,
বিরোধ-শঙ্কায় যখন হজরত চলে গেলাগিরিবনে ;
পথে-ঘাটে তাঁরে চাহিত বধিতে যেকালে বিধর্ম্মিগণ,
তখনো তাঁহার পক্ষাশ্রিত হ'য়ে কেহ কি করে'ছে রণ ?
ষড়যন্ত্র-মূলে মক্কা-বাসিগণ বধিতে চাহিলে তা'য়
রক্ত-পাতভয়ে নীরবে হজরত মদিনা চলিয়ে যায় !
ইস্‌লামে-দীক্ষিত মোস্‌লেম সকল বিধর্ম্মীর অত্যাচারে
ছেড়ে মাতৃভূমি, ল'য়ে পরিবার চলে' গেলা দেশান্তরে !
তবু শান্তিপ্রিয়-বিশ্বাসী সকল করে নাই কোন রণ ;
পরন্তু বিধর্ম্মী হজরত-রছুলে করে'ছে কি নিপীড়ণ !—
মেরে'ছে নবীকে বিধর্ম্মীনিচয় বহিছে শোণিত-ধারা ;
তবু মোহাম্মদ প্রতিহিংসা-কল্পে হন্‌ নাই ধৈর্য্যহারা !
হইলে হজরত তপস্যা-নিরত বলিতে বিদরে মন, —
গলিত পূরীষ দিত শিরে তাঁ'র পামর-বিধর্ম্মিগণ !
ধরি নাসা, কর্ণ, দাড়ি-গোঁপ তাঁর করিছে কি অপমান !
স্মরিয়ে সে সব যুগ যুগান্তর কাঁদিবে মোস্লেম-প্রাণ !
হেন নিগৃহীত হইলেও নবী ভ্রাতৃভাবে, প্রেম-ভরে

কহিছে বিধাতঃ! এসব মোহান্ধ হ'য়েছে বিপথগামী—
সত্যের আলোকে, বিবেক, বিশ্বাসে সুপথ দেখাও স্বামি!
"মানব অপূর্ণ, ভ্রম পদে পদে, দোষ, ত্রুটি রাশি, রাশি;
ক্ষম নিরঞ্জন এ অভাগা-গণে নিজগুণ পরকাশি!
এমন সদ্‌গুণে,— ক্ষমা, প্রেম, ত্যাগে ইস্‌লাম লভিছে জয়,
ওরে নিরবোধ, হিংসুক, বিধর্ম্মী আসুরিক-বলে নয়!
নবীর নেতৃত্বে কয়টী সংগ্রাম করেছে মোস্লেম গণ;
শকতি-প্রয়োগে ইস্‌লাম-প্রচারে নহে তাহা কদাচন!
সেই সব রণ, রক্তা-রক্তি-কাণ্ড ইস্‌লাম-প্রচারে নয়,
তস্কর হইতে রক্ষিতে সর্ব্বস্ব হায় সে শোণিত-ক্ষয়!
গভীর-সাধনে, প্রাণান্ত-আয়াসে লভে লোকযেই ধন,
হরিবারে তাহা চাহিলে তস্কর চুপ্‌ রহে কোন্‌ জন?
ত্যজি জন্ম-স্থান, প্রিয় মক্কা-ভূমি পীড়িত, উত্যক্ত হ'য়ে
শিষ্য-গণ ল'য়ে শান্তি-প্রিয়নবী রহিলা মদিনা যেয়ে!
তাতেও সন্তোষ না লভি বিধর্ম্মী ইস্‌লাম-উচ্ছেদ তরে,
অকথ্য-পীড়ণ করিল আরম্ভ তথাও তাদের পরে!
হইয়ে আক্রান্ত সেদূর-ভূমেও ভাসিয়ে শোণিত-ধারে
না করি সমর, বলকি মানুষ-নীরব থাকিতে পারে?
হয়না প্রবল আত্ম-রক্ষা-বৃত্তি তখনো নরের মনে?
রক্ষিতে সর্ব্বস্ব অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতেনা মানবরণে?
হরিতে সম্বল আসিলে ডাকাত কে নীরবে চেয়ে থাকে?
এলে আততায়ী বধিতে পরাণে সহজে কেছাড়ে ত'াকে?

রক্ষিতে বিশ্বাস, ধন, জন, প্রাণ. হয়েছে সে সব রণ,
ইস্‌লাম-প্রচারে কোন যুদ্ধ-কাণ্ড ঘটে নাই কদাচন !
আসুরিক-বলে ইসলাম-প্রচার কহে যদি কেহ নাদি,
লক্ষ-কোটী-কণ্ঠে বিশ্ব-নর তা'রে বলিবেক "মিথ্যাবাদী" ।
মোস্লেম এখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে আছে অভিযানে রত,
করি দিগ্বিজয় বহুল-প্রদেশ করিতেছে করগত ;
এইদৃশ্য কিছু নহে অশোভন, অঘট্য-ঘটনা নয় ;—
প্রচারিতে জ্ঞান এই ভূমণ্ডলে কালে কালে হেন হয় ।
অতীত-কাহিনী দেখ জগতের, সভ্যতা-বিস্তার-তথ্য,
ধন, মান, জ্ঞানে হ'য়ে সমুন্নত লভি জাতি সার-সত্য ;—
সে নব-শ্রীবৃদ্ধি, জ্ঞান-উদ্দীপনা বিলাইতে বিশ্বময়,
দেখ কালে কালে সভ্যতম-জাতি করে হেন দিগ্বিজয় !
ছিল মহাগ্রীস উন্নত যখন দর্শন, বিজ্ঞানে, ধনে ;
বিলা'য়ে সে-জ্ঞান করিতে কৃতার্থ এবিশ্ব-মানব গণে :—
সুসন্তান তার বীর সেকান্দর করেছেন দিগ্বিজয়,
গ্রীসীয় সভ্যতা, মহা-জ্ঞান-রত্ন ছড়াইয়ে ধরাময় !
মিশর, ইরাণ, ভারত ভূমির দেখ গত-ইতিহাস,
করি-দিগ্বিজয় তারাও ধরার করিছে অজ্ঞতা-নাশ ।
জাতীয়-সাহিত্য, কৃষি, শিল্প, ধনে জাতির উত্থান হ'লে
বর্দ্ধমান-জাতি হেন দিগ্বিজয়ে যুগে যুগে পড়ে ঢ'লে !
বিশ্বাস, সভ্যতা, প্রচারিতে ভবে মোস্লেমের দিগ্বিজয়,
কি প্রাচীন জাতি, কি আদিমা-সত্য বিনষ্ট করিতেনয় !

ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে, বিশ্ব-রন্ধ্রে রন্ধ্রে, বাহিরে, মানব-চিতে
র'য়েছে বিরোধ, কি প্রবল-দ্বন্দ্ব এ সৃষ্টির নানা ভিতে!
চলিবে যুগান্ত, এ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, পাপ ধ্বংস না হইলে,—
স্বরগ-বিভায় মহাসত্য-জ্যোতিধরানাহি উদ্ভাসিলে!
ইস্‌লাম-প্রচারে ঘাত-প্রতি-ঘাত নর-স্বেচ্ছাকৃত নয়,
সত্যও মিথ্যার সংঘর্ষ-জনিত স্বাভাবিক ইহা হয়।
বিশ্ব-হিতকর যাহা সার-সত্য সমাজের কুক্ষিগত,
অতীব সাদরে ইস্‌লাম সে ধনে রাখিবেক সুরক্ষিত।
নাশিতে কলূষ, অন্যায়, কুপ্রথা, ইস্‌লাম-প্রচার ভবে;
ধ্বংসিবে জঞ্জাল, সমাজের পাপ, সত্য অব্যাহত র'বে।
জাতি. ধর্ম্ম-নাশ, সম্প্রদায়ে-হিংসা ইস্‌লামের লক্ষ্য নয়,
মহাসত্য-জালে বেড়িতে ধরণী তা'র এই দিগ্বিজয়!
শিথিল-সমাজ স্বতঃই ভাঙ্গিয়ে হইতেছে চুরমার,
উঠিছে আবার নবীন-জীবনে নিবারে ক্ষমতা কার?
প্রাচীন যুগের সার-সত্য-ধর্ম্ম আর ইস্‌লামের মাঝে
আছে কি প্রভেদ? থাকাকি সম্ভব? সত্য সব এক কাজে।
বিভ্রান্ত-মানব, স্বল্প-বুদ্ধি নর সত্যে ভেদ-জ্ঞান কল্পে,
ধরমে. ধরমে ভেবে বিভিন্নতা প্রমাদ বাড়ায়ে অল্পে!
জ্ঞান, উদারতা, প্রচারের দোষে দোষাশ্রিত হয় ধর্ম্ম,
নির্ব্বোধ-চালক রটা'য়ে বিরোধ ঘটায় অনর্থ-কর্ম্ম!
জাতি, সম্প্রদায় কি কাহার সনে হয় যদি মত-ভেদ,
মহত্ত্ব যা' তার, তাও দেখিবেনা সঙ্গত কি হেন জেদ?

আরবের মত অবনত-ভূমি উন্নত জনমে যাঁর,
নহে কি সে নবী জাতি-নির্ব্বিশেষে পূজনীয় সবাকার ?
ভাল বেসে যাঁরে নানাগুণ-গ্রামে ভূষিছেন দয়াময়,
সে মানব কিরে বর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিশ্বের আরাধ্য নয় ?
জাতি, বংশ, ধন, প্রার্থিব-বৈভবে বলকি শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর ?
চরিত্র-সম্পদে, কর্ম্ম, প্রীতি, ত্যাগে, পূজ্য তিনি সবাকা
ইচ্ছিলে হজরত মোস্লেম-সাম্রাজ্যে হইত সম্রাট তবে,
তুচ্ছ করি সুখে কেটেছে জীবন কত দীনরূপে ভবে !
মহত্ত্বে-গোড়ামি, সদ্‌গুণে-বিদ্বেষ করে' আত্মা-কলূষিত ;
এইগুরু-দোষে ব্যক্তিকি সমাজ হয় পাপে নিপতিত !
জাতীয়-উন্নতি-হর্ম্ম্য-বিনির্ম্মাণে বহু উপাদান চাই ;
না থাকিলে তা'তে সদ্‌গুণ-গ্রাহিতা স্থায়িত্ব ভরসা নাই
যদিও অনেকে ভ্রমহীন নয়, দোষ, গুণ দু'ই আছে ;
সূক্ষ্ম-দৃষ্টিপাতে ভাল-মন্দ দুই খুঁজিবে নরের কাছে ;—
সদ্‌গুণের পাল্লা হবে যার ভারি সে পূজ্য, দেবতা-নর ;
ভক্তিভরে নত হওয়া সমুচিত তাঁহার চরণ-পর !
উদ্দেশ্যে সাধুতা, বিশ্বে-প্রেমভাব দেখিবে যে মহা-নরে
ভুলি ভেদ-জ্ঞান হইবে প্রণত-তাঁহার নামের পরে !
পুণ্য-কাজে যাঁর ধন্য, উপকৃত এ বিশ্বমানবগণ ;
পূজ্য সেই জন, নিঃসঙ্কোচে তা'রে কর হৃদি-সমর্পণ !
জাতি সম্প্রদায়, লঘু, গুরু-জ্ঞান বিদলিয়ে পদভরে,

কুপিল ইহুদী এমাম-বচনে ছুড়িল হাতের বাণ,
সেই তীক্ষ্ণ-শরে দৈবের ঘটনে বিঁধিল শিশুর-প্রাণ !
ক্রোড়ে গেল অস্ত শিশু-আত্মা-রবি, কহিলা এমামবাণী ;—
"কোথালো "সাহার" ধে'য়ে এ'সে নাও সন্তান খেয়েছে পানী
হেন জলে তৃষ্ণা নিবারিল বিবি তব পুণ্য-শিশুবর,
"এ পূত-আত্মার হ'বে না পিয়াস্ অনন্ত-জীবন-ভ'র !"

পঞ্চম সর্গ।

কার্‌বালা প্রান্তর,—এমাম শিবিরে মন্ত্রণা-মজ্‌লিশ।

দামেস্ক-মন্ত্রীর পত্র ও কর্ত্তব্য-অবধারণ।

“উঠে ডুবে রবি যাঁহার কৃপায়,
করিয়ে শশাঙ্ক কিরণ-বিস্তার,
ঢালিছে আনন্দ ধরণীর গায়,
অচিন্ত্য, অব্যক্ত মহিমা যাঁহার”;
“ভীষণ, বিক্ষুব্ধ উত্তাল-সাগর
হয় পরিণত মানব-নিবাসে,
ধ্বংসী নরপল্লী সিন্ধুর-লহর
ইঙ্গিতে যাঁহার খেলিছে উল্লাসে”!
“সু-উচ্চ গিরির উন্নত-শিখর
প্রকাশিছে যাঁ'র অচিন্ত্য-মহিমা,
দয়াবলে তাঁ'র দামেস্ক ঈশ্বর
মোস্লেম-ধরায় লভিছে গরিমা”!
“রত্নমেখলার মধ্য-মণিরূপে,
সৌরজগতের ভাস্কর যেমন,
মোস্লেম-সাম্রাজ্যে অতুল-প্রতাপে
বিরাজিছে হেন দামেস্ক-রাজন!”

"অসংখ্য-সৈনিক, অতুল-বিভব,
সমরসম্ভার তূণে অগণন,
দামেস্কের আজি বিপুল-গৌরব,
অপলাপ ইহা করে কোন্ জন ?"
নবী মোহাম্মদ নাহি আজি হায়,
নাহি পূর্ব্ব সব প্রিয়শিষ্য তাঁ'র,
চালক-অভাবে ইস্‌লাম ধরায়
করিছে অকালে দৌর্ব্বল্য-বিস্তার !"
"পুণ্যাত্মা-সম্রাট্ মাবিয়া-নন্দন
নব-বলদৃপ্ত, দামেস্কভূপতি,
প্রবল-প্রতাপ 'এজিদ'-সুজন
ধর্ম্মনেতৃপদ-যোগ্য-পাত্র অতি !"
"মানিবে সকলে 'খলিফা' তাঁহায়
এমাম এ বাক্যে হইলে সম্মত ;
তবে নির্ব্বিবাদে এজিদ ধরায়
পারেন 'খলিফা' হ'তে মনোনীত।"
নেতৃহীন হ'য়ে ইস্‌লাম ভুবনে
কাঁপিছে সঘনে অস্থির, চঞ্চল ;
বসিলে 'এজিদ' খলিফা-আসনে
বিদূরি দৌর্ব্বল্য হইবে সবল।"
"হে এমাম আর আরবীয়গণ

এ অকালে কেন ত্যজিছ জীবন ?
ধীরভাবে সবে চিন্ত ফলাফল।”
“লাভ নরজন্ম,-উন্নত-জীবন,
যুগ-যুগান্তের সাধনার ফল ;
কালবিবর্ত্তন না ক’রে চিন্তন
কেন হে মরিছ অবোধ সকল ?”
“ল’য়ে সবে দীক্ষা মনের হরষে
দামেস্ক-সম্রাট্ এজিদের করে,
ল’য়ে পরিজন নিরাপদে, সুখে
যাও সবে চ’লে আপন ঘরে।”
শেষবাক্য মোর কর অবধান,—
তোমাদের সঙ্গে জয়্‌নব-সুন্দরী
দামেস্ক-পতিকে করি তাঁ’রে দান
ঘুচাও এঘোর বিপদ-শর্ব্বরী !”
আবদুল রহমান,—
“ভেবে’ছি অন্তরে, করে’ছি চিন্তন
দামেস্ক-মন্ত্রীর লিখিত বিষয় ;
করিব না কভু বিবেক-লঙ্ঘন
যা হওয়ার তাহা ঘটিবে নিশ্চয়।”
“ধরমে-নেতৃত্ব, সমাজ-চালনা,
বিশ্বমানবের হৃদয়রঞ্জন,
‘এজিদ’ হইতে এ মহাসাধনা

হ'বে এ কঠোর ব্রত-উদ্‌যাপন ?"
"ইস্‌লামধর্ম্মের কিবা মূল, সার,
কি পুণ্যভিত্তিতে ইস্‌লাম স্থাপিত,
সে গুরু-দায়িত্ববোধ কোথা তা'র
যে বিলাস-পঙ্কে আকণ্ঠ-মজ্জিত ?
"মহাত্যাগ যেই ইস্‌লামজীবন,
ধৈর্য্য, ক্ষমা, প্রেমে নিরমাণ যা'র,
সাম্য ও ভ্রাতৃত্বে যাহার গঠন
হইবে 'এজিদ' চালক তাহার ?
"ডুবু ডুবু যেই বিলাস পাথারে,
দিবা, রাতি নিত্য ইন্দ্রিয়ের দাস ;
ললনা-কণ্ঠের সঙ্গীত-ঝঙ্কারে
সুখে গত যা'র কাল, দিন, মাস !"
আরামকক্ষেতে বহে নিত্য যা'র
মদ্যপতনের ভীষণ-তুফান ;
কামের ফোয়ারা ছুটি অনিবার
করিছে যে স্থান নরক সমান !"
"অর্দ্ধ-উলঙ্গিনী মদোন্মত্তাগণ
মোহিছে যাহায় অশ্লীল-নর্ত্তনে,
করিয়ে কটাক্ষ-বাণ-বরষণ
করিছে বিমুগ্ধ অব্যর্থ-সন্ধানে !"

"ভ্রমিতে, শুয়িতে, খাইতে, ফিরিতে
অন্ত নাই যা'র কত আড়ম্বর!
সে হ'য়ে 'খলিফা' মোস্লেম মহীতে
বাড়া'বে ইস্লামে ধরণী-ভিতর?"
"অতুল-ঐশ্বর্য্য, সমর-সম্ভারে,
রাজত্ব-মোহের বিপুল গরবে
যাহার বদন পূর্ণ অহঙ্কারে
ধর্ম্মনেতা সেই হ'বে এ আরবে?"
"মহাত্যাগমন্ত্রে হ'বে সে দীক্ষিত?
করিবে ইস্লামে সদ্ভাবসঞ্চার?
নিষ্ঠার আগুন করি' প্রজ্বালিত
নাশিবে জঞ্জাল বিশাল ধরার?"
"নবীপদপূত যে পুণ্য-আসনে
ছিল "বুবকর", "ওমর", "ওশ্মান",
ধর্ম্ম-বীর 'আলী' ছিলা সসম্মানে
বসিবে সে পদে 'এজিদ'শয়্তান?"
"ধন, সৈন্যবলে, তীরের ফলায়
ঘটে রাজ্য-লাভ, অরাতি-নিধন
বিশ্বনরহৃদি বিজিতে ধরায়
পারে কি এসব তুচ্ছ-প্রহরণ?"
"আত্ম-আদর্শের বিমল-মাধুর্য্যে,
দুর্লভ-চরিত্র, সততা-ভূষায়

হ'য়ে বিভূষিত নিজকৃত-কার্য্যে
দেখাইতে হয় বিশ্বাস ধরায়।"
"কি কাজ বল সে ফাঁকা-বক্তৃতায়,
তাতে বক্তামত্ত না হ'লে চিতে ?
না মজিলে সেই সঙ্গীত যে গায়
গলে কি অপর তাহার সে' গীতে ?
"প্রাচীর-খচিত শাস্ত্রীয়-বচনে
মোহে না তেমন মানবের মন,
সেই মত কাজ বক্তার জীবনে
পালিত দেখিলে হইছে যেমন !"
ইস্‌লাম-কথিত সার-উপদেশ
নিজের জীবনে যদি পয়গম্বর,
না দেখা'য়ে চেষ্টা করিত বিশেষ
টিকিত কি তাহা ধরণী-ভিতর ?"
"সাহী-তক্ত, তাজ গেছে গড়াগড়ি
প'ড়ে পদ-তলে হজরত নবীর,
চাহেনি রছুল ফিরে কাণাকড়ি,
তেমন লোভেও ছিলেন কি স্থির ?"
"থেকে অনাহারে দুই, তিন দিন,
শিষ্যদত্ত-ভোজ্য দিয়েছে অপরে ;
বিলাইয়ে বস্ত্র পরিছে মলিন

"হীন, রোগা যেই দুর্গন্ধ-শরীর
আলিঙ্গিছে তা'রো ধরিয়ে গলায়,
নমিত সবায় নোয়াইয়ে শির,
শুইত, বসিত দরিদ্র-শয্যায়"!
"রোগীশয্যা তাঁ'র ছিল প্রিয়-স্থান,
সমর-আহত, নিহত কারণে,—
অরি কি বান্ধব না করিয়ে জ্ঞান
কাঁদিত কাতরে, দুঃখিত-বদনে"!
"ক'রে অনশন তিন, চারি দিন,
বাঁধিয়ে পাথর উদর-উপরে
গভীর-ধ্যানেতে রহিত বিলীন,
কি স্বরগ-জ্যোতি খেলিত অধরে"!
"ঐশ্বর্য্য-বিমোহে, বিলাস-ব্যসনে,
টলিলে নবীর চরিত্র, কি মন
তবে কি ইস্‌লাম কখনো ভুবনে
লভিত এমন গৌরব-আসন?
"প্রাতঃস্মরণীয় চারি-খলিফার
কত আত্মত্যাগে, প্রগাঢ়-নিষ্ঠায়
লভিছে 'বিশ্বাস' সাফল্য অপার,
দীপ্ত-জ্যোতি তা'র জ্বলিছে ধরায়"!
আজি সে 'ইস্‌লাম' করিলে চালন
বিলাস-বিভোর এজিদ-দুর্ম্মতি,

কি যাতনা হয় করিলে স্মরণ—
ইস্‌লামের কত হইবে দুর্গতি” ।
“পুণ্যলক্ষ্যচ্যুত হইলে 'ইস্‌লাম',
মোহান্ধ কর্ত্তৃক হইলে চালিত,
হইবে নিস্তেজ, ডুবিবে সুনাম,
মোস্লেম-গৌরব হ'বে অস্তমিত” !
“অসংখ্য-আত্মার দৈহিক-রুধিরে
ঘাতক হইতে রক্ষিত 'ইস্‌লাম,'
ক'রে সমর্পণ পাপাত্মার করে
পারি কি তাহার নাশিতে সুনাম” ?
“বিশ্বাসের ভিত্তি হইলে শিথিল,
হ'য়ে মোহমুগ্ধ যদি নেতা তা'র
সঞ্চারে সমাজে বিলাস, অমিল,
বাড়িবে কি তবে ইস্‌লাম-প্রচার ?
ভোগ-লিপ্‌সা যদি বাড়ায় বৈভব,
দান, ত্যাগশক্তি হইলে দুর্ব্বল,
পা'বে কি ইস্‌লাম জগতে গৌরব ?
এ উন্নতি তা'র যা'বে রসাতল” !
“হইলে অর্পিত বিলাসীর করে
ইস্‌লামের কত হ'বে রূপান্তর ;
করি ধ্বংস তার সম্ভাবনিকরে
করিবে বিলাস ইস্‌লামে জর-জর” ।“

"রক্ষিতে যে সত্য ভীষণ-সমরে
হ'য়েছে বিপুল শোণিত-তর্পণ ;
অসংখ্য-বিশ্বাসী সমর-সাগরে
করিছে অমূল্য-দেহ বিসর্জ্জন" !
"সেই শ্রমলব্ধ, গৌরবের ধন
ধ্বংসশীল তুচ্ছ দেহের মায়ায়
দুরাত্মার হাতে করিয়ে অর্পণ
কলঙ্ক-কালিমা মাখিব কি গায়" ?
তুচ্ছ, এ অনিত্য-সংসার-মায়ায়
অমূল্য-বিশ্বাস ডুবাইব জলে ?
এ অতুল ধন বিপদ্-ধারায়
ভে'সে এ মরুতে যাইবে অতলে" ?
অনুরোধে, ভয়ে, পদের কুহকে,
জীবনের আশে, সুখ-লালসায়
মানিয়ে 'খলিফা' বিভ্রান্ত-ব্যক্তিকে
ইস্‌লামে নিস্তেজ করিব ধরায়" ?
"প্রাণবিনিময়ে বিশ্বাস-বর্জ্জন
হ'বে না প্রাণান্তে, করিব না কভু,
শত পীড়িলেও এজিদ-দুর্জ্জন
এ প্রস্তাব তা'র রক্ষিব না তবু" ।
"পতিত ইস্‌লাম মহা-পরীক্ষায়
সোৎসাহে জগৎ করিছে দর্শন,—

মোদের নিকটে বড় কি ধরায়,—
"ইস্‌লাম কি তুচ্ছ নশ্বর-জীবন ?"
"ভয়াবহ-মরু এই কার্‌বালায়
অন্তরে এমাম চিন্ত একবার !
প'ড়ে মোরা ঘোর-অগ্নি-পরীক্ষায়
মহালক্ষ্য-স্থল হ'য়েছি ধরার"।—
"স্বরগে ফেরেস্তা, মরতে মানব,
স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী উদ্‌গ্রীব কি ভবে !
অপলক-নেত্রে হইয়ে-নীরব—
মোদের পানেতে নেহারিছে সবে" !
"ল'য়ে আপনার শিষ্য-চতুষ্টয়
চাহিছে রছুল সজল-নয়নে,
অশ্রুধারা তাঁ'র দুনয়নে বয়,
উত্তেজিছে কত আশীষ-বচনে" !
"যদি মোরা আজ হ'য়ে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট
বিনাশি 'বিশ্বাস্' জীবন-মায়ায়,
'ফেরেস্তা'-মানব হ'বে ক্ষুণ্ণ, রুষ্ট,
তিতিবে হজরত নয়ন-ধারায়" !
হ'বে না, হ'বে না এজিদের হিতে,
জীবনের ভয়ে বিশ্বাস-বর্জ্জন ;
মরিব সকলে হাসিতে হাসিতে

“ক'রে প্রাণদান ধর্ম্মের কল্যাণে
রক্ষিব বিশ্বাস বিনিময়ে তা'র,
দিয়ে আত্মবলি স্বরগে, ভুবনে
উজলিব মুখ মোস্লেম সবার” !
“শুখায় যদিও আরবসাগর,
এলবুর্জ্জও যদি সিন্ধুগত হয়,
হইলে বিভ্রষ্ট শশাঙ্ক, ভাস্কর
তথাপি প্রতিজ্ঞা রক্ষিব নিশ্চয়” !
“ক'রে আত্মোৎসর্গ এ মরু-প্রান্তরে
দেখাইব মোরা-বিশ্ব-বাসিগণে,
রক্ষিতে বিশ্বাস কি ফুল্ল-অন্তরে
মোস্লেমের। পারে মরিতে পরাণে” !
“তুমি নবীবংশ পূজিত ধরায়,
ইস্লাম-তরীর যোগ্য-কর্ণধার,
নিয়ন্ত্রিত তব বিধি-ব্যবস্থায়
এ মোস্লেম-রাজ্য, হেন কেবা আর” ?
যদি হও নত এ প্রস্তাবে তাঁ'র
সঙ্কল্প সিদ্ধিবে ‘এজিদ’ পাপীর,
প্রতিবাদতার কে করিবে আর ?
অনিচ্ছায় সবে নোয়াইবে শির” !
“তবে নিরাপদে, নির্ভয়-অন্তরে
হবেনা ‘খলিফা’ সেই দুরাশয় ?

পড়িয়ে 'ইস্‌লাম' বিলাসীর করে
ক্রমশ নিস্তেজ হইবে নিশ্চয় !"
"তাই মোর মত হে এমামবর !
পুণ্য-আরবের প্রিয়বন্ধুগণ !
চাহিনা জীবন পাপী-দত্ত বর,
রক্ষিতে 'বিশ্বাস' ত্যজিব জীবন" !
জয়্‌নবের কথা বলুন জয়্‌নব,
ভোগ-লিপ্‌সা তিনি পোষিলে জীবনে
হ'য়ে রাজপত্নী ভুঞ্জুন বিভব,
করুন তাঁহার যাহা লয় মনে" ।
আকাশ—
প্রশান্ত, গম্ভীর এমাম নীরব,
নির্ব্বাক্‌,নিস্তব্ধ আরবীয়গণ,
কহিলা আকাশ কাঁদো কাঁদো রব
নয়নের জলে তিতিল বদন !"
সুধীবর মুখে নবী-মস্তফার—
মানবদুর্লভ চরিত-শ্রবণে
অতীতের কত-বিস্মৃতি আমার
ভাসিল উজ্জ্বল মানস-দর্পণে" !
"সাধ্বী, ধনবতী 'খোদেজা'-রমণী
পাণি-দান তাঁ'রে করিলে জ্ঞাপন,
'হজরত' উত্তরে সুধাইলা "ধনি !

পার কি সঁপিতে দেশহিতে ধন" ?
"ধনের লালসা করি পরিহার
করিলে সানন্দে পরার্থে অর্পণ,
তবে করি পাণিগ্রহণ তোমার
পারিব যাপিতে আনন্দে জীবন" !
"অশান্তির মূল পার্থিব-সম্পদ,
ব্যতিব্যস্ত নর ধন, জন পে'য়ে,
জন্মায় ঐশ্বর্য্য বিবিধ-বিপদ্
নির্ধন-জীবন ভাল সব চে'য়ে" !
"ছিল মুখে যাঁর হেন পুণ্যবাণী,
প্রতি কাজে, বাক্যে বিশ্ব-প্রেমিকতা !
জে'গে মনে শত সে গত-কাহিনী
জনমিছে হৃদে কত ক্ষোভ, ব্যথা" !
নিরমি ইস্‌লাম ত্যাগ-ভিত্তি' পরে,
ঐক্য, সাম্য, প্রীতি, বহু-উপাদানে,
রচি সুধাভাণ্ড বিশ্বনরতরে—
মুদিলা নয়ন গৌরব-জীবনে" !
"কিন্তু প্রাণে মোর বাজে কি যাতনা,—
যেন বিষধর অহির দংশনে,
এ বিশ্বনরের দুর্ভাগ্য-ঘটনা,—
'ওম্মিয়া'-বংশীরা দামেস্ক-আসনে" !
"যে পুণ্য-আদর্শ, বৈরাগ্য-সম্পদ,

স্থাপিতে জগতে ইস্‌লামপ্রচার
করিলা সাধক, ত্যাগী-মোহাম্মদ,
রহিবে অটুট সে লক্ষ্য কি তাঁর" ?
"ওম্মিয়া-বংশীয় 'মাবিয়া হইতে
নানা স্বেচ্ছাচারে পূরিছে ইস্‌লাম,
পাপ-প্রলোভন, বিলাস-বিষেতে
ধ্বংসিছে তাঁহার সাধু-গুণগ্রাম" !
"করেনি নির্দ্দিষ্ট ভাবী-অধিকারী
হজরত রছুল, শিষ্য-চতুষ্টয়,
উপযুক্ত জনে মনোনীত করি—
বরিছে খলিফা বিশ্বাসিনিচয়" ।
"ইস্‌লাম-উদ্দিষ্ট সাধু-গুণগ্রামে
ভূষিত যে ধন্য, মানব-সুজন,
এ ধর্ম্মের নেতা সেই ধরাধামে,
রছুলের এই নীতি-সনাতন ।"
"নহে বংশগত ইস্‌লামে-নেতৃত্ব,
হয় গুণগত যোগ্যতা তাহার,
হ'বে যে 'লায়েক' না ভাবিয়ে অন্য
মানিবে সকলে তাঁহাকে সর্দ্দার" !
"করি ভঙ্গ এই সুনীতি নবীর
'মাবিয়া' কুপথে এজিদের তরে

করিছে স্বেচ্ছায়, পদগর্ব্বে স্থির,—
"হ'বে সে খলিফা মোস্লেম সংসারে" !
"সাধারণতন্ত্র ঐস্লামিক যাহা—
ছিল যার প্রাণ অনাড়ম্বরতা,
ওম্মিয়া-বংশীরা ধ্বংস করি তাহা
দিয়াছে আসন রাজতন্ত্রে তথা" !
"হইলে 'খলিফা' বিলাস-বিহ্বল
স্বার্থান্ধ-মানব মোস্লেম-প্রদেশে'
হইলে নিস্তেজ আদর্শের বল
ইস্লাম-বিস্তার ভরসা কি আছে" ?
"পশিলে 'বিশ্বাসে' স্বার্থ-প্রলোভন,
নানা আড়ম্বর, প্রাধান্য-কামনা,
বিশ্বহিতে প্রাণ, সর্ব্বস্ব-অর্পণ
হইবে ক্রমেই প্রবাদ-ঘটনা" !
"মাতিত মোস্লেম বিজয়-নেশায়
ঐস্লামিক-জ্ঞান বিলাইতে নরে,
দেখিতেছি ক্রমে স্বার্থ-লালসায়
দামেস্ক-সম্রাট্ মাতিছে সমরে" !
ভুলি 'কোরাণে'র, 'হজরত-নবী'র—
উপদেশতত্ত্ব, ইস্লাম-বিধান,
ঐশ্বর্য্যের মদে দামেস্ক অধীর,
ভোগ-লিপ্সা তা'র হরিয়াছে জ্ঞান" !

"কি আত্ম-পরতা, বিলাস-কলুষ
পশিছে নিয়ত ওম্মিয়া-বংশেতে!
আত্মসুখ-ভোগে হ'য়ে কি 'বেহুঁস'
কত মত্ত তা'রা ইন্দ্রিয়-সেবাতে!!
"ভুলি বিশ্ব-প্রেম, মহাত্যাগ-ব্রত
আজি তারা কত আত্মপরায়ণ!
করিয়ে ইস্‌লামে পুণ্য-লক্ষ্য-চ্যুত
কত ক্ষতি তা'র করিছে সাধন"!
"নবীর সে প্রিয় শিষ্য-চতুষ্টয়
কি অনন্য-গুণে ছিলা বিভূষিত,
পরিয়ে "আল্‌খেলা" শত-তালিময়
বিশ্ব-হিতব্রতে ছিলা কি নিরত"!
"শুইত না তাঁ'রা বিলাস-শয্যায়
দুগ্ধফেণনিভ কুসুম-আসনে,
সাধু-জনসনে ব'সে মৃত্তিকায়
রহিত আনন্দে শাস্ত্র-আলাপনে"!
"রাজ্যলব্ধ-আয় দেশের কল্যাণে
করি বিতরণ দরিদ্রনিকরে,
কত দৈন্যভাবে স্বোপার্জ্জিত-ধনে
যাপিত জীবন আনন্দ-অন্তরে"!
"বিলাস পশিবে এই আশঙ্কায়—
সুরম্য-প্রাসাদ দিয়েছে ভাঙ্গিয়া,

নিজের চরিত্রে গড়িতে সবায়
ল’য়েছে স্বেচ্ছায় দীনতা বরিয়া” !
“ছিলা তাঁ’রা এই মোস্লেম-জগতে—
অদম্য-প্রতাপ খলিফা, ভূপতি,
নিঃসম্বলভাবে পশিয়ে মরতে
করিছে সে রূপে পরলোকে গতি” !
“না সঞ্চিয়ে ধন পরিজনতরে
দেশ, ধর্ম্মহিতে করি সব দান
রিক্ত-হস্তে আহা ! প্রফুল্ল-অন্তরে
ক’রেছে নীরবে অনন্তে প্রস্থান” !
নিজের আদর্শে করি উদ্দীপিত —
‘ইস্‌লাম’-সাম্রাজ্য মানবনিচয়,
পাপান্ধ-ধরণী করি আলোকিত
জগতে অমর তাঁ’রা সমুদয়” !
“সেই পুণ্য-পদে,—খলিফা-আসনে
বসিলে বিলাস-বিভোর-আমীর,
সামান্য-উষ্ণীষ’, ‘আল্‌খেলা’র স্থানে
হবেনা ভূষণ, মুকুট জরির” ?
“শাকান্নের স্থলে ‘পোলাও’, ‘কালিয়া’
হবেনা তাঁদের আহার-সম্বল ?
পিপাসার কালে মদিরা পিইয়া
দূরিবেনা তৃষ্ণা খলিফা সকল” ?

"বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক মুরতির স্থানে
হবেনা খলিফা বিলাস-পুতুল ?
চলিবে ঘটায় নানা রম্য-যানে,
কভু মৃত্রিকার ছুইবে কি ধূল" ?
"শাস্ত্রীয়-চর্চ্চায় থাকিত 'গোল্‌জার'
খলিফার যেই দরবার সতত !
নর্ত্তকী-কণ্ঠের সঙ্গীত-ঝঙ্কার
বুঝিবা সে স্থান করে মুখরিত" !
"এখন সাদর পায় জ্ঞানিগণ,—
ধর্ম্মপ্রচারক, বিরাগী সকল,
পাবেনা কি যত্ন সেই সব জন
যা'রা আড়ম্বর-বিলাস-বিহ্বল" ?
"হবেনা অচিরে নীতি-বিপর্য্যয়,—
নবী খলিফার মোস্লেম-সংসারে ?
পুণ্য-লক্ষ্য তাঁ'র টলিবে নিশ্চয়,—
যখন বিলাস পশিছে উদরে" !
"পশিলে ইস্‌লামে লঘু, গুরু জ্ঞান,
সাম্যের বন্ধন হবেনা দুর্ব্বল ?
ধন, বংশগত জন্মি দৃষ্য-মান
করিবেনা ক্ষুণ্ণ সাধনার বল" ?
"একতা-প্রাসাদ যাবেনা ভাঙ্গিয়ে
বৈষম্য-জ্ঞানের দূষিত-তুফানে ?—

ত্যাগ, প্রেম, ক্ষমা যাবেনা উড়িয়ে
অনন্ত-গগনে, ঐক্য, সাম্যসনে" ?
"পশিয়ে সবলে মোস্লেম-ধরায়
একাধিপত্যের অশুভ-পবন,—
আঘাতি জাতীয়-ভিত্তির গোড়ায়,
ছুটাবেনা তা'র কি কম্প, স্পন্দন" ?
"এ নশ্বর-তনু সুবিশাল-রাজ্যে
অলক্ষিত-ভাবে পাপ অনাচার
পশি অবিরত নেতাদের কার্য্যে,
রোধিবে না তার উন্নতির দ্বার" ?
"বিলাস-অজীর্ণ রাখিয়ে উদরে,
অই যে বাড়িছে আয়তন তা'র,
হ'বে ধ্বংসোন্মুখ সেই বিষোদ্গারে,
এ সবল ভাব রহিবে কি আর ?"
"কি "আপ্শোষ-'বাত", দুখের বিষয়,
স্মরণে অন্তর উঠিছে কাঁদিয়া,
ত্রিংশৎ-বৎসরে একি বিপর্য্যয় ?
কি আদর্শ, ভাব গে'তেছে চলিয়া" !
"থাকিলে অটুট সে লক্ষ্য, সাধনা,
বিশ্বাসের সেই সদ্ভাবনিচয়,
এক-ধর্ম্মরাজ্য করিয়ে স্থাপনা
লভিত ইস্লাম-জগতে বিজয়" !

"বিলাস-বিরোধ যদি না ঘটিত,
স্বার্থ, স্বেচ্ছাচার না করিলে বল,
যদি ত্যাগ, ঐক্য, সে ক্ষমা থাকিত
তবেই বিশ্বাস রহিত সবল"।
"তবেনা ইস্‌লাম অদম্য-গতিতে—
সিন্ধুর প্রবল-লহরী যেমন
পশিয়ে বিশাল মানব-মহীতে
নাশিতনা তার পাপ-প্রলোভন"?
"ছিল এই আশা 'নবী মস্তফা'র
তাঁ'র এ অমিয়-'ইস্‌লাম' গ্রহণে,—
যা'বে দুঃখ, ব্যথা সন্তপ্ত-ধরার,
মিলিবে মানব ভ্রাতৃত্ববন্ধনে"!
"সেই আশা তাঁ'র হ'বে কি সফল?
এক ধর্ম্মরাজ্য হ'বে কি স্থাপিত?
'ইস্‌লামে'র সেই দিব্য-জ্ঞান-বল
করিবে কি সারা বিশ্ব-বিশোধিত"?
ধরম-দুর্দ্দশা করিয়ে বর্ণন,
করিলা 'আক্কাশ' বিষাদ-সঞ্চার,
বহিল শোকের ভীম-প্রভঞ্জন,
তিতিল বদন বিশ্বাসী সবার!
শিবির-সভাস্থ সুধীরনিচয়
করিলা স্বেচ্ছায় এই নিদ্ধারণ,—

"দামেস্কঃমন্ত্রীর লিখিত বিষয়
পারিনা আমরা করিতে গ্রহণ" !
"জানান হউক করিলাম স্থির
দামেস্ক-সেনানী ওমর, সীমারে,—
লভিতে সবলে ফোরাতের নীর
কল্য ভোরে মোরা মাতিব সমরে" ।
জয়্‌নব,—
পর্দ্দার আড়ালে বসিয়ে 'জয়্‌নব',
মর্ম্মাহতা সেই সৌন্দর্য্য-প্রতিমা
করিলা করুণ ক্ষীণ-কণ্ঠে রব,—
ছড়া'য়ে সমীরে কত মাধুরিমা !
'সত্য সে সকল' কহিলা অঙ্গণা
বিষাদ-জড়িত মধুর বচনে,—
"সুধিগণ যাহা করিলা বর্ণনা
'এজিদ' দুরাত্মা তেমনি ভুবনে" !
"দিয়ে আত্মাহুতি কামানলে তা'র,
কতনা রূপসী যৌবন-উষায়,
অমূল্য-সতীত্ব করি ছারখার,
নিরাশ্রয়া, ঘৃণ্যা হ'য়েছে ধরায়" ?
"সতীত্ব নারীর অতুল-বিভব,
বিধি-দত্ত এই মহামূল্য-দান,
এ ধন টুটিলে যায় চ'লে সব,—

কি আশে সে আর ধরিবে পরাণ" ?
"এমন অধম যে জন ভুবনে,
কাম-চরিতার্থ উদ্দেশ্য যাহার,
দিব তা'রে পাণি স্বামী-জন জ্ঞানে ;
দিয়েছি 'এমামে' যে কর আমার" ?
"স্থাপিত 'এমাম' যে হৃদি-আসনে
র'বে স্মৃতি তাঁ'র যাবত-জীবন,
পারি না ভুলিতে যাঁহার কারণে,
যে অনন্ত-তরে হরিয়াছে মন" !
"তা'র স্মৃতিপূত সে হৃদি-আসনে
বসা'ব কি ঘৃণ্য কামাসক্ত-নরে ?
মিশিবে ফোরাত সে সিন্ধুর সনে,
বিষাক্ত-সলিল যাহার উদরে" ?
"ললনা-লতিকা নর-তরু-বরে
যদিও জড়ায় সংসার-উদ্যানে,
বিষতরু ব'লে জানে সেই যা'রে,
কি সাহসে তা'য় আলিঙ্গিবে প্রাণে"
"করিলে কামুকে হৃদয়-অর্পণ,
যৌবন-সম্পদ সঁপিলে তস্করে,
হ'য়ে নিঃসম্বলা, ক্ষুব্ধা, জ্বালাতন,
কাঁদিবে না কেন সেই চিরতরে ?"
"নাহি ধর্ম্মরাজ্যে যোগ্যতা যাহার,

পূত নারী-হৃদি-ভূমে সে কেমনে
যোগ্য-নেতৃরূপে করিবে বিহার ?
অক্ষম, অক্ষম সকল স্থানে" !
"ইস্‌লাম কি হৃদে নাহি মোসবার ?
খেলে না কি ইহা নারীর শিরায় ?
ধরমের যেই করে ব্যভিচার
পত্নী-হারে তা'র দুলিব গলায়" ?
"এমন কামুকা আরব-কামিনী
হ'বে ইহা কভু সম্ভব হয় ?
কেন হয়ে আমি মাতাল-গৃহিণী
সাধিব জাতীয়-দৌর্ব্বল্য-বিজয়" ?
"ইস্‌লামের যেই করে অপমান,
মূল-সূত্র তা'র চরণ-দলিত,
সেই নরাধম পশুর সমান,
সে কেনগোনয় নারীরো ঘৃণিত" ?
"হ'য়ে কণ্ঠলগ্না 'এজিদ' পাপীর,
কেন হ'ব তা'র দুষ্কার্য্য-ভাগিনী ?
ভীষণ-প্রতিজ্ঞা এই মোর স্থির,—
"বৈধব্য-দশায় যাপিব জীবনী" !
"পার্থিব, নশ্বর-সুখের আশায়,
'বিশ্বাস', বিবেকে দিয়ে বিসর্জ্জন,
দিব বরমাল্য পশুর গলায়,
জীবন থাকিতে হ'বে কি কখন ?

এমাম হোসেন,—
"প্রাণাধিক সব 'ইয়ার' আমার !
যবনিকা-স্থিত রমণী-রতন !
ধন্য-জন্ম মোর, দুখ নাহি আর,
বিমল-হরষে ভাতিল বদন" !
"মরণের কালে, অন্তিম-ভূমিতে,—
বিভীষণ এই অগ্নি-পরীক্ষায়,
হেন বাক্যামৃত পাইব শুনিতে
এমন ধারণা ছিল কি হায়" !
"ইস্‌লাম-কল্যাণে উৎসর্গিতে প্রাণ
হে বন্ধো ! তোমরা কত লালায়িত,
জীবনের মায়া ক'রে প্রত্যাখ্যান—
মিশিতে অনন্তে, সম্পূর্ণ প্রস্তুত" !
"এস মৃত্যু এস ! কেন কর দেরি ?
এ সুখ-সম্পদে যাইরে চলিয়া,
আয় তোর কণ্ঠ আলিঙ্গন করি,—
পাপীর আশায় ছাই-ভস্ম দিয়া" !
"ধন্য আমি আজ, সুধন্য 'ইস্‌লাম',
কত ধন্য তাঁ'র সেবক-মণ্ডলী,
রেখে' ধরাধামে পুণ্যময়-নাম,
মরিতে প্রস্তুত আনন্দে সকলি" !

"এসরে সাদরে আলিঙ্গি সকলে
আরবের প্রিয়, সুপুত্র সকল !
ভাসা'লে আমাকে আনন্দ-হিল্লোলে,
দেবত্বে আমায় করিলে বিহ্বল" !
"রহিবে না কেহ মরিবে সকলি,
কিন্তু হেন মৃত্যু কি গৌরবকর !
রক্ষিতে বিশ্বাস প্রাণে অবহেলি—
সদ্‌জ্ঞানে, স্বেচ্ছায় সমর-ভিতর" ।
স্বরগ-জ্যোতিতে ভাতিল বদন,
মহাধর্ম্মভাবে এমাম তন্ময় !
হয় দর-দর অশ্রু-বরিষণ,
তিতিল নীরবে বিশ্বাসী-নিচয় !
করি পুন ভঙ্গ সেই নীরবতা
কহিলা এমাম,—"হে বান্ধবগণ !
জেগে' মনে মোর আজি এক কথা,
ভীষণ-সন্তাপে দহিছে কি মন" !
"সেবিয়ে গরল আসন্ন-শয্যায়
শায়িত যখন ছিলা মোর ভাই,
সেই কালে মোকে এক প্রতিজ্ঞায়
করি প্রতিশ্রুত তিনি আজি নাই" !
"প্রাণাধিকা-কন্যা মোর 'সখিনায়'

তাঁহার সুপুত্র 'কাসেমে'র করে—
সঁপিতে যে আজ্ঞা ছিল তাঁর হায় !
রক্ষিব তা' আজি এ মরু-প্রান্তরে" !
"ছিল আশা মনে প্রিয়-মদিনায়
মনের হরষে ল'য়ে বন্ধুগণ,
অতীব স্নেহের কন্যা 'সখিনা'য়
কাসেমের করে করিব অর্পণ" !
"সে সাধের আশা গেছে মিলাইয়ে—
সময়-চক্রের ক্রম-বিবর্ত্তনে !
যাহা অসম্ভব কি ফল স্মরিয়ে,
কি লাভ বেদনা জাগা'য়ে পরাণে" ?
"অক্ষমের কিবা কুস্থান, সুস্থান ?
দশা-কাল তা'র নিষ্ফল জল্পনা,
তাহার কিসের সুখ, মান-জ্ঞান
সে যে কোন মতে সাধিবে কামনা" !
"ধনী-উপভোগ্য এ'সে এ জগতে
দীন-দুখী মোরা বাড়া'য়েছি গোল,
শোক, দুখ, ব্যথা ল'য়ে এ'সে সাথে,—
বহাইছি বিশ্বে বিপদের রোল" !
"দীন-ভোগ্য ধরা নাহি কি কোথায়
স্রষ্টার অসংখ্য সে-সৌরমণ্ডলে ?
যদি থাকে মোরা না জন্মি তথায়
বিপন্ন কি হেতু এই ভূমণ্ডলে" ?

"যাউক অসার অদৃষ্ট-চিন্তন,—
কি ফল ভাবনা-নদী সাঁতারিয়ে ?
লভিয়াছি যবে এ নর-জীবন
কোন মতে আয়ু যাক্‌না কাটিয়ে !"
"অই স্নেহাস্পদ 'কাসেম' এখানে,
আরব-পূজিত বিজ্ঞ 'রহমান'
ইস্‌লাম-নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া-সম্পাদনে
এ বিবাহ কাজ কর সমাধান" !
অই বাজে বাদ্য দামেস্ক শিবিরে,
উড়িছে খচিত পতাকা সকল,
ভাসিছে কার্‌বালা সঙ্গীত-লহরে
বিবাহের এই ঠিক যোগ্য-স্থল" !
এমামের মুখে করিয়ে শ্রবণ
বিশ্বাসি-নিচয় অচিন্ত্য-ঘটনা,
নীরবে, কাতরে করিলা ক্রন্দন,
পাইলা-অন্তরে গভীর-যাতনা !
কাঁদিল 'কাসেম,' দর দর ধারে—
বহিল সবেগে অশ্রুর তুফান ;
নারিগণ ক্ষোভে কাঁদিলা কাতরে,
কাসেম-জননী বিষাদে-অজ্ঞান !
কার্‌বালা-ভূমির সে পূত-সভায়,
অশ্রুসিক্ত সেই মহাপুণ্য-ক্ষণে

'কাসেম' 'সখিনা' গভীর-নিশায়
হইল মিলিত দাম্‌পত্য-বন্ধনে !
কেন গো কল্পনে ! থামিলে অকালে
বিবাহ-বারতা না ক'রি বর্ণন ?
কেন গণ্ড মোর ভাসে নেত্র-জলে,
গুমরি গুমরি কাঁদিছে মন ?
"এই পরিণয় নিশার-স্বপন,—
টুটিবে অচিরে কালের তাড়নে"
এ ভে'বে না মন করিছে ক্রন্দন,—
রয়েছ কল্পনে বিরস-বদনে ?
দু' আত্মার হেন পুণ্য-সম্মিলন
নহেলো নশ্বর জীবন-তরে !
ধ্বংসে কি কখনো এ দৃঢ়-বন্ধন
কোটি-কল্প-বর্ষে, যুগ-যুগভরে ?"

ষষ্ঠ সর্গ।

বিদায়।

আরোহি কল্পনা-রথে এই আমি যাই যাই
কার্‌বালা-প্রান্তরে আজি হবেনা ভীষণ-রণ ?
কে কে যাইবে তথা মোর সনে এ'স ভাই,
এ বিপুল মনোরথে হ'বে স্থান সঙ্কুলন !
মায়াময়িলো-কল্পনে নিরাকারা সর্ব্বগতি !
সেই ভয়াবহ-স্থানে নাও গো মোদের তরে !
যে মহা-প্রান্তরে আজি নিঠুর দামেস্ক-পতি
বধিবে এমাম, শিশু, নারী ও অসংখ্য নরে !
যথা আজ আরবের রক্ত-সিন্ধু ভয়ঙ্কর
বহিয়ে বিকটনাদে ভীষণ মরুর বুকে
লহরে লহরে ক্ষোভে করি কল্‌, কল্‌ স্বর—
মানুষের নিঠুরতা গাহিবে মর্ম্মান্ত দুখে !
চলগো কল্পনে দেবি এ মিনতি করি দুখে,
এমাম হোসেন যথা বিশ্বাস-রক্ষার তরে
আত্মীয়-বান্ধবসনে স্নেহের সন্তান-বুকে—
চিরনিদ্রা মগ্ন হায় হইবেন যে প্রান্তরে !
বহিয়ে যথায় ঘোর রোদনের প্রভঞ্জন—
কাঁপাইছে দেবপুরী মর্ম্মভেদী মহা-রোলে ;

কম্পমান রণস্থল অগণ্য প্রাণীর ভারে,
ধূলাজালে-আবরিত অন্তিম-প্রলয় যেন,
করেনা সাদরে আজ সম্ভাষা কেহই কারে,
নাশিতে পরের প্রাণ চঞ্চল সকলে হেন!
উন্মত্ত সৈনিকগণ, দেবভাব নাহি কার,
আসুরিক-পাপবলে সবে আজ প্রণোদিত!
হরিতে বক্ষের ধন সন্তান-সর্ব্বস্ব মার
গরবে ফাটিছে তা'রা কালান্ত-যমের মত!
জাতীয়-সঙ্গীত গীত হইছে গভীর-তানে
বাজিছে সানাই, ভেরী, উন্মত্ত সকল বীর,
মৃত্যু ভয়, দয়া, মায়া নাহি আজি কারো প্রাণে,—
লইতে কি দিতে প্রাণ সবে আজি কি অধীর!
পরিতে জয়ের মাল্য, সাজিতে গৌরব-সাজে
নাচিছে বীরের দেহ, দমনী-কম্পন কত!
সতেজে প্রস্তুত সবে মাতিতে সমর-কাজে,
বিলম্বে অধীর হ'য়ে উঠিছে সৈনিক যত!
'ওমর', 'সীমার' আর অপর সেনানিগণ
ঘুরিছে ফিরিছে তেজে ইতস্তত রণস্থলে,
ক্ষিপ্রগতি উচ্চ-অশ্বে করি সবে আরোহণ
উত্তেজিছে সেনাগণে উপদেশে, নব-বলে!
কিন্তু আরবের কেহ নাহি কেন রণস্থলে?
তবে তাঁ'রা 'এজিদে'র সনে করিবে না রণ?

ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় বুঝি শু'য়েছে ধরণীতলে—
হায় আরবের প্রিয় অকালে বিশ্বাসিগণ ?
চলগো কল্পনে যে'য়ে আরব-শিবির পানে
হেরিনা আমরা সবে বিশ্বাসিগণের হাল ;
আসেনি এখনো তাঁরা কেন এ সমরাঙ্গনে,
হায় কি তাদের আয়ু হরিছে দুরন্ত-কাল ?
না, না, তা'হা ঠিক নয়, অই অই দেখ চে'য়ে
সেজে বীরসাজে অই সকল বিশ্বাসিগণ
পড়িতেছে হজরতের চরণে বিনত হ'য়ে,
আবেগে এমাম সবে করিছেন আলিঙ্গন !
নাহি তাঁহাদের আজ অনশন-ক্লেশ, শ্রান্তি,—
কি অপূর্ব্ব দেববলে মেতেছে বীরেন্দ্রচয় !
নাহিক কাহারো আজি ভাবনা, রোদন ক্লান্তি,
বিষণ্ণ-বদনরাজি হ'য়েছে কি জ্যোতির্ম্ময় !
এমাম যুদ্ধার্থে চায় যাইতে সমরাঙ্গণে
বলিছে নিবারি তা'রে সম্ভ্রমে বিশ্বাসিগণ
"দিব না হজরত মোরা তোমায় যাইতে রণে,
রহিবে মোদের প্রাণ দেহমাঝে যতক্ষণ।"
হেন ভাবে গুরু-শিষ্যে অন্তিমের সম্মিলন,
হেরেমের মাঝে ওই দুইটী অতৃপ্ত-প্রাণ !
অনিমিষে একে অন্যে করিতেছে নিরীক্ষণ
সে দুই-হৃদয়ে কত বাজিছে বিষাদ-তান !

কত কি ফেলিয়ে আমি এই পাপময়-ভবে
যাইতে অনন্তে একা প্রবোধ কি মানে মন" ?
"রহিল অপূর্ণ মোর কতনা কর্ত্তব্য হায়,
তা'র মাঝে পত্নীরক্ষা ছিল এক-করণীয়,
ফেলিয়ে তোমার তরে এই "দাস্ত, কার্‌বালায়"
এই যে যেতেছি চ'লে এ'কি প্রিয়ে বাঞ্ছনীয় ?
"চলে'ছে বিশ্বাসিবৃন্দ সাজিয়ে সমরমাঝ,
উদ্ধারিতে ফোরাতের অবরুদ্ধ-জলদ্বার,
অথবা ভৌতিক-দেহ পরিহরি সবে আজ
করিবে অনন্ত-যাত্রা, ফিরিবে কি কেহ আর" ?
"বিদায় ল'য়েছি,—মাতা, পিতৃব্য, পিতৃব্যা-পদে,
প্রাণের সখিনে-ধন দাও মোরে অনুমতি,—
করি আত্মোৎসর্গ এই কার্‌বালা-সমরনদে
আমিও করিতে সুখে আজিলো সে পথে গতি !
"কি কাজ জীবনে বৃথা দুঃখ-সিন্ধুসন্তরণে ?
যে'তেছে টুটিয়ে আহা স্নেহের বন্ধন যত,
গ্রাসিবে সমর-সিন্ধু ধ্বংসশেষ-জনগণে,
ভেঙ্গেছে সুখের স্বপ্ন, এ জীবন আশাহত" !
"মরে মোর ভ্রাতা, ভগ্নী, মাতা, খুড়ী, গুরুজন,
তুমি প্রাণ-সরবস্ব মরিছ যাতনা-ভরে,
কি লাভ রাখিয়ে আর দুখময়-এ জীবন ?
দিব আত্মাহুতি আজ কার্‌বালার এ সমরে" !

নেহারি স্বামীর পানে, নীরবে সখিনা হায়!
শু'নে সে-অশুভ যেন বজ্রাঘাত শিরে তাঁ'র,
দুরু-দুরু কাঁপেবুক, নৈরাশ্য-কম্পন গায় ;
বলিল বিশুষ্ক কণ্ঠে,—"আশা বুঝি নাহি আর" ?
"কত কথা ছিল মনে কহিব তোমায় সুখে
সময়ে তা' ধীরে, ধীরে অতি আশা ছিল নাথ !
সে মরম-বাণী বুঝি গেঁথেই রহিবে বুকে ?
এ জীবনে বুঝি সেই পূরিল না মনোরথ" ?
"নহে যুগ, বর্ষ, মাস, এক অহোরাত্র নয়,
এ স্বল্প-কালের মাঝে-অভাগিনী সখিনার
ভাঙ্গিয়ে আশার-হর্ম্ম্য পাইতে ব'সেছে লয় ;
এমন অদৃষ্ট মন্দ হ'য়েছে কি কবে কা'র" ?
"কৈশোর-মধ্যাহ্ন থে'কে যে প্রাণলতিকা মোর
জড়িয়ে যে আত্মা-তরু বাড়িল সতেজে ভবে ;
সে যদি অনন্তে উড়ে কালের তুফানে ঘোর,
আশ্রিতা লতিকা আমি কেমনে বাঁচিব তবে ?
"যে মোহন-মূর্ত্তি নিত্য স্থাপি স্বীয় হৃদি-মূলে
হেরিয়ে নয়নে, ধ্যানে বদনচন্দ্রিমা যাঁ'র,
পূজে'ছি বিমল-শ্রদ্ধা অনুরাগ, ভক্তি-ফুলে ;
যৌবন-ঊষায় বুঝি এই শেষ দেখা তাঁ'র ?
"কেটে' প্রেম-ভক্তি-পাশ, আশালতা ছিন্ন করি,
করিয়ে অকালে ত্যাগ কণ্ঠলগ্না-সখিনায়,

চ'লেছ অলঙ্ঘ্য-কাজে কেমনে নিষেধি দাসী ?
বিদায় দিতেও নাথ প্রবোধ মানেনা মন !
"যাওগে" বলিতে প্রাণে বাজে কি যাতনা-রাশি,
দিব কি উত্তর মোরে শিখাও হে প্রাণধন" !
"অবোধ-বালিকা আমি অনভিজ্ঞা, আত্মহারা,
তুমিই বাল্যের প্রিয়, গুরু, উপদেষ্টা-জন,
কি করি, কি বলি তবে ওহে প্রাণ-ধ্রুব-তারা
দাও উপদেশ মোরে মাগি পদে প্রাণ-ধন ?
সাজায় আরব-বালা সযতনে স্বামী-জনে
যে'তেসে সমরভূমে সহাস্য-বদনে, সুখে ;
ফিরিবে সে রণজয়ি এ আশা উপজি মনে,
সে বীরপত্নীর তা'র কত গর্ব্ব খেলে বুকে ?
প'রে স্বামী জয়মাল্য, যশের-রতন-হার,
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম তরে করিয়ে সানন্দে রণ—
করে কত আনন্দিতা সে বীর, ভার্য্যাকে তাঁ'র,
ঘটিবে কি ভাগ্যে মোর বল তাহা প্রাণধন ?
করিয়ে সমর-খেলা বিজয় লভিলে স্বামী,
সহ-ধর্ম্মিনীর তাঁ'র যে সুখ, গৌরব হয়,
তেমনি কারবালা ভূমে সংগ্রাম জয়িয়ে তুমি
গৌরব-মণ্ডিতা মোরে করিবে সম্ভব নয় !
ভীষণ-কারবালা এই নহে রণ-রঙ্গস্থান,—
এ'যে মহা ঘৃণনীয় যমের বিভৎস-ভূমি ;

চিন্তি ভাবী-অমঙ্গল কাঁদিছে সতত প্রাণ,
ইচ্ছা হয় হৃদে রেখে তোমায় নিয়ত চুমি !
গড়া'য়ে দুরন্ত-অশ্রু পড়ে মোর শতধারে
ভাসা'য়ে প্রবোধ, ধৈর্য্য, শান্তি, সুখ খরবেগে,
থামে না সে দুষ্টু-অশ্রু কি করি বলনা তারে ?
শিখাও কি বলি দাসী, মিনতি তোমার আগে !
উঠিল গভীর-রব, তূর্য্যনাদ, হুহুঙ্কার !
চলিল বীরত্বে, সেজে সমরে বিশ্বাসিগণ ;
কাসেম ছাড়িয়ে কণ্ঠ মর্ম্মহতা-সখিনার
বলিল, সখিনে যাই এই শেষ-সম্মিলন !

সপ্তম সর্গ।

মহাশ্মশান !

নাই কার্‌বালায় আজি অস্ত্রের ঝঙ্কার আর,
গরজেনা ভীম-নাদে রণ-সিন্ধু পারাবার !
কার-বালার শুষ্ক বক্ষ ছিল কত পিপাসিত
নরের রুধির পানে আজিকত সরসিত !
থেমে'ছে সে ভয়াবহ কাল-রণ-প্রভঞ্জন,
গভীর-নিনাদে আর গরজেনা বীরগণ !
পতিত অসংখ্য-সেনা মরুভূমে স্তরে-স্তরে,
শৃগাল, গৃধিনী হর্ষে ঘোর-কলরব করে !
শোণিতের-খরনদী হ'য়ে বেগেপ্রবাহিত
বিশাল ফোরাত-বপু ক'রেছে কি সুরঞ্জিত !
নাহি আজ দামেস্কের শিবিরে জাতীয়-গান,
বিজয়-উল্লাসভরে নাচে না সৈনিক-প্রাণ !
সমর-ভীষণ-বহ্নি হ'য়েগে'ছে নির্ব্বাপিত
সৈনিক-ইন্ধন বহু ক'রে রণে ভস্মীভূত !
শুধু নহে আরবের শিবিরে রোদন-রোল,
দামেস্ক-ছাউনি মাঝে ততোধিক গণ্ডগোল !
আত্মীয়, সেনানী, বন্ধু অসংখ্য শায়িত রণে,
অধীর শোকার্ত্ত হ'য়ে কাঁদিছে সৈনিকগণে !

'সীমার' বিষণ্ণ আজ, গরবে ফাটে না বুক,
অগণ্য-কটক নাশে উপজিছে ভয়, দুখ !
এখনো এমাম-রিপু বর্ত্তমান রণস্থলে,
ছিন্ন-ভিন্ন সৈন্যগণ আঁটিবে কি তাঁকে বলে ?
পরিতে পারিবে সে কি জয়মাল্য-রত্নহার ?
ভাবিছে সে' উচ্চ-আশা পূর্ণ কি হইবে তা'র ?
পিপাসার্ত্ত, দুরবল, মুষ্টিমেয়-মুসলমান
বধিয়েছে দামেস্কের বিপুল সেনার প্রাণ !
নিপতিত শবরাশি রণস্থলে স্তূপে-স্তূপে,
কত-ভয়ঙ্করী আজ কার্‌বালা বিভৎসরূপে !
বিনাশি অসংখ্য-সেনা বাহুবল, অস্ত্র-ধারে,
শায়িত বিশ্বাসিবৃন্দ শব-ভূমে স্তুপাকারে !
নিরজন-মরু আজ ভীষণ-সমাধি-স্থান.
প্রান্তর-শিবির ত'ার হ'য়েছে যে, কি শ্মশান !
বিপুল দামেস্ক-সেনা আহত হইয়ে রণে,
শিবির-চিকিৎসালয়ে মিশিছে অনন্তসনে !
কার্‌বালা-প্রান্তর-স্থিত এমাম-শিবিররাজি
কত শোকে সমাচ্ছন্ন, বিষাদ-মলিন আজি !
অনন্তের মহাযাত্রী হ'য়ে গে'ছে স্বামী-ধন,
'জল' 'জল' 'জল' করে' মরিছে সন্তানগণ !
মহাশোকে, অনশনে বহুনারী ভূপতিতা,
স্বামী সুত-আত্মাসনে হ'য়েগেছে স্বর্গগতা

হইয়ে মিলিত সবে শান্তিময়-নিত্যস্থানে,
কি আনন্দে মাতিয়েছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই প্রাণে !
দুই পক্ষে বহুতর পতিত যে বীরজন
তা'দের সমাধি কাজে নিরত সৈনিকগণ।
ছে'ড়ে অস্ত্র, রণ-বেশ, আকুল-সৈনিক যত,
হ'য়েছে নিহতদের সমাধি কাজেতে রত !
বিষণ্ণ এমাম, শোকে অস্থির, উন্মাদ যেন,
ঘরে ও বাহিরে তাঁ'র শবরাশি অগণন !
বহু সাধু, বিজ্ঞলোক ছিল এমামের সনে
করিয়েছে আত্মোৎসর্গ সকলে কার্‌বালা-রণে !
জীবিত তাঁহার ক'টী পশু-রক্ষী অনুচর,
লইয়ে তা' সবে সঙ্গে বিহ্বল এমামবর,
রণে তাঁ'র যত বীর হ'য়েছে যে নিপাতিত,
এ'নে সকলের শব করেছেন স্তূপীকৃত !
মৃত-দেহ সকলের আনিয়ে শিবির-দ্বারে,
সমাধি দিবার তরে রে'খেছেন স্তরে স্তরে।
ঐ দেখ শবরাশি বেষ্টিয়ে রমণী সবে
পতি-পুত্রগণ তরে কাঁদিছে আকুল-রবে !
ধরিয়ে যুগল করে পতির চরণ দ্বয়,
অসংখ্য-রমণী দেখ কাঁদিয়ে আকুল হয় !
ভেঙ্গেছে সে সুখ স্বপ্ন, ডু'বে গেছে আশা-তরী,
গত-প্রাণা বহুনারী পতি-পুত্র বুকে করি !

'আক্‌ব র, 'আস্‌গর' দুই-সন্তান পতিত রণে,
খেলে কত শোকোচ্ছ্বাস 'সাহার বান্নু'র মনে!
বাণবিদ্ধ-শিশু-পুত্র, কাসেমের বেদনায়,
শোকাকুলা অভাগিনী ভূমে গড়াগড়ি যায়!
নিহত যুগল-সুত লইয়ে অঙ্কের' পরে
চে'য়ে আছে অনিমেষে দর-দর অশ্রু ঝরে!
উন্মাদিনী, শোকমগ্না, বিহ্বলা 'সাহার' হায়,
যেন মহাযোগরতা নীরব, নিস্পন্দ-কায়!
মানস-নয়নে অই হে প্রিয়-পাঠকগণ!
কাসেমের মৃত-দেহ কর সবে সন্দর্শন!
শিরপদ তলে অই দুই পুণ্য-মূর্ত্তি তাঁ'র,—
মাতা 'হাস্‌নে বান্নু', আর অভাগিনী সখিনার!
পুত্র-কণ্ঠ, পতি-পদ, সাপুটি যুগল করে,
দুইটী পবিত্র-ধারা বহে কল্‌ কল্‌-স্বরে!
মৃত-সুত ল'য়ে ক্রোড়ে অধীরা জননী হায়,
পতি পদতলে প'ড়ে পত্নী গড়াগড়ি যায়!
ক্ষণে মূর্চ্ছা, ক্ষণে জ্ঞান মর্ম্মাহতা-সখিনার,
বলিছে উন্মত্তা প্রায়, "সব শেষ মা আমার"?
'মা, তব অঞ্চলমণি, হৃদিদেব সখিনার—
হরিল যে দুষ্টু-চোরে, ফিরে কি দেবে না আর?
হারাইয়ে ভ্রাতাগণে, হারা'য়ে মা স্বামী ধন
কেমনে ধৈরয ধরি, শান্তি যে মানে না মন!

ভুলিতাম ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তাঁর বাক্যামৃতপানে, ;
হেরিলে তাঁহায় কত-আনন্দ খেলিত প্রাণে !
সেই প্রিয়-গুরু-সখা যৌবন প্রারম্ভে ঢ'লে
দিয়ে দেখা স্বামী-রূপে গে'ছে কি অনন্তে চ'লে" ?
স্মরিতে অতীত-স্মৃতি, গাইতে সে গত-গান,
ঢলিল সখিনা ভূমে পুন হারাইয়ে জ্ঞান !
কালঝড়-বিলুণ্ঠিত স্বামী-তরু-মূল-তলে—
ছিন্নমূলা-লতা যেন সখিনা পড়িল ঢ'লে' !
এস সবে-সখিনায় দেখিনা নিকটে যাই,—
কাঁদিয়ে অনিল কহে সে আর জগতে নাই !
"প্রাণাধিক কাসেমের পবিত্র-আত্মার সনে
উড়িয়ে সখিনা-পাখী' গিয়েছে অনন্ত-বনে !
যেখানে বিচ্ছেদ নাই, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অনশন ;
বিরাজে সে শান্তিধামে আজি তাঁ'রা দুইজন !
"যেখানে এজিদ নাই, জলহীন মরুস্থান,
সবলের অত্যাচারে দগ্ধেনা বিপন্ন-প্রাণ !
নাহি যথা হিংসা, লোভ, নিঠুরতা, অনাচার,
চির-শান্তি, পবিত্রতা বিরাজিত অনিবার !
সরলতা, প্রেম, সাম্য চির-বহমান যথা,
কাসেম, সখিনা আজি আনন্দে বিহরে তথা !
একত্রিয়ে শবরাশি অন্তিম-প্রার্থনা সেধে,
রাখিয়ে কবরে দেহ কহিলা এমাম কেঁদে,—

"স্নেহাস্পদ পুত্র-কন্যা, আত্মীয় বান্ধব মোর,
হইলে কার্‌বালা-ভূমে অনন্ত-নিদ্রায় ভোর" !
"রক্ষিতে বিশ্বাস, সত্য অবহেলে সর্ব্বজন—
ত্যজিলে অমূল্য-প্রাণ করিয়ে ভীষণ-রণ" !
"আমি অভাগার দোষে এমর জগতে আসি,
ত্যজিলে অকালে দেহ ভুঞ্জি দুখ রাশি-রাশি" !
আমিই নাশের মূল, সব ধ্বংস মোর তরে ;
বহিল শোণিত-স্রোত মম হেতু মরু-পরে !
"মরিল সঙ্গীয় মোর পুরুষ, বালকগণ,
'কবর' দিবারে মোর রহিল না একজন !"
"পড়িতে 'জানাজা' মোর হায় কি রহিল কেহ,—
ছিল ভালে লেখা বুঝি শৃগালে খাইবে দেহ ?
যে শরীর ল'য়ে ক্রোড়ে রছুল, জননী, পিতা,
চুম্বিয়ে বদন মোর শুনিত বিবিধ-কথা" !
"যে দেহের ধূলি, কাদা, দুর্গন্ধ-পুরীষরাশি,
স্বহস্তে মুছিত 'নবী' স্নেহভরে হাসি-হাসি !
"তাঁর পূত-অঙ্গস্পর্শে যেই দেহ গৌরবিত,—
অন্তিমে এখানে হবে শ্বাপদের কুক্ষিগত" !

অষ্টম সর্গ

আত্মোৎসর্গ।

কহিলা এমাম করিয়ে ক্রন্দন,—
"মনে পড়ে কত অতীত কথন,
সেই সব আজি যেমন স্বপন,
ছায়াময়ী-প্রায় আমার কাছে" ;
নাই নূর-নবী নানাজী আমার
প্রেম, বিশ্বাসের দীপ্ত-অবতার,
বিশ্ব-আলোকিত জনমে যাঁহার,
হায়রে সে' জ্যোতি নিবিয়ে গেছে" !
"কোথা আজি সেই ঋষি 'বুবকর,'
মহাত্যাগশীল সাধক-প্রবর,—
খলিফা-গ্রহের পুর্ণ-শশধর,
গে'ছে মিশে আজ ধূলির সনে" ;
"নাহি এ জগতে ওমর-সাধক,
নির্ভীক, বৈরাগ্য-নীতিপ্রচারক,
জ্বলন্ত-বিশ্বাসী, ইস্‌লাম-চালক;
পাইব কাহায় এ পাপ-রণে" ?
"কোথা মহাধনী বদান্য-'ওশ্‌মান'
সত্য-সংরক্ষণে ছিল যাঁ'র প্রাণ,
রাশি-রাশি ধন করিলা প্রদান,
ইস্‌লাম-কল্যাণে যে জন হায়" ?

"নাহি বীরবর সে 'হাম্‌জা-আমীর,
ছিল ভয়ে যাঁ'র বিধর্ম্মী অস্থির,
বিপথগামীর নত ক'রে শির
মিশে গেছে তিনি ধরার গায়" !
"আলী মহাবীর জনক আমার
বীরত্ব-ধর্ম্মের অতুল-ভাণ্ডার,
বিনাশিয়ে যিনি অসত্য-আঁধার—
করিলা ধরণী উজ্জ্বল কত" ;
"দুল্ দুল" ঘোড়ায় ক'রে আরোহণ,
দমিয়ে অধর্ম্মী, ব্যভিচারিগণ,
সত্যের মহিমা ক'রে বিঘোষণ
ঘাতক-কৃপাণে অনন্ত গত" !
"সেই বীরবর 'খালেদ' কোথায় ?
ইস্‌লাম-রক্ষণে যেইজন হায় !
জীবন-যৌবন সঁপি সমুদায়
রহিত নিয়ত সমর-মাঝ" ;
"থাকিলে আজি সে মাতিত উদ্যমে
কার্‌বালার এই ভীষণ-সংগ্রামে—
কাঁপিত 'এজিদ' 'খালেদের' নামে,
হ'ত নবীবংশ রক্ষিত আজ !"
"হ'ত মুক্ত তবে ফোরাত-পুলিন,
পাইত সুশিক্ষা বিপক্ষ-'কমিন,'

"জীবন-সঙ্গিনী 'সাহার' প্রেয়সী
চোখের কোটর গেছে তাঁ'র বসি,
কত বিমলিন মুখপূর্ণশশী,—
শোকে দেহ তা'র হ'য়েছে ছাই ;"
"পরাণসর্ব্বস্ব সখিনা আমার
প্রস্ফুট-কোরক যৌবন-উষার,
ছিল রূপে যার 'হেরেম্' গোল্‌জার !
হায় আজি সেই জগতে নাই !"
"সৌন্দর্য্য-প্রতিমা নাই সে জয়্‌নব,
লাবণ্য, মাধুর্য্য, সদ্‌গুণ-বিভব,
শোকে দুখে তাঁ'র গে'ছে চ'লে' সব
সে'জেছে যৌবনে যোগিনী হেন ;"
"সঙ্গিনী সকল আরব্য-রমণী
ফুটন্ত-গোলাপ, সুষমার খনি,
যৌবন-সম্পদে-ভূষিতা কামিনী
শতবর্ষা বৃদ্ধা হয়েছে যেন !"
নানিজী ছলেমা রছুল-ঘরণী
সুখে দুখে মোর পরাণ-তোষিণী,
বিপদ-আপদে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী,—
শোকে ও ক্ষুধায় মরার প্রায় ;"
ভ্রাতুষ্পত্নী মম কাসেম-জননী
পতি-পুত্র শোকে যেন উন্মাদিনী,

“ঘোর-অবিশ্বাস, গাঢ়-প্রতারণা,
বিশ্বময় এ’কি বিরাজে ছলনা !
কলূষিত ধরা কোথায় সান্ত্বনা,
কেন এ’সু ঘৃণ্য-মরত-’পরে !”
“ভেঙ্গেছে পার্থিব-মোহের বন্ধন,
শান্তির-কল্পনা নিশার-স্বপন,
কি লাভ নিষ্ফল-শরীর ধারণ ?
মরিব নিশ্চয়ি মানুষ-মত ;”
“দেখ বিশ্বধাম, পর্ব্বত, কানন,
কার্‌বালা, নক্ষত্র, রবি, গ্রহগণ,
দেখরে ‘ফোরাত’, জগত-জীবন
শত্রুজন মোরে পীড়িল কত !”
“জগজ্জীবন-পানীয়-সলিল,
ভাস্কর-কিরণ, স্বভাব-অনিল
বিশ্ব-রক্ষা-কল্পে সৃজিছে “জলিল”
এ তিনে স্বামিত্ব সবার এক্ ;
“দুর্দ্দান্ত-‘এজিদ’ নিঠুর-অরাতি
কার্‌বালা-ত্যাগের রোধ ক’রে গতি –
বিনাশিল মোর পুত্র, কন্যা, জ্ঞাতি,
কি ঘোর-জুলুম সবাই দেখ্ !”
কহিলা এমাম আঁখি ছল্‌-ছল্‌—
“বিশাল ধরার তিন-ভাগ জল,

কার্‌বালায় মোর স্বজন সকল
বিনাশিত প্রায় সলিল-ধারে ;”
“জিজ্ঞাসি কাতরে বল নিরঞ্জন !
করিল কি দোষ মোর লোক-জন ?
ক’রে “জল” “জল” ত্যজিছে জীবন
তবু বিন্দু-বারি দিলে না কারে ?”
“একি লীলা তব বল দয়াময় !
হ’য়ে মাঝে মাঝে নিঠুর-হৃদয়
হাসিতে কাঁদাও জীব-সমুদয় ?
কৌতুকপ্রিয়তা তোমারো আছে ?”
“ব্যথিত-বিলাপে, আর্ত্তের-ক্রন্দনে,
নির্দ্দোষ-আক্ষেপে, শিশুর রোদনে
না বাজিলে ঘাত বল তব মনে
দাঁড়া’বে বিপন্ন কাহার কাছে ?”
“অত্যাচারী কিহে বান্ধব তোমার ?
ক’রেসে অবাধে নানা-অনাচার
সুখ, শান্তি, শোভা নাশিছে ধরার,
করিছে বিশ্বের সম্পদ্‌-ক্ষয় ;
শুধাই—‘রহিম’ ! বল দীন-জনে
হইয়ে উত্যক্ত প্রবল-পীড়নে
চাহিবে বিপন্ন কার মুখপানে
তুমি যদি প্রভু তাহারি নয় ?”

(তবে) "মরুক দুর্ব্বল সবল-পীড়নে,
দেখ তুমি ব'সে স্বর্গ-সিংহাসনে,
ফুটুক আনন্দ তব শ্রীবদনে,—
পূর্ণ হ'ক তব অচিন্ত্য-কাম ;
ইস্‌লাম-অমৃত তোমারি সম্পদ
বিলাইলা যেই পুণ্য-মোহাম্মদ,
বিনিময়ে তাঁরে দিলে এ'সম্পদ্
বুঝি ভবে তাঁ'র রয় না নাম !"
তিতিয়ে এমাম নয়ন-আসারে,—
ডাকিলা শিবির-ললনা সবারে,
কহিলা, বিদায় দাও না আমারে,
পশিয়ে 'জেহাদে' ত্যজিব দেহ ;
গেছে ম'রে সব সন্তান, বান্ধব,
হিতাকাঙ্ক্ষী, দোস্ত ছিল যত সব,
কত মহাজ্ঞানী ধরণী-দুর্লভ
ম'রেছে অকালে, র'ল না কেহ" !
"পুরুষ সকলি ত্যজিল পরাণী,
আছ মাত্র শুধু কয়টী রমণী,
এ'নে বাঁচাইব ফোরাতের পানী,
পিয়াইয়ে তোমা সকল জনে,
ভোগিছ অসহ্য পিপাসা-বেদন,
নিবারি পিয়াস পিয়াব জীবন,

কার্‌বালা-প্রান্তরে ক'রে ঘোর-রণ—
নাশিব নির্ম্মম অরাতিগণে।"
"শরীরে আমার আরব্য-শোণিত—
তেমনি সতেজে আছে প্রবাহিত,
হইছে সেরূপ ধমনী স্পন্দিত—
ছিল যথা মোর পিতার অঙ্গে ;
বাজে কার্‌বালায় সমর-বাজন,—
নাচে তালে-তালে মোর দেহ, মন,
কত উত্তেজনা করিবারে রণ,
মাতিব সমরে বিকট-রঙ্গে।"
"ক্ষমাকর মোর অভাব, পীড়ন,
কর এ আশীষ, ওগো বিবিগণ !
করিয়ে সমরে উৎসর্গ জীবন
"ঈমান" রক্ষিতে পারি গো যেন ;
প্রাণের মমতা ক'রে পরিহার,
পালিতে বিশ্বাস ধ'রে তরবার,
মরণ যে পথে বিশ্বাসী সবার
হউক সদ্‌গতি আমারো তেন !"
"কহিল জয়্‌নাল ধরিয়ে গলায়,—
যাও কোথা বাবা ! ছেড়ে মো সবায় ?
দিব না সমরে যাইতে তোমায়—
ক'রে নিরাশ্রয় ধরার পরে ;

চ'লে গেলে তুমি "বাছাধন' ব'লে—
করিয়ে আদর কে লইবে তুলে,'—
জুড়াব পরাণ কার ক্রোড়ে চ'লে ?
পা'ব আর হেন কাহার তরে !
"ভ্রাতা-ভগ্নী মোর মরিছে সকল,
কাঁদিয়ে, কাঁদিয়ে জননী পাগল ;
তুমি গেলে, শোকে হইয়ে বিহ্বল—
আমিও জীবন ত্যজিব রণে ;
সাজিয়ে 'এতিম,' ভিখারী হইয়ে
দাঁড়াব বলনা কোথায় যাইয়ে,
এ দুখিনী-সুতে কে নিবে টানিয়ে ?
করিবে অবজ্ঞা সকল জনে" !
"করিনু কি দোষ খোদার 'দরগায়'—
একে একে মোর সব চলে যায়,
ফেলে এ' ভীষণ-মরু-কার্‌বালায়,
কে আছে রক্ষিতে মোদের তরে ?
রুগ্ন জয়্‌নালের কাতর-রোদনে,
কাঁদিল সকলে বিষণ্ণ-বদনে,
বিলাপের ধ্বনি উঠিল গগনে,
যেমতি প্রলয় কার্‌বালা'-পরে !
"সন্তান-রোদন হইয়ে চঞ্চল
কহিলা সাহার' অস্থিরা, বিহ্বল,—

যেওনা স্বামিন্ নাহি চাই জল,
ফেলিয়ে মোদিগে অরাতি-করে !
অন্তিম-সময়ে সেবি তব পদ,
ভুলিব পিপাসা, সন্তাপ, বিপদ্,
গিয়েছে সকল আশার-সম্পদ,
মরিতে দাওনা চরণপরে" !
"শিবিরের সব আরব্য-রমণী—
'পর্দ্দা'-আকরের মহামূল্য-মণি,
চন্দ্র সূর্য্যে যাঁরে কখনো দেখেনি,
সম্ভ্রমে যাঁহারা আরব খ্যাত ;
ক'রে অসহায়া কার্‌বালা প্রাঙ্গণে,
সে লোকললাম-সতী, সাধ্বিগণে,
নিক্ষেপি নিঠুর অরাতি-বদনে,
কি বিচারে একা যে'তেছ নাথ" !
"ভাবনা, রোদনে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়—
ভাঙ্গিয়ে পড়িছ বাতাসের গায়,
বলহীনে কি হে রণ শোভা পায় ?
মরিও শিবিরে মোদের সনে !
কহিলা এমাম,—প্রাণস্বরূপিনি
প্রেয়সী আমার আরামদায়িনি,
দগ্ধহৃদয়ের শান্তি-বিধায়িনি !
বারেক চিন্তিয়ে দেখনা মনে" !—

“স্বাধীন-আরব মোর মাতৃভূমি,
বীর-অবতার আলী-পুত্র আমি,
তুমি বীরাঙ্গণা তব যোগ্য-স্বামী,
রণ নয় মোর আনন্দ-খেলা ?
আমিত আরব সমরপরাণ
নাচিব উল্লাসে ধরিয়ে কৃপাণ,—
কাটিব ‘অরাতি’ কদলি-সমান,
করিব বিমুক্ত ফোরাত-বেলা” !
“রক্ষিতে আমায় কত শত জন—
ভীষণ-সমরে ত্যজিলা জীবন,
কিসে রহি চুপ্‌, বল বিবি-ধন !
কাপুরুষপ্রায় নীরবে ঘরে ?
ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় আমি কি দুর্ব্বল ?
শোকে, দুখে আরো বাড়িয়েছে বল
ক্ষুব্ধ-ক্ষুণ্ণ-ব্যাঘ্র যেমন চঞ্চল
অতি-ভয়াবহ বিরাগ-ভরে” !
“মরিব সমরে বীরের মতন,
একদা যখন হইবে মরণ,
চিরস্থির কোথা জীবন-যৌবন ?
রণভূমি ভালো পতনস্থান ;
শুয়িলে সমরে বীরের শয্যায়,
যশোভাতি নিত্য জ্বলিবে ধরায়

গাঁথা রবে নাম যশোমেখলায়.
      দেব-নর লোকে বাড়িবে মান" !
"পারে কি মানুষ রক্ষিতে মানবে ?
দয়াল-ঈশ্বর রক্ষিছেন সবে,
তোমরা তাঁহারি করুণা-প্রভাবে
      রহিবে নিশ্চয়ি 'ইজ্জত', মানে ;
তোমাদের হিতে যত মোর মন,
ততোধিক ব্যস্ত প্রভু-নিরঞ্জন
তোদেরে সম্ভ্রমে, করিতে রক্ষণ,
      যেতেছি সঁপিয়ে তাঁহার স্থানে" !
"সংসারে ললনা মহাশক্তিময়ী,
নারীর উৎসাহে নর বিশ্বজয়ী.
অবলা-শক্তিতে প্রণোদিত হই
      লভে সফলতা জীবন-কাজে ;
সতীত্বে নারীর সে শক্তি উথলে,
নারী শক্তিময়ী সেই মহাবলে.
বিপদে তারণ করি অবহেলে
      বিশ্ববিজয়িনী ধরার মাঝে" !
"কি সাধ্য অধম কামুক, দুর্জ্জন,
করিতে সতীর কেশাগ্র ধারণ,—
ত্রিসীমায় তাঁ'র করে পদার্পণ ?
      সতী-নির্য্যাতন দুরুহ কথা ;

এই পুণ্য-ধামে কি সুখ, আরাম"
দিব্যকর্ণে আমি শুনিছি নিতি ;
সুদৃশ্য, খচিত লইয়ে নিশান—
ডাকিছে অমর মুগ্ধ মোর-প্রাণ,
কি ব্যস্ততা মোর পশিতে সে স্থান,
গাইতে ঈশের মহিমা-গীতি !
"লইয়ে 'রুমাল' "মোবারক"-করে
মুছি নেত্র তাঁ'র সান্ত্বনি পত্নীরে,
বন্দি হাস্‌নেবানু, উম্মে-ছলে-মারে
কহিলা জয়্‌-নবে কাতর-স্বরে ;—
কত আশা বুকে, সুখের যৌবনে
বরিলে পতিত্বে এমাম হাসনে ;
সে আশ্রয়-তরু তব এ' দুর্দ্দিনে—
টুটিল অকালে অসূয়া-ঝড়ে" !
"বুঝি আমি তব হৃদয়-বেদন
আজি তুমি হায় কত জ্বালাতন !
না ধরিলে ধনি আশ্রয় এমন
হয়ত জীবনে রহিতে সুখে ;
আজি বিবি তব জীবন-সাগরে
কি অশান্তি ঢেউ লহরে, লহরে
খেলিছে, বৈধব্যআজিতব তরে
দহিছে কতই ভীষণ-দুখে" !

"ক'রে হতভাগ্যে কর সমর্পণ
পাইলে জীবনে কি জ্বালা ভীষণ!
"খোদারওয়াস্তে" করি নিবেদন,
মাপ কর বিবি স্বামীর তরে;
পড়িল 'জয়্নব' হোসেনের পায়
কহিল ফুকারি কেঁদে উভরায়,—
"আমিই অনর্থা, পিশাচী ধরায়
ধ্বংসিছি সবায় কার্বালা-'পরে"!
"আমি অভাগিনী না হ'লে আরবে
এজিদ এমামে বধিত না তবে
কাঁপিত কি দেশ ভীষণ-আহবে?
এত রক্তপাত আমার দোষে!
তবে স্বামী মোর, অকালে মোস্লেম,
মরিত না শিশু, আক্বর, কাসেম
ডুবা'য়ে বিষাদে সুখের-"হেরেম,"
পড়িত না দেশ পাপীর রোষে!"
"এ অশান্তি-লতা স্বামী-তরু-ধনে
নাহি জড়াইলে দৃঢ় আলিঙ্গনে—
ভাঙ্গিত কি তাহা বিদ্বেষ-পবনে,
হইত না শেষ মরত-বাস;
'হেলেনা'র মত আমার কারণে—
টলমল দেশ ঘোরতর-রণে,

কত মহানর অকাল-মরণে
করিছে অমূল্য-জীবন-নাশ" !
"রমণী-সৌন্দর্য্য মায়ার নিদান,
মুহূর্ত্তে বহায় আনন্দ-তুফান,
ক্ষণে করে দেশ বিকট-শ্মশান,
নন্দন, নরক, করিছে ধরা ;
'সোনারমদিনা', 'দামেস্ক' নগরী
খেলিত যেখানে আনন্দলহরী,—
নিরিবিলি-শান্তি দিবস শর্ব্বরী,
দিনু তা'তে এ'নে অশান্তি-ভরা !"
"ত্যজিব পরাণ, খাইব গরল
এ অশুভ-দেহ ধরে কিবা ফল,
বিনাশিনু কত মানব সকল
প্রভুর সুখের, সাধের সৃষ্টি !
আত্মত্যাগে মম স্বদেশে আমার
হউক বিমল-শান্তির সঞ্চার,
থামুক বিপ্লব-ঝড়-দুর্নিবার,
বর্ষুক ধাতার করুণা-বৃষ্টি" !
"তুলিয়ে 'জয়্‌নবে'—করিয়ে সান্ত্বনা
কহিলা 'হোসেন'—হে বিধু-বদনা !
পে'য়েছ হৃদয়ে গভীর-যাতনা,
জীবনে বিরক্তা হ'য়েছ তুমি !

ধ্বংস কারবালায় হয় নবীকুল,
এক মাত্র তুমি নহ তার মূল,—
হে জয়্‌নব তব এ বিশ্বাস ভুল
সে কথা তোমায় কহিছি আমি" !
"যদি কেহ কোন সে'ধে শ্রেষ্ঠ-কাজ
বিপুল-সম্মান লভে ধরা-মাঝ
পরিয়ে অক্ষয় যশোরত্ন-সাজ
অনন্য-সদ্‌গুণ, সাধনা-ভরে ;
(তবে) যশোলোভী-নর দুরাশা-প্রবণ
নিজযোগ্যতার না বুঝি ওজন,
পরিণাম ফল না ক'রে চিন্তন
পশিতে চাহে সে সুকীর্ত্তি-ঘরে !
"প্রভুর আদেশে, শুভ-সন্দর্শনে
লভি দৈবাদেশ গভীর-সাধনে
প্রচারি হজ্‌রত "ইস্‌লাম" ভুবনে
জ্বালিলা উজ্জ্বল যশের-শিখা ;
জ্বলিয়ে 'ইস্‌লাম' ধক্ ধক্-ধক্—
নাশি আবরের দুর্নীতি-পাতক
লোলরসনায় সে পূত-পাবক
ছড়াইছে বিশ্বে আলোক-রেখা" !
"ইস্‌লাম-তরুর শান্তির ছায়ায়
কলূষ-উত্তাপে দগ্ধীভূত প্রায়—

অগণ্য-মানব জুড়াইল কায়
পে'য়ে নব-বল, মুক্তির-ধন ;
প্রচারি ইস্‌লাম, সে'ধে গুরু-কাজ
অক্ষয়, অমূল্য কীর্ত্তি-হারে আজ—
মণ্ডিত নবীর খ্যাতি ধরামাঝ,
নামে নত তাঁ'র মানবগণ" !
"সদ্ভাবে ইস্‌লাম করিয়ে চালন
রছুলের প্রিয় শিষ্য চারিজন
করিছে বিশ্বের শ্রদ্ধা-আকর্ষণ,
তা'রাও পূজিত রছুল যেন ;
দেখিয়ে 'এজিদ' দামেস্ক-ভূপতি
বিলাস, সম্পদ-প্রমত্ত-দুর্ম্মতি
হইয়ে 'খলিফা' লভিতে কীরতি
অস্থির, উন্মত্ত হ'য়েছে হেন" !
"ক্ষীণ দুই-স্রোত হ'লে সংযোজিত
প্রকাণ্ড-নদীতে হয় পরিণত,
নেতৃত্ব, সৌন্দর্য্য দু'য়ে প্রপূরিত
আজি দুরাত্মার হৃদয়-দেহ ;
আগ্নেয়-গিরির নিস্রবের মত
সে দূষিত-কাম হ'য়ে বিনির্গত—
হয়েছে এ'কাল-রণে পরিণত,
ইচ্ছা তা'র মোরা না থাকি কেহ" !

"কেন আত্মহত্যা করিবে জয়নব,
মানব-জনম দুর্ল্লভ-বিভব,
অতৃপ্ত-বাসনা র'য়েছে যে তব,
নিবেনি এখনো আশার-আলো ;
দেহ-পরিত্যাগ করিলে যে জন—
উপকৃত হয় ধরাবাসিগণ,
এ বিশ্বধামের কল্যাণ-সাধন,
তাঁ'র আত্মত্যাগ বরঞ্চ ভালো" !
"তোমার মরণে থামিবে কি রণ —
এই নরহত্যা-ভীম-প্রভঞ্জন,
ইস্‌লাম-তরুর রক্তের মোক্ষণ ?
মিছা আত্মনাশি সঞ্চিবে পাপ,
যদিও জয়্নব হও বীরাঙ্গনা
বৃথা হবে এথা সমর-সাধনা,
কর ঈশ-স্থানে এই আরাধনা—
"ধ্বংসুক বিশ্বের অধর্ম্ম-তাপ" !
"ধর্ম্ম, ধন, মান, পুত্র-কন্যাগণ,
সাধ্বী, পতিব্রতা ললনা-রতন,
স্বাধীনতা-সুখ, ল'য়ে শান্তি-ধন
থা'ক নিরাপদে মানব যত"
সংসারে তোমরা শক্তি-সঞ্জীবনী,
স্নেহ ও প্রেমের পুণ্য-মন্দাকিনী,

সঞ্চার সমাজে এ' ইস্‌লামবাণী
রহুক মানব ন্যায়েতে রত" !
" 'জয়্‌নাল্ আব্‌দিনে' ক'রে আলিঙ্গণ
কহিলা 'এমাম',—প্রাণাধিক-ধন !
রক্ষক, পালক প্রভু-নিরঞ্জন,—
রক্ষিছে এ-সৃষ্টি দয়াল-ধাতা ;
কেবা, মাতা, পিতা, আত্মীয়, বান্ধব,
পৃথিবীর ইহা মিথ্যা ধাঁ-ধাঁ রব,
অসার ধরার সুখ, দুখ সব,
অলীক সম্পদ, বিপদ কথা" !
"অনন্ত-যাত্রিক আত্মা সমুদয়—
হেরি গতি-পথে ধরা-রঙ্গালয়,
নরের খোলসে করে অভিনয়
হ'য়ে মোহ-মুগ্ধ, বিবিধ-বেশে !
অভিনিছে কেহ সুখী, মানী হ'য়ে,
কেহ বা খেলিছে দৈন্য, দুখ-ল'য়ে,
কেহ বা রাজত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি ব'য়ে
খেলে ধ্বংস-রাজ্যেমিশিছে শেষে" !
"ভেল্কির বিকার সুখ, দুখ, মান,
দারিদ্র্য-যন্ত্রণা, রাজত্ব-সম্মান,
পদ্মদলগত জীবন-প্রমাণ
টলমলপ্রায় নশ্বর সব ;

পারে না সে জাতি স্থায়িত্ব লভিতে,
পাপ-বলে জাতি সবল নয় ;
অন্যায়, অধর্ম্ম করিয়ে ভূষণ
পাশবিক-বলে মানব কখন
হয় না জগতে প্রতিষ্ঠা-ভাজন,
হ'লেও তাদের পতন হয়" !
"ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জ্বলন্ত-গোলক
ইস্‌লাম ধরার নাশিতে পাতক
অই যে জ্বলিছে করি ধক্‌-ধক্‌ !
কার সাধ্যি তা'র নিবায় ভাতি ?
নিশ্চয় জানিবে এ ঈশ আগুন
জ্বলে দাউ দাউ দ্বিগুণ-ত্রিগুণ —
নিশেষিবে ক্রমে পাপ-তাপ-তৃণ,
বিনাশিবে শত অধর্ম্ম-জাতি" !
"আরব, তুরকে তৃপ্তিবেনা তা'র
লেলিহান-জিহ্বা করিয়ে বিস্তার—
জঙ্গলী-আফ্রিকা, মহা-এশিয়ার —
দহিবে জঞ্জাল অদম্যবলে ;
এই যে দামেস্ক পশু-বল দৃপ্ত
দুর্লোভে, অধর্ম্মে হ'য়েছে সংলিপ্ত,
লালসা, প্রভুত্বে আজি কত ক্ষীপ্ত !
কালগ্রাসে সেও পড়িবে ঢ'লে!

"অজ্ঞতা-আঁধারে কুসন্তান-বুকে
যে বিশাল-দেশ পরিমগ্ন দুখে,
মহার্ব্বরতা বিরাজিয়ে সুখে
করিছে যে ভূমি নরকস্থান ;
সেই ইউরোপ একদা ধরায়,
ভাসিবে আনন্দে ইস্‌লামপ্রভায়,
ভূষিয়ে সভ্যতা, জ্ঞান-সুষমায়,
দাঁড়া'বে লভিয়ে নূতন-প্রাণ" !
"ধর্ম্মবলে হয় জাতীয়-উন্নতি,
আরবে তাহার পূর্ণ-পরিণতি,
এ'বলে আরব সমুন্নত অতি.
অন্য গুণে নহে সমৃদ্ধি তা'র ;
দরিদ্র হইতে আরব-উত্থান,
দরিদ্র-আরব লভিছে কি মান !
ইস্‌লাম-ঐশ্বর্য্য করি বিশ্বে দান
হরিছে ধরার দুখের ভার" !
"এ'সাধনা যদি না ভুলে আরব
নিয়ত তাহার বাড়িবে বৈভব,
প্রণত থাকিবে বিশ্ববাসী সব,
কে রোধিবে তা'র অদম্য-গতি ?
জ্ঞান-সম্মিলিত একতা, বিশ্বাস,
প্রেম-ভ্রাতৃভাব না হ'লে বিনাশ,

সুসভ্য দেশের বিজ্ঞান, সভ্যতা
তবেই বাড়ায় উৎকর্ষ, সততা,
স্বদেশানুরাগ, স্বজাতি-প্রিয়তা,
মাতৃভাষে শিক্ষা পাইলে সবে" !
"জনমি 'রছুল' এই ধরা'পরে
আর এক-দান দিল বিশ্ব-নরে,—
মহামানবের কল্যাণের তরে,
সে অমূল্য-বস্তু 'কোরাণ' হয় ;
জ্ঞানভাণ্ডারের সেই মহাধন,
অনাদি, অভ্রান্ত, বিশ্বে-অতুলন,
প্রতি ছত্রে তার মাণিক, রতন
জ্বলে ঝক্‌-ঝক্‌ সদ্ভাবচয়" !
"ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার ছটায়,
ভগবৎ-উক্তি রত্ন-মেখলায়
সাহিত্যিক-বিশ্ব কোরাণ ধরায়
বিভূষিত, রম্য করেছে কত !
ধর্ম্ম, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান,
সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস-জ্ঞান,
অর্থ বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব-ব্যাখ্যান
একাধারে কোথা কোরাণে যত" ?
"জে'গেছে আরব কোরাণের স্বরে
রচিত আরব্য-ভাষা ও অক্ষরে,

সঞ্চারিছে বল জাতীয়-শরীরে—
ছড়াইয়ে শত সুষমারাশি ;
আরব্য-দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান—
মোহিছে ধরার মানব-পরাণ
করিয়ে বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প-দান,
বিশ্বের বদনে বিমল-হাসি ;"
"ভুলিও বাছনি : লঘু, গুরু জ্ঞান,
ভাই ভাই নর, সবাই সমান
ইস্‌লামের ইহা এক মহাদান,
বিজয় ইহার এ মন্ত্র-বলে ;
মানব-জাতির ভিন্ন-ভিন্ন স্তর
সৃষ্টিরক্ষা-কাজে রয়েছে তৎপর,
সমাজ করিয়ে তাহাদিগে ভর—
দৃঢ়ভাবে আছে, যেমন 'কলে" !
"নানা-অঙ্গে নরদেহ-বিনির্ম্মিত—
বহু-রত্নে যথা মেখলা গ্রথিত,
নরসমবায়ে সমাজ গঠিত,
নানা-ব্যবসায়ী দেশের প্রাণ ;
এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরম-যতনে
না রক্ষিলে দেশ, যায় ধ্বংস-পানে
বিকলাঙ্গ মত অকাল-মরণে,—
করিও সকলে সমান-জ্ঞান"

“নানা-প্রবাহিনী-সলিল-সম্পাতে
ভরপূর, নদী বিপুলা ধরাতে !
সমাজ-উন্নতি শাখা-প্রশাখাতে
বহিয়ে আনিলে সমৃদ্ধিচয় !
নানাব্যবসায়ী-সহস্রধারায়,
সম্পদবাহিকা শত-ফোয়ারায়
পশিলে সমৃদ্ধি সমাজের গায়,
তবে দেশ, জাতি উন্নত হয়” !
“এ’ আরব-জাতি জগতে প্রাচীন
হয়নি কখনো পরের অধীন,
প্রিয়-মাতৃভূমি রাখিতে স্বাধীন
করিছে বিপুল শোণিত-ক্ষয় ;
যুগে, যুগে, যুগে, এ হেতু আরবে,
ভীষণ-সমরে মাতিয়েছে সবে,
কেঁপেছে এ দেশ হুহুঙ্কার-রবে,
তবু স্বাধীনতা পায়নি লয়” !
“ভূতলে অতুল স্বাধীনতা-ধন,
কি ছার ধরার হীরক, রতন !
বিধাতার এই দান অতুলন—
জীবনে কি পারে ভুলিতে নরে ?
ইতরজীবেও করিলে বন্ধন
চাহে সেও কত ক’রে প্রাণপণ—

উড়িতে গগনে, স্বাধীন-জীবন,
থাকে সে নিত্য কি বিরস-ভরে" !
"সৃষ্টির-প্রধান মানব সকল
সঁপি পরহস্তে স্বাধীনতা-বল
পারে কি পরিতে দাসত্ব-শৃঙ্খল—
ঘৃণ্য-অধীনতা, প্রাণান্তকর ?
জলশূন্য নদী, ছাদহীন-বাড়ী,
মুণ্ডশূন্য-দেহ, রক্তহীন-নাড়ী,
বৈদ্যুতিক-বলশূন্য যেন ঘড়ি,
স্বাধীনতা-হীন তেমনি নর !
"স্বাধীনতা বিশ্বে শক্তি-সঞ্জীবনী,
জাতীয় দেহের মহা-শিরোমণি,—
সমাজ-অঙ্গের প্রধান-ধমনী
মরত-দুর্ল্লভ অতুল-ধন ;
না সঁ'পে এ ধন অপরের পদে
থাকিতে জীবন এ' শরীর-নদে
স্বাধীনতা তরে না ড'রে বিপদে
কালে কালে নর করিছে রণ" !
"যাই, মোর এই অন্তিম-সময়
এই সব শিক্ষা হে প্রাণতনয়
প্রতি-নিতি তব হৃদে যেন রয়—
বংশের আমার আশার রেখা !

সবাই জগতে হয় পিতৃহীন,
বেঁচে পিতা কার থাকে চিরদিন ?
সে ভাবে আমিও হ'তেছি বিলীন
এসরে আলিঙ্গি এ'শেষ-দেখা !"
মোশ্লেম-পত্নীকে করিয়ে সান্ত্বনা
কহিলা এমাম,—"হে বিধুবদনা !
নিত্য হৃদে মোর তোমার ভাবনা,
কি জ্বলন্ত-ব্যথা ভোগিছ বুকে !"
"জীবনে তোমার আছে কি বন্ধন ?
হারা'য়েছ সতী, পতি, পুত্রধন,
কুফার-ভূমির সেই কাল-রণ—
তোমার সর্ব্বস্ব হরিছে সুখে !"
"হায় কাজে মোর গ্রাসিছে তোমার
আশা ও ভরসা স্নেহ মমতার
অতুল-সম্পদ কাল-দুরাচার,
অস্তমিত তব সে ভাগ্যরবি !
কহিলা প্রণমি মোশ্লেম-গৃহিনী—
"ধরাতলে আমি কত গৌরবিনী,
কোন্ ভাগ্যবতী আমার নিছনী,
এ'সৌভাগ্য মোর ঘোষিবে কবি" !
"কি আনন্দ তাঁ'র, কত হর্ষ বুকে,
পতি-পুত্র যাঁ'র পরহিতে সুখে

ত্যজিছে জীবন হাস্যময়-মুখে
নিষ্কাম-পরার্থ ধরিয়ে হৃদে ;
কত সুখ-শান্তি আজি মোর মনে,
স্বামী, সুত মোর অম্লান বদনে
ধর্ম্ম, গুরু, প্রিয়-স্বদেশ-কারণে—
উৎসর্গিল প্রাণ সমর-নদে" !
একদা তাঁদের হইত পতন,
নহে চির-স্থির জীবন, যৌবন,
ধন্য মরিয়েছে ক'রে ধর্ম্মরণ—
বীরের মতন মহৎ কাজে !
তব পদে আজ কি কৃতজ্ঞা আমি,
এ ভাগ্যের মোর মূল দেব তুমি !
তব উপলক্ষে মোর পুত্র, স্বামী
হইল স্মরণ্য ধরণী-মাঝে !"
এই দুখ শুধু আছে মম মনে
"পতি, পুত্র মোর যায় যবে রণে
নারিনু সাজা'তে সমর-ভূষণে
সাগ্রহে, স্বহস্তে তাঁদের তরে" ;
প্রশংসি অশেষ মোস্লেম ভার্য্যায়,
আশীষি, সান্ত্বনি ললনা সবায়,
সঁপিয়ে সকলে বিধাতার পায়
চুম্বিলা জয়নালে সাদর-ভরে ।—

সাজিয়ে এমাম সমর-ভূষণে
স্নেহের 'দুল্ দুল্'-অশ্ব আরোহণে
ত্বরিত-গতিতে কার্‌বালা-প্রাঙ্গণে
যাইয়ে, বিস্ময়ে দেখিলা চেয়ে ;—
বিপুল-বাহিনী ল'য়ে আপনার—
দুর্ম্মতি-'জেয়াদ' ভূপতি 'কুফার'
মিশিছে আসিয়ে রণে কার্‌বালার—
মার্‌ওয়ান্ সহিত একত্র হ'য়ে!
বলিলা এমাম হেরিয়ে তাহারে,—
"তুমিও আবদুল্লা কার্‌বালা-প্রান্তরে !
সবংশে আমায় ধ্বংস করিবারে
এসেছ সসৈন্যে আনন্দ-মনে" ?
"বধিয়ে সদলে মোস্লেমে আমার
মনের বাসনা পূরেনি তোমার ?
নাশিতে আমায় এসেছ আবার
মিলিয়ে দামেস্ক-কটক সনে" ?
"বল্‌রে অধম তোরেরে জিজ্ঞাসি,—
কোন্ দোষে আমি তোর্ কাছে দোষী ?
কেন তুই রুষ্ট বল্‌রে প্রকাশি,
কেন সর্ব্বনাশ করিলি-মোর" ?
"কাজে তোর্ চেয়ে দেখ্ রে পামর—
কার্‌বালা, কুফায় শোণিত-লহর

দূরহ জঘন্য-বিশ্বাসঘাতক,
নরকের কীট, ঘৃণ্য-প্রতারক,
ইস্‌লামের শক্তি, প্রভাবনাশক,
আত্মা-কলূষিত হেরিলে তোরে" !
ঘৃণা-বিজড়িত কঠোর-বচনে—
কহিলা এমাম গভীর গর্জ্জনে,
"আছ কোন্‌বীর এ'স এ'স রণে,
সমরের সাধ মিটাব তার ;
মাতামহ 'নবী', পিতা মোর 'আলী',
মাতা 'ফাতেমার' নয়ন-পুতলি
আমিই 'হোসেন' শুন ওরে বলি,
এ'স ত্বরা গৌণ সহে না আর" !
"বিনাশিতে যারে এত আয়োজন,
কম্পিত বিপ্লবে মোস্লেম-ভবন,
সে' অভাগা আমি কর এ'সে রণ,
আছি এই একা সমরস্থলে !
"নাহি ছাড় যদি ফোরাতের তীর,
লভিতে সবলে আজি তার নীর
জীবন-পণেতে হইয়ে অধীর
মুক্ত কুল তার করিব বলে" !
"মাতিলে সময়ে মিটাইব সাধ,
তবে কারবালায় ঘটিবে প্রমাদ

শোণিত-নীরধি ক'রে ঘোর নাদ
বহিবে প্রখর, গরব-ভরে :
পূর্ণ-জলা-নদী অতি স্বল্পক্ষণে
সাজিয়ে মোহিনী লোহিত-বসনে
ছুটিবে নাচিয়ে অনন্ত-মিলনে
কল্‌-কল্‌-কল্‌ করুণ-স্বরে !
যে ক্ষুদ্র-আরব তীক্ষ্ণ-অসি করে
আত্মরক্ষা-কল্পে মাতিয়ে সমরে
ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিজয়-হুঁঙ্কারে
সাধিলা জগতে অচিন্ত্য-কাজ ;—
যে দরিদ্র-জাতি, মহা-ধর্ম্ম-বলে
সুবিশাল-রাজ্য স্থাপি ধরাতলে
অর্জ্জিয়ে বিপুল-যশ অবহেলে
হইলা বরেণ্য ধরার মাঝ !—
"সেই ধন্য-দেশে আমি নরাধম—
দয়ায় স্রষ্টার লভিছি জনম,
সাহস, বীরত্বে কি সে আমি কম ?
শোকে, রোষে আরো শার্দ্দূলপ্রায়,
বধিয়েছ মোর আত্মীয়, বান্ধব,
ক'রে 'জল', 'জল', আর্ত্ত-কলরব
মরিছে তৃষায় শিশু প্রায় সব
মাতৃ-ক্রোড়ে, ভূমে ঢলিয়ে হায়" !

"দাও রণ ত্বরা," বজ্রনাদ-রবে
ডাকে বার বার বীর, অরি সবে,
কেহ না আসিছে তথাপি আহবে
নিস্তব্ধ অরাতি-কটকগণ ;
হজরত এমামেসাক্ষাতে হেরিয়া
কাঁপিল সবার দুরু দুরু হিয়া,
'খোদা' 'রছুলের বিরাগ চিন্তিয়া
দমিল মুহূর্ত্তে সৈনিক-মন' !
ভাবিল এ পুণ্য-দৌহিত্র নবীর,
বংশের প্রদীপ ধর্ম্মাত্মা আলীর,
প্রাণের সন্তান ফাতেমা বিবির,
রণ এঁর সঙ্গে উচিত কার ?
দৈব-প্রেরণায় এঁরা বলীয়ান্,
অদম্য-শক্তিতে মহাগরীয়ান্,
সাধ্য কি সামান্য নর ক্ষুদ্র-প্রাণ
ছুঁইতে কেশাগ্র পারিবে তাঁর ? .
এমাম নবীর পুণ্য-বংশধর,
যে ইহাঁর সনে করিবে সমর
নরকে তাহার হবে বাড়ী-ঘর,
এ পাপে বিমুক্তি তাহার নাই ;
যেন ইন্দ্র-জালে হ'য়ে ভীত-মন
চিত্রার্পিত প্রায়-স্তব্ধ সৈন্যগণ,

নড়িল না কেহ করিবারে রণ
সনে এমামের, সম্মুখে যাই !
এ'ল না কেহই হেরিয়ে নয়নে,
ধাইল এমাম ফোরাতের পানে,
ছুটিল 'দুল্ দুল্' প্রবল-কুর্দ্দনে,
হেরিল দামেস্ক সেনানী সবে,
ঝটিকা-গমনে নর-সিংহ-প্রায়
এমাম ফোরাত অভিমুখে ধায়,
বৈদ্যুতিক-জ্যোতি খেলে তাঁর গায়,
কাঁপায়ে কারবালা হুঙ্কার-রবে !
নেহারিল ধীরে সেনানী সকল
হ'য়ে সম্মোহিত, অজ্ঞান, বিহ্বল,
বিপুল মোস্লেম-সৈনিকের দল,
কাঁপে ঠক্-ঠক্ যেন কি ভয়ে ;
হেন সৈন্যে আর না ক'রে নির্ভর,
একত্রি বিধর্ম্মী-সৈনিক নিকর,
ঘিরিয়ে ফোরাত কুলের প্রান্তর
রহিলা সসৈন্যে প্রস্তুত হ'য়ে !
মুক্ত-তরবারি ধ'রে বজ্র-করে,
ঝাঁপিলা এমাম সমর-সাগরে,
নাশিতে দামেস্ক সৈনিক-লহরে,
জীবনের বিন্দু নাহিক আশ ;

যে পারে যে দিকে সেই দিকে ধায়,
ভাঙ্গিল সৈন্যের বিরাট-ব্যূহ ;
ব্যাঘ্র-বিতাড়িত কুরঙ্গ যেমন
ধায় দিকে দিকে শত্রু-সৈন্যগণ,
ভয়ে অস্ত্র, শস্ত্র ক'রে বিসর্জ্জন
সেনানীর বাক্য না শু'নে কেহ !
বিরাট-বাহিনী সঙ্কুল-ময়দান
হইল নির্জ্জন, বিকট-শ্মশান,
নিস্তব্ধ, নির্ব্বাত-তড়াগ-প্রমাণ.
পলাইল ভয়ে সৈনিকগণ ;
হেরি এমামের সে রুদ্র-মূরতি
জেয়াদ, মার্‌ওয়ান্ সকল দুর্ম্মতি,
দুরাশা-প্রমত্ত সীমার-'লানতি'
লুকাইল দূরে ছাড়িয়ে রণ !
রক্ত-প্রবাহিনী বহিছে নাচিয়ে,
ছিন্ন-হস্ত, মুণ্ড তাহাতে ভাসিয়ে
ফোরাতের নীরে মিশিছে যাইয়ে,
পরিছে কার্‌বালা লোহিত-বাস ;
আহত সেনার করুণ-ক্রন্দনে,
মুমূর্ষুর শেষ-কাকুতি দর্শনে,
এমাম অস্থির স্মরিলেন মনে
"উহু কত জীব করিনু নাশ !"

"জীবে-দয়া শ্রেষ্ঠ ধরম-বিধান
মানবের এক কর্ত্তব্য প্রধান
ভু'লে মোহ-বশে নে'শে বহু-প্রাণ
করিনু কি-ঘৃণ্য, রাক্ষসী-কাজ!
এককীটে প্রাণ করিতে সঞ্চার
জগতে এমন শক্তি আছে কার?
শ্রেষ্ঠ প্রিয়-সৃষ্টি দয়াল ধাতার
বিনাশিনু কত এখানে আজ!
সমর-আহত নিহত-বেদনে;
বিগত সকল অশুভ-স্মরণে
গভীর-যাতনা জনমিয়ে মনে
হইলা এমাম অজ্ঞান-প্রায়;
চায় চারিভিতে বিহ্বল-আকার
হিতাহিত-বোধ যেন লুপ্ত তাঁর,
বহিল নয়নে শত-অশ্রু-ধার,
লভি শান্তি কেঁ'দে কহিলা হায়!—
"এই কি সে' কাল-অশুভ-প্রান্তর—
গ্রাসিল যে মোর স্বজননিকর,—
জলহীন-মরু নরক-সোসর!—
দামেস্ক-কটক-শোভিত-ভূমি?
হইলে সে স্থান কোথা তবে তার—
সৈন্যের অসংখ্য ছাউনি-বাহার?

অযুত-কণ্ঠের গম্ভীর-হুঙ্কার ?
খচিত-পতাকা গগন-চুমী" ?
"এই বুঝি সেই ফোরাতের কুল
বারি-তরে যার হইল নির্ম্মূল
ধরা-উদ্যানের বহু শিশু-ফুল,—
জনক-জননী, অসংখ্য-নর ?
ঘোর-পিপাসায় ওষ্ঠাগত-প্রাণ
হেরিলা এমাম ফোরাত-বয়ান,
মিষ্ট-জলা স্বচ্ছ-নদী-বহমান
বহিছে গাহিয়ে কল্লোল-স্বর" !
ত্যজি অশ্ব-পৃষ্ঠ নামিয়ে নদীতে
ফোরাত-জীবন লইল হস্তেতে
সে প্রাণান্তকর-তৃষা নিবারিতে,
নিলেন অঞ্জলি বদন-পাশ ;
তখন তাঁহার হইল স্মরণ,—
"ফোরাতের এই জলের কারণ
কত হিতাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়তম-জন
অকালে এখানে পাইল নাশ" !
"ধরি গলা মা'র আহা শিশুগণ
'জল' 'জল' রবে করিয়ে রোদন,
বক্ষে জননীর ত্যজিল জীবন
তবু বিন্দু-বারি নারিনু দিতে !

"প্রিয় জনগণে সবে হারাইয়ে
কি ফল নিজের জীবন রক্ষিয়ে,
ফোরাতের ছাই-সলিল ভক্ষিয়ে ?
কি তীব্র-ধিক্কার বাজিছে চিতে" !
"ধরার সুখের কণ্টক- প্রধান
অমঙ্গলকর মোর তুচ্ছ-প্রাণ
বিশ্ব-শান্তি-কল্পে দিলে বলিদান
কর্ত্তব্য-পালন হইবে মম ;"
"দীর্ঘ-কাল-আমি রহিলে জীবনে
হবে কত মন্দ মোস্লেম-ভবনে,
কত প্রাণ-হানি হবে ক্ষণে, ক্ষণে,
কালগ্রহ কোথা আমার সম ?"
"অসংখ্য-নরের অমূল্য-জীবন
উত্তেজনা-বশে ক'রেছি নিধন,
অগণ্য-হৃদয়ে গভীর-বেদন
দিনু চির-তরে বিমোহ-ভরে ;
"স্বামী, সুতহারা ললনানিচয়,
পিতৃহারা ক্ষুব্ধ শিশু-সমুদয়,
বৃদ্ধ কর্ম্মক্ষম হারা'য়ে তনয়
হইবে অসুখী জীবন-তরে" !
"সে সবার খেদে, গভীর-নিশ্বাসে
ধরা-সুখ, শান্তি উড়িবে আকাশে,

কাঁপিয়ে ধরণী বিষাদ-বাতাসে
হবে কি মলিন, রোদনময়” !
বিশ্ব-অশান্তির নিদান হইয়ে
কি সাধে, কি লাজে রহিব বাঁচিয়ে ?
প্রায়শ্চিত্ত ত্বরা পরাণ ত্যজিয়ে
করিতে আমার উচিত নয় ?
“কেন পোষি আর জীবন-প্রবৃত্তি ?
কেন অস্ত্র, বর্ম্ম, রাক্ষসী-মূরতি ?
কেন জল-পানে হইল কুমতি ?
এথা আত্মত্যাগ করিব আজ ;
হস্তস্থিত-বারি দূরে নিক্ষেপিয়ে
দ্রুত-পদক্ষেপে কুলেতে উঠিয়ে
অস্ত্র, বর্ম্ম, সব দিলেন ফেলিয়ে
সমর-সম্ভার ভূমির মাঝ !
দাঁড়া’য়ে এমাম ‘আল্‌খেলা’-শরীরে
স্মরিল ভক্তিতে জনম-ভূমিরে,
পুণ্য-স্মৃতি তাঁর উদিয়ে অন্তরে
বিহ্বলিল পূত, কোমল-চিত ;
স্মরিয়ে সে ভূমি, মুদিত-নয়নে-
ভাবপ্রণোদিত উদ্বেলিত-প্রাণে
গাইলা এমাম নির্জ্জন-ময়দানে
জনম-ভূমির বন্দনা-গীত ।—

"কোথায় মদিনাপুরী প্রিয়ভূমি মা আমার!
তব মা মধুর-স্মৃতি,
অতীত সে' পুণ্য-গীতি
তু'লেছে এ হৃদে আজি কি আনন্দ-পারাবার!
জগতে অতুলা তুমি,
সুখের নন্দন-ভূমি,
তুমিই তোমার যোগ্য, কোন স্থান হেন আর?
তব স্মৃতি-সুধা-পানে
কি আনন্দ খেলে প্রাণে,
মুছিছে মুহূর্ত্তে সব হৃদয়-বিষাদ-ভার"!
কোথায় মদিনাপুরী প্রিয়ভূমি মা আমার?

শক্তি-মন্দাকিনী ওগো মাতৃভূমি মা আমার!
তোমার গৌরব-পণে
আজি মা এখানে রণে,
তোমারি প্রসাদে কত বহাইছি রক্তধার!
জপি তোরে নিরবধি,
সাঁতারিয়ে রক্তনদী
বিজয় ঘোষিতে আজি পে'রেছিগো মা তোমার!
অকৃতী সন্তান আমি,
বল সঞ্চারিছ তুমি,
নতু হেন কাজে শক্তি ছিল কোথা অভাগার"?
শক্তি মন্দাকিনী ওগো মাতৃভূমি মা আমার!

"কত পূত-স্মৃতি-লিপ্ত বক্ষঃ তব মা আমার !
সে'ধে পুণ্য গুরু-কাজ
নবী-'মোহাম্মদ' আজ
অনন্ত-নিদ্রিত সুখে, শান্তি-অঙ্কে গো তোমার !
বিপদে বিশ্বাসিগণে,
রক্ষিছ ইস্‌লাম-ধনে,
রবে তাই কালে কালে স্মরণীয় সবাকার !
সম্ভ্রমে তোমার তরে
অকপট-ভক্তিভরে
নমিবে মোস্লেমকুল, যুগে যুগে অনিবার ।
কত পূত-স্মৃতি-লিপ্ত বক্ষ তব মা আমার !

"গর্ভিণীর সমতুল্যা পালয়িত্রি মা আমার !
তব খাদ্য, আলোগুণে,
তোমারি সলিল পানে,
তব সমীরণে দেহ বে'ড়েছে এ অভাগার !
তোমার মধুর তানে,
তোমারি পুলক-গানে,
তোমারি গরবে, সুখে বহিছি জীবন-ভার !
তোমার প্রান্তর, বন,
পল্লী, গিরি, প্রস্রবণ,
যে সুখ প্রদানে হৃদে কোথায় এমন আর" ?
গর্ভিণীর সমতুল্যা পালয়িত্রি মা আমার ?

"স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমি মা আমার !
তব ভাষা নব-বলে
মন মাতাইয়ে তুলে,
কি মাধুর্য্য, কি লালিত্য বলিহারি যাই তার !
তার প্রতি ভাব, বর্ণে
যে অমিয় ঢালে কর্ণে,
উথলে হৃদয় মাঝে যে আনন্দ-পারাবার !—
পর-ভাষা, পর-নীতি
হেন উদ্দীপনা, প্রীতি —
সঞ্চারিতে নরদেহে পারে কি এমন আর" ?
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমি মা আমার।

"সেবি স্বীয় মাতৃভূমি ভক্তিভরে মা আমার !
কত মহা-নর আজ
অমর ধরার মাঝ,
পরিয়াছে চিরতরে কীরতির রত্নহার !
প্রাণান্ত যতন-ভ'রে
সেবিব তোমার তরে
ছিল যে বাসনা মাতঃ পূরিল না তাহা আর !
বড় আশা ছিল মনে
তোমারি ধূলির সনে
মিশিব অনন্ত-তরে ছাড়িয়ে জীবন-ভার" !
সেবি স্বীয় মাতৃভূমি ভক্তিভরে মা আমার !

বন্দি জন্মভূমি ক'রে উচ্চ-তান
শীতলিল তৃষা-শোক-দগ্ধ-প্রাণ,
মাগি ঈশ-স্থানে অন্তিম-কল্যাণ—
মেলিলা নয়ন প্রশান্ত-মনে ;
দেখিলা এমাম কিছু দূরে তাঁর
লইয়ে 'খঞ্জর' অস্ত্র-ক্ষুরধার,
রয়েছে নীরবে 'জল্লাদ'-সীমার
হরিবারে তাঁর জীবনধনে !
ভকতি-গলিত এমাম-বদন
নীরবে সীমার করিছে দর্শন,
সে মাতৃ-সঙ্গীত করিয়ে শ্রবণ
ক্ষণ-তরে তাঁর দমিল প্রাণী ;
দাঁড়ায়ে সে ধীরে মন্ত্রমুগ্ধ-প্রায়
এমামের পানে অনিমিষে চায়,
সাদরে এমাম ডাকিয়ে তাহায়
প্রদানি অভয় কহিলা বাণী । –
"এই লও লও মস্তক আমার,
এ'যে কণ্ঠ মোর কাটরে সীমার !
বধি মোরে লাভ হইলে তোমার
এ'সে ত্বরা মোরে বিনাশ কর ;
এ মস্তক মোর এত মুল্যবান
কোন দিন তাহা করি নাই জ্ঞান,

"অপূর্ব্ব সৌরভে দিক্ প্রপূরিত,
স্বরগ-বিভায় ব্যোম উদ্ভাসিত,
অমরসঙ্গীত, বাদ্যে মুখরিত,—
র'য়েছে গগন হরষে ভরি !
কাতরে সীমার মাগি তব ঠাঁই,—
কর দ্বিখণ্ডিত মুণ্ড মোর ভাই !
আনন্দ-সাগরে আমিও ভাসাই
যে'তে দাও মোরে চরণে ধরি" !
"আত্মার দুর্গতি হউক মোচন,
করিয়ে মানব-শরীর-ধারণ
হইলাম উহু কত জ্বালাতন !
ভুঞ্জিয়ে সংসার-কারার ক্লেশ !
কাট, কাট, কাট, মস্তক আমার,
এই নিবেদন নিকটে ধাতার,—
এ সৌভাগ্যে মোর জঘণ্য-ধরার
শরীর-ধারণ হউক শেষ ."
"কাল-বিবর্ত্তনে, সময়ের ফেরে,
পতিত ইস্‌লাম বিলাসীর করে,
ক্রমেই বিশ্বাস লক্ষ্য ছে'ড়ে দূরে—
সমস্যা-বন্ধনে পড়িছে এ'সে ;
পারিনা হেরিতে এই ভাব আর,
আমি অস্ত্রহীন ভয় কি সীমার ?

ল'য়ে বজ্র-করে অস্ত্র-ক্ষুদ্র-ধার
        ছিন্ন কর কণ্ঠ, এস হে পাশে !
ইস্‌লামের ভাবী চিন্তিয়ে দুর্গতি
ক্ষোভে হৃদি মোর কাঁদে দিবারাতি ;
হইত বাসনা হ'তে আত্মঘাতী,
        সময়ে ধৈরয হইত লোপ ;
"কোথা দয়াময় ! ক্ষম অভাজনে,
শত দোষী দাস তোমার চরণে,
কত ভুল, ত্রুটী ক'রেছি জীবনে,
        সম্বর দয়াল সম্বর কোপ !
"শত ধন্যবাদ বাহবা সীমার !
এ'সেছ সশস্ত্র নিকটে আমার,—
এতক্ষণে দয়া হয়েছে তোমার ?
        কর অস্ত্রাঘাত প্রাণান্তবলে ;
আমার শোণিতে হউক শীতল—
দামেস্ক-পতির তীব্র-ক্রোধানল,—
মোস্লেম ধরার তপ্ত-বক্ষঃস্থল ;
        'আল্ হাম্‌দো' খঞ্জর দিয়েছ গলে" ?
কি করিস্ কি করিস্ ওরে দুরাশয় ?
            এ পুণ্য-স্বরগ-দূত
            সাধ্বী ফাতেমার সুত
এ' যে পৃথিবীর কোন ধনশালী নয় !

কি করিস্ কি করিস্ সীমার পাতকি ?
হায় এ সোণার চাঁদে
হেরিতে পরাণ কাঁদে,
সরিয়ে দাঁড়ারে পাপি একবার দেখি !
বারেক হেরিরে ওঁরে
অনন্ত কালের তরে,
ওঁ-পুণ্য-পবিত্র মূর্ত্তি হৃদে এঁকে রাখি !
যেতেছে এমাম চ'লে
অনন্তের ক্রোড়ে ঢ'লে,
আর কি ও রাঙ্গাপদ হেরিব নারকি ?
কি করিস্ কি করিস্ সীমার পাতকি ?

কি করিস্ কি করিস্ শয়্তান্ মরদুদ্ ?
এ' শেষ-খলিফা হায় !
অকালে চলিয়ে যায়,
একটু অপেক্ষা কর্ পড়িব 'দরুদ' !
এ দুঃখ জগতে আসি
ভুঞ্জি ক্লেশ রাশি রাশি,
যেতেছে এমাম মোর দহিছে 'অজুদ্' !
ফে'লে এ কার্বালা পরে
প্রিয়-পরিজন তরে ,—
দেখে বিন্দু দয়া তোর হয়না 'জহুদ্' ?
কি করিস কি করিস্ শয়্তান-মরদুদ্ ?

ওনারকি, মহাপাপি সীমার অধম !
ইঁহার এ দশা দে'খে
ঐ দেখ দেবলোকে.
অধীরে অমরগণ করিছে মাতম !
চির-সুখশান্তি যথা
কাজে তোর দেখ্ তথা
করুণ-বিলাপ কত, বিষাদ, বিষম !
স্বর্গ, মর্ত্তে শোক দে'খে
বাজেনা কি তোর বুকে ?
কি দিয়ে বিধাতা তোরে সৃজিছে রে নরাধম ?
ওনারকি, মহাপাপি সীমার অধম !

কি করিস্ কি করিস্ সীমার-পামর ?
বধিলে এ মহাপ্রাণী
অই যে ছাউনিখানি,
যাহাতে র'য়েছে ক্ষুব্ধা রমণী নিকর,—
চা'বে তাঁরা কার পানে,
কিসে শান্তি পাবে প্রাণে,
তৃষ্ণা, শোক, দুখে যাঁরা অই মর মর ?
বলিছে শোকার্ত্ত কবি
তাঁদের অবস্থা ভাবি
গ'লে করুণায় তোর কাঁদেনা অন্তর ?
কি করিস্ কি করিস্ সীমার পামর ?

কি করিস্ কি করিস্ ওরে দুরাচার ?
রাখিতে নবীর স্মৃতি,
গাইতে ধরম-গীতি,
বধিলে ইহাকে তুই, কে রহিবে আর ?
র'য়ে প্রায় উপবাসী,
অকাতরে হাসি হাসি
কে আর ইস্‌লাম-নীতি করিবে প্রচার ?
নিজে অনশনে র'য়ে,
দীনে অন্ন বিলাইয়ে,
কে আর হরিবে বল ক্ষুণ্ণ-দুখভার ?
কি করিস্ কি করিস্ ওরে দুরাচার ?

হায় সত্য নরাধম বধিলি হোসেনে ?
বিচ্ছিন্ন করিলি শির ?
ছুটিছে উঃ কি রুধির !
ঢলিল-এমাম আহা মৃত্তিকা-শয়নে !!
দেব-জ্যোতি ঢল-ঢল
জ্বলে মুখে কি উজ্জ্বল !
"হায়" "হায়" আর্ত্তরব উঠিছে গগনে !
কাঁপে ক্ষোভে থর থর,
বিশ্ব, ব্যোম, চরাচর,
কাঁদিছে প্রকৃতি তীব্র, গভীর-স্বননে !
হায় সত্য নরাধম বধিলি হোসেনে ?

বীর কোথা তুমি যাও ?
পাপ, তাপ, শোকভরা
পরিহরি এই ধরা
কোন্ সুখময়-স্থানে ছুটিছ উধাও ?
হিংসাময় এই ভূমি
ঘৃণায় ত্যজিয়ে তুমি
যথা চির-সুখ, শান্তি তথায় কি ধাও ?
অমরেরা যথা নিতি
গাইছে আনন্দগীতি,
বাজিছে মধুর-বাদ্য তথায় পলাও ?
বীর কোথা তুমি যাও ?

বীর কোথা তুমি যাও ?
এ'সে এ মরত পরে,
সুখ সুখ করে নরে,
ধন, মান ভোগ-তরে রব দাও দাও !
তুমিত নিষ্কাম-যোগী,
চাওনি কিছুই ত্যাগি !
অসার ভোগের ভোগে নাহি ছিল রাও !
প'রে ছিন্ন-বস্ত্রখানি,
খেয়ে 'থোড়া রুটী' পানী
সন্তুষ্ট রহিতে তবে কোন লোভে ধাও ?
বীর কোথা তুমি যাও ?

বীর কোথা তুমি যাও ?
আঁধারি মোস্লেম-ভূমি
এই যে ছুটিছ তুমি
কোন দূর-লক্ষ্য-পানে হইয়ে উধাও ;—
আর কি আসিবে হেথা ?
দাঁড়াও শুননা কথা !
পবিত্র-মুখের শেষ-বচন শুনাও ।
তুমি না দয়াল অতি ?
তবে কেন মহামতি
অকালে চলিয়ে যেয়ে বিশ্বকে কাঁদাও ?
বীর কোথা তুমি যাও ?

বীর কোথা তুমি যাও ?
অরাতি-বেষ্টিত স্থানে
ফে'লে পরিজন গণে,
তুমি হেন বীর কেন এ ভাবে পলাও ?
অই যে রোদিছে তাঁরা
হইয়ে সর্ব্বস্ব-হারা,
ছাড়িয়ে তাঁদেরে হায় কোন ভয়ে ধাও ?
দেখনা শিবিরে সবে
কাঁদে কি করুণ-রবে,
বারেক দাঁড়া'য়ে আহা তাহাদিগে চাও !
বীর কোথা তুমি যাও ?

লক্ষ্য কি রহিবে ঠিক বল বীর তাও ?
বীর কোথা তুমি যাও ?

বীর কোথা তুমি যাও ?
ইস্‌লামের যেই গতি
বিশোধিয়ে দেশ, জাতি,
সংরক্ষিয়ে সত্যধন করি ঘোর-রাও,—
প্রবল-তরঙ্গে বয়ে
অসত্য-জঞ্জাল ধু'য়ে,
ছড়াইছে বিশ্বময় ছুটিয়ে উধাও !
কে রাখিবে তাহা স্থির
যাও তুমি যদি বীর ?
অকালে ইস্‌লামে কেন অনর্থে ভাসাও ?
বীর কোথা তুমি যাও ?

বীর কোথা তুমি যাও ?
যে ইস্‌লামামৃত বাণী,
গাইয়ে মোহিতে প্রাণী,
বারেক দাঁড়ায়ে তাহা শেষ-বার গাও !

অমূল্য-সদ্‌গুণ বলে,
বিমোহি মানবদলে
অকালে এমন ভাবে কোথায় পলাও ?
যেই ধর্ম্মভাব-বুকে,
যেতেছ অকালে দুখে,
দয়া ক'রে সে অমিয় মোদিগে বিলাও।
বীর কোথা তুমি যাও ?

বীর সত্যই কি যাও ?
যেতেছ একান্ত যবে
স্বীয় মহাভাবে তবে
চিরতরে লক্ষ্য ব্রতে মোস্লেমে মাতাও !
পুণ্য ধর্ম্মোন্মাদ বলে
তাহাদিগে ভূমণ্ডলে
গেয়ে সাম্য, ঐক্য গীতি তু'লে উচ্চ-রাও,—
প্রেমের অচ্ছিন্ন-ডোরে
বাঁধিয়ে এ বিশ্ব-নরে,
স্থাপিতে ধরম-রাজ্য বর দিয়ে যাও !
বীর সত্যই কি যাও ?

পরিশিষ্ট।

‘কার্‌বালায়’ ব্যবহৃত বৈদেশিক শব্দের বাঙ্গালা অর্থ।

শব্দ	অর্থ
‘মঞ্জিল’	বিশ্রাম-স্থান।
‘ফোরাত’	ইউফ্রেটিশ নদী।
‘রওজা’	সমাধি।
‘হদিশ’	মুসলমান-ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ।
‘কাসেদ’	দূত।
‘বেএক্তার’	অস্থির।
‘নামদার’	প্রতিষ্ঠাভাজন।
‘শহীদ’	ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত।
‘ইয়ার তামাম’	বন্ধুসকল।
‘লস্কর’	সৈন্য।
‘বেকারার’	অস্থির।
‘তাজ’	মুকুট।
‘হারাম’	অবিশ্বাসী, অপবিত্র।
‘ভেজিল’	প্রেরণ করিল।
‘পয়গাম’	পত্র।
‘আল্‌বত’	নিশ্চয়ই।
‘নবীর উম্মত’	রছুলের শিষ্য।
‘খেদ্‌মত’	সেবা।

শব্দ	অর্থ
'ঈমান'	ধর্ম্ম-বিশ্বাস।
'আওরত'	স্ত্রীলোক।
'মছিবত'	বিপদ্।
'পেয়ারের'	স্নেহের।
'কাফেলা'	শিবির পুঞ্জ।
'তস্‌লিম'	সসম্ভ্রম।
'আল্লাহো আক্‌বর'	ঈশ্বর খুব বড়।
'বেঈমান'	ধর্ম্মজ্ঞান-হীন।
'আসাদ,' 'মোসেলামা'—	হজরত মহম্মদেরসমসাময়িক দুইজন মিথ্যাধর্ম্ম-প্রচারক।
'খলিফা'—	মুসলমান ধর্ম্মনেতা।
'পয়গম্বর'	স্বর্গীয় দূত, এস্থলে মোহাম্মদ।
'সাহীতক্ত, তাজ'	রাজসিংহাসন ও মুকুট।
'ওম্মিয়াবংশ'	এজিদ যে বংশের লোক।
'লায়েক'	উপযুক্ত।
'বেহুস'	অজ্ঞান, বিভোর।
'গোল্‌জার'	বিভূষিত, আমোদিত।
'আপশোষ-বাত'	দুঃখের কথা।
'কমিন'	পাপাত্মা, নির্লজ্জ।
'মমিন'	পুণ্যাত্মা, বিশ্বাসী।
'হেরেম গোল্‌জার'	অন্তঃপুর শোভিত।
'মহব্বত'	স্নেহ, ভালবাসা।
'দোস্তিদার'	বান্ধব।